INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Friday, the 16th December, 1983 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 42 Member.

Questions & Answers.

অধ্যক্ষ মহোদয়—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১) নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির কাজ কবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ;

ক) সাব্রুম-আমলীঘাট রাস্তা,

খ) জলেফা-সোনাই বাজার রাস্তা,

গ) মনু বাজার-মনুঘাট রাস্তা,

ঘ) সাব্রুম-শিলাছড়ি রাস্তা,

২) ঐ রাস্তাগুলির কাজ কোন্ সনে আরম্ভ হয়েছিল এবং এই কাজে এত বিলম্বের কারণ কি ?

উত্তর

১) রাস্তা ভিত্তিক বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ১৯৮৫এর ডিসেম্বর নাগাদ কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

খ) ১৯৮৫ এর মার্চ মাস নাগাদ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

গ) ১৯৮৫ এর ডিসেম্বর নাগাদ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

ঘ) এই রাস্তার সাব্রুম হইতে হরিণা এবং হরিণা হইতে মাগরুম অংশের কাজ আগেই শেষ হইয়াছে। ১৯৮৫ এর ডিসেম্বর নাগাদ মাগরুম হইতে ঘোরাকাপ্পা এবং ঘোরাকাপ্পা হইতে শিলাছড়ি অংশের সোলিং এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বর্ষে শুরু হয়েছিল।

খ) ১৯৮০ ইং সালে শুরু হয়েছিল।

গ) ১৯৮১ ইং সালে শুরু হয়েছিল।

ঘ) এই রাস্তাটিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় :—

ক) সাব্রুম হইতে হরিণা—ইহা আগরতলা—সাব্রুম রাস্তার অংশ এবং চালু রাস্তা।

খ) হরিণা—মাগরুম—ইহার কাজ ১৯৭৫ সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

গ) মাগরুম—ঘোরাকাপ্পা—এই অংশের সোলিং এর কাজ ১৯৭৭ সালে আরম্ভ হয়েছিল।

ঘ) ঘোরাকাপ্পা—শিলাছড়ি অংশের সোলিং এর কাজ ১৯৭৬ সালে অনুমোদিত হইলেও ১৯৮২ ইং সালে কাজটি আরম্ভ হয়েছিল। এক নম্বর কাজটি রাস্তার এলাইণমেণ্ট পরিবর্ত্তন করার জন্য এবং রিভাইজড্ এসটিমেটের প্রয়োজন হওয়ায় বিলম্বিত হয়। মাগরুম হইতে ঘোরাকাপ্পা এবং শিলাছড়ি হইতে ঘোরাকাপ্পা রাস্তার কাজটি ঐ অঞ্চলে ইটের অভাব জনিত কারণে বিলম্বিত হয়। ব্রীজ এবং কালভার্ট এর কাজে বেশী সময় লাগার জন্য অপর দুইটি রাস্তার কাজ বিলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লীমেণ্টারী, স্যার। সাব্রুম থেকে আমলীঘাট রাস্তাটা, সাব্রুম থেকে মনুঘাট পর্যন্ত যে রাস্তাটা আছে এটা তো মহারাজার আমল থেকেই চালু ছিল। এর পরবর্তী অংশের কাজ তো কিছুই হয় নি। সেটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু বলবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—সাব্রুম থেকে আমলীঘাট রাস্তা, এটার ফার্ষ্ট এলাইনমেণ্ট যেটা হয়েছিল সেটার একটা এস্টিমেট করা হয়েছিল যার কস্ট খুব কম হয়েছিল। কিন্তু পরে জরীপ করে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে হল এবং আমাদের রিভাইজড এস্টিমেট করতে হলো এবং একটা বড় ডিসভরাট [illegible]র জন্য একটু সময় নিচ্ছে। কাজেই আমি আশা করছি, যে সময় আমি বলেছি সেই সময়ের মধ্যেই আমরা করতে পারব।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—এই যে সাব্রুম—আমলীঘাট রাস্তা, এটা যদি ইট সোলিং হয়ে থাকে, তাহলে কতটুকু জায়গা ইট সোলিং হয়েছে এবং কতটুকু রাস্তা কার্পেটিং হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি তো ইট সোলিং এর কথা বলিনি। এই রাস্তা সাব্রুম হইতে মনুঘাট পর্যন্ত—অংশে এটা তো আণ্ডার কনষ্ট্রাকশন, আর্থ কাটিং কম্প্লিট হয়নি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—কার্পেটিং আছে তো। কতটা কার্পেটিং?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—শিলাছড়ি থেকে সাব্রুম রাস্তাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিলাছড়ি এলাকার, এমন কি অফিসিয়ালদেরও অমরপুর দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। ১৯৮০ সাল থেকে এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই মন্ত্রী মহাশয় জরুরী ভিত্তিতে এর কাজ করছেন কিনা সেখানকার লোকের সুবিধার জন্য?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাগরুম ছড়ার উপর যে ব্রীজটি, সেটা ওয়াশড আউট হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটা সময়ে এটা করেছি। মাগরুম ছড়ার পরে ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্রিক সোলিং আছে। তার পরের অংশের ৬ কিলোমিটারের জন্য টেণ্ডার কল করেছি ব্রিক সোলিং এর জন্য। আর শিলাছড়ি থেকে করবুক, এই অংশের জন্য টি, এস, আই, কে কাজ দিয়েছি। ওরা প্রত্যেকে কিছু কাজ করেছে। আমরা আশা করছি এবারও তারা এই কাজটা করবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

প্রশ্ন

১। বর্তমান বৎসরে মরশুমি ফসল চাষ করার জন্য কৃষকদিগকে সরকার হইতে সার, বীজ ইত্যাদি সাহায্য করা হইয়াছিল কি না;

২। যদি "হ্যাঁ" হয় তবে কি কি সার ও বীজ দেওয়া হইয়াছিল; এবং

৩। কতজন উপজাতি কৃষক এই সাহায্য পাইয়াছিল?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। যে যে সার এবং বীজ কৃষকদের বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) সার

১। ইউরিয়া
২। সুপার ফস্‌ফেট/রক্‌ফসফেট
৩। মিউরেট অব পটাস
৪। সুফলা
৫। ডাই এমোনিয়াম ফসফেট
৬। জীবানু সার।

(খ) বীজ

১। গম বীজ
২। তৈল বীজ
৩। ডাল বীজ
৪। আলু বীজ
৫। বোরো ধান বীজ
৬। ইক্ষু বীজ
৭। শীতকালীন সব্‌জি বীজ
৮। মিষ্টি আলুর বিচন লতা।

৩। যেহেতু বীজ, সার ইত্যাদির (রবি শস্য) বিতরণ শেষ হয় নাই, সেই হেতু এই সংখ্যা এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—এই যে রবি শস্য বীজের কথা বলা হয়েছে, ইহা কি সত্যি যে, অনেক ক্ষেত্রে তেলের বীজের অভাব থাকা সত্ত্বেও তা দেওয়া হচ্ছে না?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই যে প্রোগ্রাম আমরা এখানে নিয়েছি, তার মধ্যে দুই তিনটা বীজ ঠিকমত সরবরাহ করা যায় নি। কারণ এখন বেশীর ভাগ বীজের জন্য আমাদের বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় এবং বিভিন্ন কারণে আমাদের বীজগুলি পেতে অসুবিধা হয়। সেজন্য বিশেষ করে তৈল বীজ এবং আলুর ক্ষেত্রে যেটা আমরা চেয়েছিলাম সেইগুলি পুরোপরি সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে সব গম বীজ কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল ? কারণ, দেখা গিয়েছে এই সব বীজের মধ্যে ১৫ পার্সেন্টও জার্মিনেশান হয় নাই। এর ফলে কৃষকদের খুব ক্ষতি হয়েছে এবং এই অবস্থায় কি করা যায় এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি ভাবছেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সর্ব ভারতীয় যে সব বীজ সংস্থা আছে যেগুলি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার আণ্ডারটেকিংস সেই সংস্থার কাছ থেকেই আমরা বীজ সংগ্রহ করে থাকি। এই ধরনের জার্মিনেশানের খবর আমাদের কাছে আসে নাই এবং যদি সঠিক কোন তথ্য আসে তাহলে আমরা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এখানে সার এবং বীজ বিতরণের যেসব কথা বললেন সেই সব সার এবং বীজ সত্যিকারের কৃষকের হাতে গিয়েছে কি না ? কারণ, আমাদের কাছে অভিযোগ আছে, সার এবং বীজের অভাবে সত্যিকারের অনেক কৃষক রবিশষ্য চাষ করতে পারছে না—এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু ত্রিপুরাতে ফ্লাড হয়েছে সেজন্য এবার আমরা আমাদের আগের কর্মসূচী থেকে অনেক বড কর্মসূচী নিয়েছি, বিশেষ করে রবি শষ্যের ক্ষেত্রে ৮১ হাজার কৃষক পরিবার যাতে সুযোগ সুবিধা পায় এই ধরনের কর্মসূচী আমরা হাতে নিয়েছি। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু অসুবিধা এখনও রয়েছে—বেশীর ভাগ সার এবং বীজ আমাদের বাইরে থেকে আনাতে হয়—প্রায় ৯০ ভাগ আমাদের বাইরে থেকে আনাতে হয়। সেই সব সংস্থাগুলি গভর্ণমেট অব ইণ্ডিয়ার আণ্ডারটেকিং সংস্থাগুলির কণ্ট্রোলে থাকে যেহেতু আমাদের রাজ্যে সেই সব সংস্থার কোন অফিস নাই সেজন্য আমরা সার এবং বীজ আমাদের চাহিদা অনুসারে ঠিক ভাবে পাই না। তাছাড়া অন্যান্য আরও অনেক অসুবিধা আছে, যেমন রেলওয়ে ইত্যাদি। সেই দিক থেকে এই সব সার এবং বীজের জন্য বিরাট প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। কাজেই আমাদের প্রোগ্রামের দ্বারা কৃষকরা উপকৃত হয় নাই এই রকম কোন তথ্য আমাদের কাছে নাই।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, স্যার বীজের ব্যাপারে অনেক কিছু কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা আলুর বীজের ক্ষেত্রে দেখেছি, বিশেষ করে অমরপুর, বিশালগড় প্রভৃতি এলাকায় কৃষকদের তাদের চাহিদা অনুসারে আলুর বীজ সরবরাহ করা হয় নাই। ফলে অনেক কৃষক তাদের জমি তৈরী করেও ফসল ফলাতে পারছে না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলুর বীজের ক্ষেত্রে এখানে যা বলা হয়েছে—আমরা প্রতিটি আলুর চাষীর কাছ থেকে তাদের চাহিদা জেনে নিয়ে আমাদের আলুর বীজের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়। এবং আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড অসুবিধা হল যে আমাদের কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থা নাই। যারা আগে ত্রিপুরার প্রশাসনে ছিলেন তারা আলুর বীজ রাখার জন্য কোন ব্যবস্থা করে যাননি, যার ফলে বেশীর ভাগ আলুর বীজ আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। এই ব্যাপারে আমাদের শিলং এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর নির্ভর করতে হয়। এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার অরুণাচলের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলে। সেখান থেকে জানান হয়েছিল যে, আমাদের ৫০০ টন আলুর বীজ সরবরাহ করা হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে সেখান থেকে ৩৮০ টন সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৯২০ টন বীজ সরবরাহ করতে পারে নাই।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, চাষীরা আলুর বীজ না পেয়ে তারা গোলবাজার থেকে আলুর বীজ কিনে জমি চাষ করছেন, এই তথ্য জানা আছে কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুর :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা গোলবাজার, বটতলা বাজার থেকে আলু কিনে চাষীদের সরবরাহ করতে পারিনা। আমাদের অনেক দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। আমাদের সরকার অনুমোদিত সংস্থার কাছ থেকে গ্যারান্টি বীজ সংগ্রহ করে তবেই আমাদের সেইসব বীজ চাষীদের সরবরাহ করতে হয়।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে, আমাদের বাইরে থেকে আমাদের আলুর বীজ সংগ্রহ করতে হয় এবং সেজন্য আমাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় ভাবে হিমঘর তৈরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য করার জন্য সরকার কোন আবেদন করিবেন কিনা ; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আলুর বীজ সংগ্রহের জন্য এখানে বেসরকারী উদ্যোগ বেশী নাই (ইন্টারাপশান —) কোপারেটিভ থেকে হিমঘর তৈরী করা হবে। এইগুলি হয়ে গেলে আমাদের আর তখন অসুবিধা থাকবে না।

প্রশ্ন

মিঃ স্পীকার :—শ্রী রশিরাম দেববর্মা

শ্রীরশিরাম দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ৯৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৯৪।

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকায় জিরানীয়া বাজার হইতে গাবর্দি ভায়া গুরুপদ কলোনী রাস্তায় হাওড়া নদীর উপর ব্রীজ করার জন্য বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে তাহলে কবে পর্যন্ত উক্ত ব্রীজে কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায় ?

৩। কোন পরিকল্পনা না হয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ ত্রিপুরার অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এই ব্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বর্তমান আর্থিক বর্ষে এই ব্রীজের এর কাজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষের শেষভাগে এই কাজ হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন সেটা এস. পি. টি ব্রীজ, না আর. সি. সি. ব্রীজ সেটা জানাবেন কি না?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা এস. পি. টি ব্রীজ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৭, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৭।

প্রশ্ন

১। কমিটি নবনির্মিত ধর্মনগরস্থ ডিগ্রী কলেজ ভবনটির ফাটল ও অন্যান্য দোষ ত্রুটির অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ;

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। যদি তাই হয়, তবে তারিখ ও কমিটির রিপোর্টের বিশদ বিবরণসহ তাহাদের পরামর্শ, যদি কিছু থাকে ?

উত্তর

২। ধর্মনগরের কলেজ ভবনের ত্রুটি—বিচ্যুতি তদন্ত করিবার জন্য গঠিত কমিটি ১লা নভেম্বর ভবনটা পরীক্ষা করেন। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রধানতঃ হরাইজেনটেল ও ডাইগনেল এই দুই রকমের ক্রোক আছে। লাইব্রেরী ব্লক ব্যতীত ভবনের প্রায় প্রতিটি পক্ষেই হরাইজেনটেল ক্রেক আছে। ডাইগনেল ক্রেক চারটা দেওয়ালে দেখা গেছে। প্রায় সবগুলি ক্রকই এখনও নগন্য এবং হরাইজেনটেল প্লেনে দেওয়ালের কোন স্থান চ্যুতি ঘটে নাই। ভবনের প্রসারণ—সংকোচনের জন্য হরাইজেনটেল ক্রেকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়া কমিটি মনে করে। আই. এস. আই. অনুমোদিত প্রথা অনুযায়ী ৪৫ মিঃ এর বেশী দৈর্ঘ্যের কোন স্ট্রাকচারের প্রসারণ জয়েণ্ট দিতে হয়। ভবনের সম্মুখের ব্লকের দৈর্ঘ্য ৬৭ মিঃ এবং পশ্চাতের ব্লকের দৈর্ঘ্য ৬৭ মিঃ এবং পশ্চাতের ব্লকের দৈর্ঘ্য ৬৪ মি:। যদিও ছাদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রসারণ জয়েণ্ট দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি প্লিন্থ লেভেল পর্য্যন্ত ইটের দেওয়ালে দেওয়া হয় নাই। ফলে ইটের দেওয়ালে ষ্ট্রেস কমানোর যথেষ্ট সুযোগ নাই। লাইব্রেরী ব্লকের দেওয়ালে অপেক্ষাকৃত বেশী লোড আছে। কিন্তু সেখানে প্রকৃতপক্ষে কোন হরাইজেনটেল ক্রেক নাই। লাইব্রেরী ব্লকটি প্রধান ভবন থেকে আলাদা হওয়ায় মনে হয় এই ক্রেক হয় নাই। যেহেতু সেখানে-প্রসারণ—সংকোচন এর যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই জন্য সেখানে ষ্ট্রেস কনসেনট্রেশন হয় নাই। প্রসারণ—সংকোচনের জন্য দেওয়ালের উপরিভাগে যেখানে ছাদ বসানো হয় সেখানে সিমেণ্টের ফ্লোটিং কোট এবং চুনকাম করিতে হয়। কমিটি মনে করে যে, এই বিয়ারিং সারফেস তৈরীর কাজ ঠিকভাবে করা হয় নাই বলিয়া ক্রেকের আবির্ভাব বন্ধ করা যায় নাই।ছাদের প্লাস্টার এবং দেওয়াল প্লাষ্টার সংযোগস্থলে কোন ফাঁক রাখা হয় নাই। যদিও

ভবনটার ছাদ ভিম ইত্যাদি আর. সি. সির কাজ আছে। কিন্তু সেগুলিতে ক্রোক দেখা দেয় নাই। যেখানে দেওয়াল টিলার ঢালুতে আছে, সেই দেওয়ালগুলিতে ডাইগনেল ক্রোক দেখা দিয়েছে। যদিও রেকর্ড অনুযায়ী এই দেওয়ালগুলির মূল আটা হইতে তোলা হইয়াছে তথাপি কমিটি মনে করে ভিতের ডিফারেনশিয়েল সেট্‌লমেন্টের জন্য এই ক্রোকগুলি হইয়াছে। মাটির নমুনা দেখিয়া মনে হয় আর ভিতের ডিফারেনশিয়েল সেটেলমেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কমিটির মন্তব্য এই যে, কমিটি তার রিপোর্ট দিয়েছে, আমি সেটা পড়ছি স্যার,

মিঃ স্পীকার :—অপনি এটা টেবিলে লে করে কেন। (তারপর রিপোর্টটি টেবিলে লে করা হয়)। (ANNEXURE—"A")

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এই ক্রোক দেখা দিল বিলডিংএ তার জন্য গভর্ণমেন্টের যে পরিকল্পনা ছিল কলেজ নির্ম্মাণের সেটা নষ্ট হয়ে গেল। এই বিল্ডিং এর কাজ যারা দেখাশুনা করেছিলেন তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এই রকম হয়েছে। কাজেই, সরকার তাদের ক্রুটি বিচ্যুতির জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে রিপোর্টটা সেটা ভাল করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা দেখছি, যে সব অফিসার এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

Maharani Bibhu Kumari Debi :—I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister that whether the cracks and other defacts, which are found now can be rectified and what action would be taken for misuse of Govt. expenses ? Secondly, what were the criterions of the tender in Supplying the materials for the construction ? I would also like to know that whether any enquiry commission will be set up for enquiring the building, and misuse of public money in the interest of public welfare ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জনসাধারণের অর্থের যাতে অপচয় না হয় সেদিকে আমরা সতর্ক। তবে যে সমস্ত দোষ ত্রুটি দেখা দিয়েছে সেগুলি রেকটিফিকেশন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তিন জনের একটা ইনকোয়ারী কমিশন করা হয়েছে, সেটাতে চীফ ইনজিনীয়ার এবং অন্যান্য আরও দুই জন অফিসার আছেন, তারা এটা এসসার্টেন করবে যে, কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেই বিল্ডিংটা দেখে এসেছি এবং সেটাতে জীবন হানির সম্ভাবনা আছে। কাজেই আমি জানতে চাই যে, এই অবস্থাটাতে কোন উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেখানে কিছু—

(গণ্ডগোল)

[সমস্ত কংগ্রেস সদস্য এবং দুই জন নির্দল সদস্য কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান]

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি সভার কাজ শুরু করছি। এই বিধান সভার ভেতরে চেয়ার ফেলার ব্যাপারে আপনারা একটা ব্যবস্থা নিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমাদের কাজ শুরু করুন। আমার এখানে একটি প্রস্তাব আছে যে, মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস যে ভাবে ব্যবহার করেছেন সে জন্য তাঁকে আজকের দিনের জন্য সাসপেণ্ড করুন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বৃন্দ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব এনেছেন, 'মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস এই বিধান সভার ভেতরে যে আচরণ প্রকাশ করেছেন সে কাজের জন্য তাঁকে আজকের দিনের জন্য সাসপেণ্ড করার বিষয়ে।' আমি এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত চাচ্ছি।

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে এই প্রস্তাব পাশ হয়)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি প্রশ্নোত্তরের কাজ শুরু করছি।

মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—স্টার্টড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

মিঃ স্পীকার—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৪।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

প্রশ্ন

১। ভর্তুকীতে কৃষকদের পাওয়ার টিলার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি;

২। যদি থাকে তবে বর্তমান বছরে এবং বিগত বছরে কতজন কৃষককে এই পাওয়ার টিলার ক্রয় করার জন্য কৃষি দপ্তর হতে ভর্তুকী দেওয়া হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮২-৮৩ সালের আর্থিক বছরে ২ জনকে এই পাওয়ার টিলার ক্রয় করার জন্য করার জন্য ভর্তুকী দেওয়া হয়েছে। তাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

বিলনীয়া—১ জন

সদর—১ জন

বর্তমান বছরে এখনও কোন ভর্তুকী দেওয়া হয় নাই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, ১৯৮২-৮৩ সালে ২ জনকে এই পাওয়ার টিলার ক্রয় করার জন্য ভর্তুকী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অমরপুরের জনৈক কৃষক পাওয়ার টিলার ক্রয় করেও এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য পান নাই। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই গরু চুরি হয়। বিশেষ করে হালের বলদ তারা রাখতে পারেন না। কাজেই এমতাবস্থায় পাওয়ার টিলার ক্রয় করার জন্য ব্যাপক ভাবে ভর্তুকী দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষি বিভাগ কর্তৃক রাজ্যের কৃষকদের পাওয়ার টিলার ক্রয়ের জন্য ভর্তুকী দেওয়া হইয়া থাকে। কৃষকরা সরাসরি নিজের খরচে অথবা ব্যাংক

হইতে ঋণ নিয়া পাওয়ার টিলার ক্রয় করার পর তাহাদের ভর্তুকী প্রদানের আবেদন পত্র বিবেচনা করা হয়। ব্যাংক হইতে ঋণ নিয়া পাওয়ার টিলার খরিদ করা হইলে ভর্তুকীর টাকা ব্যাংকে দেওয়া হয়।

১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবল মাত্র বিগত বছরগুলির যে ২ জনকে পাওয়ার টিলার ক্রয় মূল্যের উপর শতকরা ২৫ শতাংশ হারে মোট ১৪,৫৮৩ টাকা ভর্তুকী হিসাবে প্রদান করা হয়। উক্ত ২ জন কৃষকের নাম ও ঠিকানা এবং মঞ্জুরী কৃত ভর্তুকীর পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। শ্রীসন্তোষ গুহ ও অন্যান্য মহুরীপুর বিশালগড়—২৩,৭৮৫.০০ দিয়া পাওয়ার টিলার ক্রয় করিয়াছেন। সরকারী ভর্তুকী হিসাবে পাইয়াছেন ৫,৯৪৬ টাকা।

২। শ্রীহারাধন দেবনাথ ও অন্যান্য, ইছামুড়া, রেশমবাগান—সদর, ৩৪,৫৪৭.৫১ টাকা দিয়া পাওয়ার টিলার ক্রয় করিয়াছেন। সরকারী ভর্তুকী হিসাবে পাইয়াছেন, ৮৬৩৭ টাকা।

১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে এ পর্য্যন্ত যাহারা পাওয়ার টিলার ক্রয় করার পর ভর্তুকী মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করিয়াছেন তারা তাদের সব কাগজ পত্র ঠিক মত প্রেরণ না করার ফলে দপ্তর হইতে সব কাগজ পত্র আবার চাহিয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে শতকরা ২০ শতাংশ হারে সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার ঠিক করিয়াছেন। তাছাড়াও, উপজাতি অঞ্চল এবং গরীব অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে পাওয়ার টিলার সাহায্যে কৃষি কাজ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। এজন্য ১০ টি পাওয়ার ষ্টেশন চালু করা হইয়াছে। ল্যাকস্ ও ল্যাম্পসের মাধ্যমে আরো ৩১ টি পাওয়ার ষ্টেশন খোলার সিদ্ধান্তও নেওয়া হইয়াছে ব্যাঙ্কের সাহায্যে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, পাওয়ার টিলার ক্রয় করার পরে আরো কিছু দরখাস্ত পড়েছে ভর্তুকী সাহায্যের জন্য। এই বছরে কত জনকে সাহায্য দেওয়া হবে বলে সরকার ঠিক করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এছাড়া, ব্লক ভিত্তিক কোন সাহায্য গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? কিন্তু এই পাওয়ার টিলার ক্রয় করার পর যেহেতু কৃষকরা ঠিকমত ভর্তুকী পাইতেছেন না সেহেতু, তারা আর পাওয়ার টিলার ক্রয় করিতে উৎসাহ বোধ করছেন না। এ ব্যাপারে দপ্তর থেকে কোন উদ্যোগ নেওয়া নিয়েছেন কি? কিংবা বি, ডি, সি এর এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা থাকবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী—মিঃ স্পীকার স্যার, বিভাগ ভিত্তিক বা রাজ্য ভিত্তিক এমন কোন কোটা সিদ্ধান্ত করা হয়নি, কারণ একটা পাওয়ার টিলার ক্রয় করতে এখন প্রায় ৪০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। ব্যক্তিগতভাবে এই পাওয়ার টিলার করার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না। বিশেষ করে একটা ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ নেবার পর কৃষকদের পক্ষে তখন একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায় অনেক ক্ষেত্রে। সেই দিক থেকে রাজ্য ভিত্তিক বা বিভাগ ভিত্তিক এমন কোন কোটা আমরা করি নি, কারণ এর জন্য যে পরিমাণ টাকা ধরা থাকে সেই ধরনের যে প্রস্তাব থাকে এই ধরনের কোন প্রস্তাব এখন পর্য্যন্ত আমাদের কৃষি দপ্তরে আসে নি। তার জন্য সাধারণতঃ ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে অথবা কেউ যদি রিট্রেডিং স্কীমে অথবা বি, ডি, সিতে দরখাস্ত করেন তাহলে সেটা বিচার করে দেখা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪।

শ্রী বাদল চৌধুরী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কয়টি ফলের বাগান আছে ;

২। ঐ সব বাগান থেকে সরকারের বার্ষিক আয় কত (১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৩ এর অকটোবর পর্য্যন্ত হিসাব) ?

৩। ১৯৮১ সালে ঐ সকল বাগান রক্ষণাবেক্ষনের জন্য খরচের পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট ৫২টি ফলের বাগান আছে।

২। ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ ইং সনের বৎসর-ভিত্তিক আয় নিম্নরূপঃ—

১৯৮১-৮২ (টাকার অংকে)	১৯৮২-৮৩ (টাকার অংকে)
১৬,৬৯,০৯০'৮৮	২০,৮৭,৮৫০৬৫'৬৫

১৯৮৩-৮৪ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আয়ের হিসাব এখনই দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। মোট ৩৮,৯০,১৭৪ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৫২ টি ফলের বাগান আছে। তিনি বলেছেন ১৯৮১-৮২ সালে ১৬,৬৮,০৯০'৮৮ টাকা আয় হয়েছে এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ২০,৮৭,৮৫০'৬৫ টাকা আয় হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা, এই সমস্ত ফলের বাগান থেকে সরকারী ভাবে কেন এত অল্প টাকা আয় হয় ? এই ব্যাপারে বিভিন্ন ফলের বাগান থেকে অব্যবস্থার যে সমস্ত খবর আসছে সেটা সত্য কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী: —মিঃ স্পীকার, যে বাগানগুলি ধরা হয়েছে তার মধ্যে ৩০টি ফল বাগানের ফলোদ্যান এখনও উৎপাদনক্ষম হয় নাই এবং ডুম্বুরনগর নারিকেল ফলোদ্যান এখনও উৎপাদনক্ষম হয় নাই। ১৯৮১-৮২ সনের বিভিন্ন বাগানের রক্ষণাবেক্ষনের খরচের হিসাব নিম্নরূপ ?

(ক) নিয়মিত কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি— ১০,১৮,৭৭৬ টাকা

(খ) স্থায়ী শ্রমিকের মজুরী— ৫৮,৫২৬ „

(গ) কণ্টিনজেণ্ট কর্মীদের মজুরী— ১৫,১৮৪ „

(ঘ) মাতৃবৃক্ষ ও প্রদর্শনী ফলোদ্যানের আন্যান্য খরচাদি— ৯,৪১,৭৬৪ টাকা।

(ঙ) উপজাতি কলোনী ও ভূমি সংরক্ষন ফলোদ্যাণের অন্যান্য খরচাদি (বাগানের রক্ষণাবেক্ষন, অফিসগৃহ, কর্মচারীর আবাসগৃহ ইত্যাদির নির্মান ব্যয় সহ)

—১৮,৫৬,৫২৪ টাকা

মোট—৩৮,৯০,৭৭০ টাকা

শ্রীভানু লাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, ফলের বাগান থেকে যে ফলের চারা তৈরী করা হয় সেরূপ একটি বাগান সাব্রুমের কালাছড়াতে সেখানে জলের অভাবে সেই চারাগুলি মরে যাচ্ছে একটা পাম্প সেট না থাকার জন্য। দীর্ঘ দিন ধরে সেখানে ইনসেপশ্যান হয় নি। সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, কিছু কিছু বাগানে যেখানে জল সেচের ব্যবস্থা নেই সে সব বাগানে সেগুলি দূর করার জন্য সেখানে ইতি মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮১-৮২ সালে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী পুলট্রি ফার্ম থেকে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে ;

২। বর্তমানে ঐ সব খামারগুলিতে ডিমের উৎপাদন কত ? (দৈনিক হিসাব)

উত্তর

১। পশুপালন দপ্তরে ১৯৮১-৮২ সালে বিভিন্ন সরকারী পুলট্রি ফার্ম থেকে মোট ৫,২৭,৫৯২.৯৯ আয় হয়েছে।

২। বর্তমানে ঐ সব খামারগুলিতে গড়ে দৈনিক ৯,৬০৬টি ডিম উৎপাদন হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, পুলট্রি গুলিতে উৎপাদিত ডিমগুলি কাদের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে এবং সেই ডিমগুলি নানা ভাবে পাচার হচ্ছে, এটা জানেন কিনা ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমের একটা বিরাট অংশ আমরা জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে সাপ্লাই দিচ্ছি, আর একটা অংশ রাখা হচ্ছে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য,

আর একটা অংশ জনসাধারণ যদি বাজী ফোটানোর জন্য নিতে চান তাহলে দেওয়া হয় এবং আর একটা অংশ বিভিন্ন সময়ে খেলা-ধূলার সময় দেওয়া হয়ে থাকে। পাচার হচ্ছে এই ধরনের কোন অভিযোগ নেই।

মিঃ স্পীকার—: মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪২ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে চলতি আর্থিক বছরে এবং আগামী আর্থিক বৎসরে নূতন কোন গ্রামসেবক কেন্দ্র ও সাবসিড্ ষ্টোর খোলার পরিকল্পনা আছে কি ;

২। থাকিলে কতটি এবং কোন্ কোন্ স্থানে ;

৩। শহরাঞ্চলে "নোটিফায়েড এরিয়া" গুলিতে কৃষকদের স্বার্থে এই ধরনের কেন্দ্র খোলা হবে কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্যে আধুনিক চাষ পদ্ধতি বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং কৃষি বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ত্রিপুরা সরকার প্রতিটি গাঁও সভার জন্য ১টি করিয়া বীজাগার খোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সতুব নন কেন্দ্র ও বীজাগার বি, ডি, সি, কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে খোলা হয়। এই বছর এবং আগামী আর্থিক বছরে মোট ৩০৬টি গ্রামসেবক কেন্দ্র ৮৮টি বীজাগার খোলার পরিকল্পনা আছে। তন্মধ্যে ১৭৩টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র ৬১টি বীজাগার খোলার অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। মোট ১৩৩টি গ্রামসেবক কেন্দ্র ও ২৭টি বীজাগার খোলা বি, ডি, সি, কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাবের অপেক্ষায় আছে। বিস্তারিত অবস্থা এইরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	নতুন অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে গ্রামসেবক কেন্দ্র	বীজাগার
১	২	৩
১ অমরপুর	৩৫টি	১৫টি
২ বিশালগড়	১৮টি	৪টি
। তেলিয়ামুড়া	১৩ টি	৩ টি
৪। খোয়াই	৮ টি	৩ টি
৫ কমলপুর	৩৩ টি	৯ টি
৬। কামনু	২১ টি	৩ টি
৭। কুমারঘাট	২৮ টি	১২ টি
৮। পানিসাগর	১৭ টি	৬টি
৯। বিশালগড	—	৬ টি
	১৭৩ টি	৬১ টি

যে সব কৃষি মহকুমাগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রামসেবক কেন্দ্র ও বীজাগার খোলা বি, ডি সি, অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে তাহা এইরূপ :-

কৃষি মহকুমার নাম	নতুন খোলার পরিকল্পনা আছে	
	গ্রামসেবক কেন্দ্র	বীজাগার
১	২	৩
১। শাতচান্দ	২৪ টি	৮ টি
২। মাতাবাড়ী	২৭ টি	৮ টি
৩। মেলাঘর	২০ টি	(১ টি অতিরিক্ত আছে)
৪। মোহনপুর	৮ টি	—
৫। বিশালগড	৩২ টি	—
৬। কাঞ্চনপুর	২২ টি	১১ টি
	১৩৩ টি	২৭ টি

৩। এই ধরনের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত নতুন কেন্দ্র খোলা হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, সরকার সেই সমস্ত ঘর নির্মাণের আগে কৃষকদের প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে ঘর ভারা করে নিয়ে অথবা পঞ্চায়েতের কাছে থেকে ঘর নিয়ে কোন কেন্দ্র খোলার জন্য সরকার বিবেচনা করবেন কিনা

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :--- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নোটিফায়েড এরিয়াতে যে সমস্ত অঞ্চল আছে, যেখানে ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি আছে, সেই সমস্ত এলাকাগুলি যেহেতু নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, তার জন্য ঐ এলাকাগুলি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে অতিদ্রুত এবং ঐসব এলাকায় চাষীরা যাতে এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—এই প্রস্তাব আমাদের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাসঃ--সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত এলাকাতে বীজাগার ও গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার জন্য টাকা মঞ্জুর করা সত্বেও কাজ হচ্ছেনা, এইরকম অভিযোগ সরকারের আছে কিনা যদি থাকে তার সংখ্যা কত ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :---এইটা থাকতে পারে কারণ ষ্টোর তৈরী করতে গেলে পরে অনেক কিছুর দরকার হয় যার জন্য দেরী হতে পারে, তবে তার সংখ্যা কত এই সংখ্যা আমি এখন একজাক্টলি দিতে পারব না। পরে আলাদা করে প্রশ্ন করলে দিয়ে দেব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :---কোয়েশ্চান নং ৬১।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ৬১।

প্রশ্ন

১। লুঙ্গাই কাঞ্চনপুর টি, ডি, ব্লকের ভাণ্ডারীমা গাঁওসভা ছামনু টি, ডি, ব্লকের গোবিন্দ বাড়ী গাঁওসভা এবং বগাফা সি, ডি, ব্লকের কাঠালিয়া গাঁওসভা, পুনর্গঠনের প্রস্তাব কিংবা সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি ?

২। না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। কাঞ্চনপুর লুঙ্গাই টি, ডি, ব্লকের ভাণ্ডারীমা গাঁওসভা পুনর্গঠনের কোন প্রস্তাব নেই ও এ ব্যাপারে বর্তমানে কোন সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

ছামনু টি, ডি, ব্লকের গোবিন্দবাড়ী গাঁওসভা পুনর্গঠনের একটি প্রস্তাব বিভাগে এসেছে যা বিবেচনা করে দেখা হবে।

বগাফা সি, ডি, ব্লকের কাঠালিয়াছড়া গাঁওসভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব আছে এবং এ ব্যাপারে যথোচিত সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরেই থাকা বা না থাকার কারণ বলা হয়েছে।

শ্রী শ্যামচরণ ত্রিপুরা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ভাণ্ডারীমা গাঁওসভা পপুলেশানের দিক থেকে বেশী নয়, কিন্তু এরিয়া অত্যন্ত বড। প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হবে। সেই রকম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বললেন এটা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কারণ আগে এখানে কোন গাঁও সভা ছিলনা। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এখানে ৪টি গাঁওসভা হয়েছে। গোবিন্দবাড়ীতে ২৩টা পাডা আছে। তার এরিয়াও প্রায় ৬ স্কোয়ার কিলোমিটারের মত। এইদিক থেকে যদি গোবিন্দবাড়ীতে করা যায় তাহলে জনসাধারণের দিক থেকে ভাল হবে। কাজেই এই দিকটা মন্ত্রী মহোদয়কে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার এই সমস্যা শুধু এই এলাকার সমস্যা নয়। জুমিয়া এলাকার এই সমস্যা অন্যান্য জায়গাতেও আছে। যখন পুনর্বাসন হবে জুমিয়াদের তখন গ্রুপিং এর দরকার হবে। কাজেই আমরা একেবারে উড়িয়া দিচ্ছি না পুনর্গঠন হবেনা। সুতরাং এইসব বিবেচনা করার দরকার আছে।

মিঃ স্পীকার:- শ্রী নারায়ণ দাস, গীতা চৌধুরী, মনোরঞ্জন মজুমদার, জওহর সাহা এরা অনুপস্থিত সুতরাং এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা:- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৪০।

প্রশ্ন

১। গণ্ডাছড়া হইতে দলপতি, রতননগর, রইস্যাবাড়ী হয়ে তীর্থমুখ পর্যন্ত সর্বক্ষন গাড়ী চলাচল যোগ্য রাস্তা নির্মানের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

২। যদি থাকে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হতে পারে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এরূপ কোন্ পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :-সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গণ্ডাছড়া হইতে দলপতি প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব আর রইস্যাবাড়ী যেতে হয় নৌকা করে। এইসব এলাকাতে তিল, কার্পাস জুমিয়ারা পায়ে হেঁটে আনে। সুতরাং তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। তাদের যদি রাস্তায় সুবিধা করে দেওয়া হয় তাহলে এইসব এলাকার জনগণ উপকৃত হবেন, এই জিনিসটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— রইস্যাবাড়ীকে রাইমাঘাটের সঙ্গে যুক্ত করার একটি প্রস্তাব আছে। গণ্ডাছড়া হইতে রাইমা এবং রাইমা হইতে রইস্যাবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তায় প্রাথমিক স্তরের কাজ শেষ হইয়াছে। রাস্তাটিকে সংযুক্ত করার জন্য রাইমাঘাটে একটি বড় সেতু নির্মাণ করিতে হইবে এবং বর্তমানে ইহার কোনও পরিকল্পনা নাই। গণ্ডাছড়া হইতে পঞ্চরতন পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং ক্রমশ: অগ্রসর হইতেছে। পঞ্চরতন রাইমা পর্য্যন্ত রাস্তার ইট বিছানোর কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে নাই। রইস্যাবাড়ী হইতে তীর্থমুখ পর্য্যন্ত একটি ২৬ কি. মি. দীর্ঘ রাস্তা আছে। ইহার মধ্যে ১৭ কি.মি. রাস্তায় ইতিমধ্যে ইট বিছানোর কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী ৯ কি. মি. রাস্তায় ইট বিছানোর কাজ বর্ত্তমানে আর্থিক বছরেই আরম্ভ হইবে। যতীরাম বাড়ী হইতে দলপতী পর্য্যন্ত একটি রাস্তায় কাজ চলিতেছে। যতীরামবাড়ী, গণ্ডাছড়া রাইমাঘাট রাস্তায় গণ্ডাছড়া হইতে ৭কি. মি. দূরে অবস্থিত। কিন্তু দলপতি গণ্ডাছড়া রাইমা রাস্তার উপর অবস্থিত নহে। যতীরামবাড়ী হইতে দলপতী পর্য্যন্ত ১১ কি. মি. রাস্তার মধ্যে সেতু নির্মাণসহ ৮.৫. কি. মি.? রাস্তায় প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী ২.৫ কি. মি. রাস্তার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। রতননগর গণ্ডাছড়া রাইমাঘাট রাস্তায় অবস্থিত নহে। দলপতি হইতে রতননগর পর্য্যন্ত (ব্লকনির্মিত) একটি পায়ে হাটার রাস্তা আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যদি রাস্তা নির্মাণের সরকারের কোন পরিকল্পনা না থাকে তাহলে গণ্ডাছড়া থেকে রাইস্যাবাড়ী পর্য্যন্ত জনসাধারণের জন্য কোন স্পিড বোটের চালানোর পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্পিড বোট এর কথা আগে আমরা একবার ভেবেছিলাম। আমরা ২-১টা করে দেখেছি। এগুলি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হলে পরে মেরামত করা কষ্ট হয়ে পড়ে। নানান অসুবিধা দেখা দেয়। তার জন্য আমরা এখন এটা কন্সিডারেশানে আনছিনা।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এইযে দলপতি, কলসী যে সমস্ত গোবিন্দবাড়ী এগুলি বর্ডার এলাকা। সেখানে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আছে সত্য। এইসব জায়গাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যারা উপজাতি জনগোষ্ঠী বসবাস করে তাদের খুব অসুবিধা হয়। তাদের জন্য বর্ডার রোড করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের কোন প্রস্তাব করবেন কিনা, অর্থাৎ এইসব কথা সরকার ভাবছেন কিনা তা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আলাদা করে এই প্রশ্ন করলে আমি এই তথ্য দিতে পারব।

Written replies to the remaining starred Qustions, and those of the Unsrtarred Questions were laid on the Table of the House ANNEXURES— "B" & "C"

স্মৃতি তর্পন

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে বিষয়সূচী হল ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত দশ রিয়াং-এর মৃত্যুতে স্মৃতিতর্পন।

আমি দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য দশ রিয়াং আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং তারিখে পূর্ব মহুতে নিজ বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন। প্রয়াত রিয়াং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দর ৮ই আগষ্ট বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত মহুপাথারে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশাগতভাবে কৃষিজীবি হলেও রাজনীতির সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ ইংরাজীতে চেলাগাং বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন প্রতিদ্বন্দিতা করে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনি জয়লাভ করেন।

এই সভা তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি এখন ২ মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় নীরবতা পালনের জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়-গণকে অনুরোধ করব।

(২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—"বিসনেস এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্তমানে অধিবেশনের ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৮৩ ইং তারিখ হইতে ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৮৩ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস এডভাইজারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্ট'টি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকারঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আই বেগ টু লে দ্যা বিজনেস এডভাইজারী কমিটি রিপোর্ট টু দ্যা হাউস।

মিঃ স্পীকারঃ—এখন রিপোর্টটি হাউজের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে বিজনেস এডভাই-জারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিপোর্টটি এখন আমি ভোট দিচ্ছি। (ভোটে রিপোর্ট'টি পাশ হয়)

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকারঃ—আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশগুলি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশগুলির বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ।

মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নোটিশটি হল —"গত ১০ই ডিসেম্বর সদরের লেফুঙ্গা সিপ ফাঁড়ির উপর উগ্রপন্থীদের শসস্ত্র আক্রমণ সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ১৯ শে ডিসেম্বর এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার কর্তৃক আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ হল—"গত ১৫ ই নভেম্বর বিশালগড়ের কদমতলিতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী খুশেদ আলমকে খুন করা সম্পর্কে"

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে ১৯শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল—"গত ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ইং অমরপুর বাজারের একাংশ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে ১৯শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং সেটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৩০শে নভেম্বর বেজিমারা গ্রামে সশস্ত্র সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তদের খুনের উদ্দেশে আক্রমণে আব্দুর রেজ্জাক, ফজুর রহমান, দাহেদ আলী প্রমুখ। ৭ জন গণতান্ত্রীক আন্দোলনের কর্মীদের গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এবিষয়ে ১৯শে ডিসেম্বর একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় ১৯শে ডিসেম্বর বিবৃতি দেবেন।

Laying of Papers on the Table

মিঃ স্পীকার:—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো:—"Laying of the Report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1981-82. "

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Report of the Comptroller & Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1982-83.

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য সূচী হলো :—"Laying of the Finance Accounts for the year 1981-82.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি একাউন্টসটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Finance Accounts for the year 1981-82. "

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—"Laying of the Appropriation Accounts for the year 1981-82.

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান একাউন্টসটি ফর দ্যা ইয়ার, ১৯৮১-৮২ সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী —Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Appropriation Accounts for the year 1981-82.

Laying of Reports

Mr. Speaker —Now the question before the House is "Laying of the Report of the Tripura Board of Secondary Education for the years 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 and 1980-81 as required under sub section (6) of Section 21 of the Tripura Board of Secondary Education Act. 1973. "

I now request the Hon'ble Deputy Chief Minister to Lay the Reports before the House.

Mr. Dasharath Deb, Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House the Audit Report of the Tripura Board of Secondary Education for the years 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 and 1980-81, as required under sub-section (6) of Section 21 of the Tripura Board of Secondary Edueation Act, 1973.

Mr. Spcaker. Now the question before the House is "Laying of the Report of the Select Committee on the Tripura Panchayata Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12 of 1983)

I now request the Hon'ble Minister in-charge, of Panchayat Raj Department to lay the Report before the House.

Mr. Dinesh Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House the Report of the Select Committee on tne Tripura Panchayata Bill, 1983 (Tripura Bill No. 12, of 1983.)

Mr, Speaker ; I Now request all the Hon'ble Members to collect the copies of the Report and Accounts laid on the Table of the House today.

ASSENT TO BILL.

মিঃ স্পীকার, স্যার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত বিলটিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলটির নামের পার্শ্বে আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
The Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tipura Bill No. 11 of 1980)	6. 11. 83.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো---"১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন।" এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে (অর্থমন্ত্রীকে) অনুরোধ করছি ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সভায় পেশ করছি'।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবীর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাট মোশান) আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের, ১৯৮৩ইং শনিবার বেলা ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিধান সভার সচিবালয়ে গ্রহণ করা হবে এবং ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিসানস্।

মিঃ স্পীকার---সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—প্রাইভেট মেম্বাবারস্ রিজিলিউসান। আজকের কার্য্যসূচীতে দুটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউসান আছে। রিজিলিউসানের প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার। এবং দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার। শ্রীমতিলাল সরকার আনীত রিজিলিউসানটির সহিত আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার রিজিলিউসানটিও যুক্ত করিয়া দিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা যে রিজিলিউসনটি এনেছেন তা মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কতৃক আনীত রিজিলিউসানটি এক নয়। সুতরাং এই দুইটিকে এক করে দেওয়া উচিৎ হয়নি বলে আমি মনে করি।

শ্রীজওহর সাহা—মিঃ স্পীকার, স্যার, এটা হতেই পারে না। কারণ, আমার প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এটা এখানে এক করে দেওয়া যায় না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার, স্যার, একই বিষয়ের উপর দুটি প্রস্তাব একই হাউসে উত্থাপন করা যায় না। সুতরাং মাননীয় জওহর সাহা মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির উপর সংশোধনী আনতে পারেন।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য, এখানে আপনারা মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটির উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা—মিঃ স্পীকার স্যার, তাহলে আমি এটাকে সংশোধনী আকারে আনব।

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে। এবার মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার তাঁর রিজিলিউসানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আমার রিজিলিউসানটি উত্থাপন করছি। রিজিলিউশানটি হল "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, তাঁরা যেন অবিলম্বে নিম্নলিখিত নিত্য প্রয়োজনী পণ্যসমূহ স্বল্প দরে রাজ্যের সর্বত্র রেশনের দোকানের এর মাধ্যমে বণ্টন করার জন্য প্রয়োজনী ভর্তুকী দেন এবং রাজ্যের বাহির থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য যান বাহনের ক্ষেত্রে সম্যক ব্যয় ভার বহন করেন।

পণ্য সমূহের নাম :—

১। চাল, গম,
২। ডাল,
৩। ভোজ্য তৈল,
৪। কেরোসিন,
৫। লবন,
৬। কাপড়,
৭। সাবান,
৮। ঔষধ,
৯। ছাত্রদের জন্য কাগজ,
১০। মোমবাতি,
১১। দিয়াশলাই,
১২। কয়লা,
১৩। টর্চের ব্যাটারী,
১৪। টুথপেষ্টর টুথ পাউডার।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবটি এই হাউসে উত্থাপন করছি এই জন্য যে, ত্রিপুরা একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উহা অত্যন্ত অনগ্রসর। এখানে শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন। এখানকার প্রায় ২৯ ভাগ মানুষ তপশীলি জাতি এবং উপজাতি। এই রাজ্যের তিন দিকে রয়েছে ভিন্ন রাষ্ট্র। এই অবহেলিত ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রতি তেমন কোন নজর দেওয়া হয়নি। বিগত ছয় বছরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের মানুষের জীবন যাত্রার মানকে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন।

সেই দিক থেকে এখানে যে ব্যবস্থাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ঘুম থেকে উঠে বিছানায় যাবার আগে যে কোন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। বিলাসিতার কোন সামগ্রী এর মধ্যে ধরা হয় নি। প্রশ্নটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায় যদিও উত্থাপন করা আছে, কিন্তু গত প্রায় ৩৬ বছর যাবত ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোন থেকে অত্যাবশ্যক যে সামগ্রীগুলি আগের গোটা ভারতবর্ষের মানুষ একই দামে সস্তায় যাতে পেতে পারেন বিভিন্ন রেশনের

দোকান বা সরকারের ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে, সেই দাবীগুলি উত্থাপন করে আসছেন। আমাদের লোকসভা রাজ্যসভাতেও এগুলি আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি সেগুলি উত্থাপন করেছেন। সেখানে হিসাব করে দেখানো হয়েছে যে এই জিনিষগুলি দিতে গেলে পর ৫৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে বরাদ্দ করতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের যে বর্তমান সরকার শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পারিচালিত হচ্ছে সেই সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে এই টাকা সরকারের পক্ষে বরাদ্দ করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু আমরা দেখছি, এই ভারতবর্ষের কোটিপতি যারা, তারা চুটিয়ে মুনাফা করতে পারেন এবং বিদেশের বাজারে টিকে থাকতে পারেন এবং সবটুকু নিজেদের স্বার্থে তার জন্য তাদের কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক ছাড় দিয়েছেন দুই থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকা। কয়েকটা কোটিপতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আড়াই হাজার কোটি টাকা ছাড় দিতে পারেন, কিন্তু দেশের স্বার্থের জন্য তা করতে চান না। শ্রীমতী গান্ধীর সারা ভারতবর্ষে নির্বাচনী প্রচারে আমরা দেখেছি এই সমস্ত কথাবার্তা বলতে এবং ভোট দিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় পাঠালে জিনিষপত্রের দাম কমবে, টাকার দাম কমবে না, বেকার সমস্যা সমাধান হবে এবং নানা আইন শৃঙ্খলার কথাও ছিল।

কিন্তু এটা আমাদের নিত্য দিনের চাহিদা এবং এ দিয়ে রাজনীতির কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিয়ে রাজনীতি করছেন। এই কারণ, আমরা যে সমাজ ব্যবস্থা গড়েছি, এটা ধনতন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এটা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেশের সার্বিক জনসাধারণের স্বার্থে যে সমস্ত আইনকানুন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি পদদলিত হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট যে শ্রেণী ধনবাদী শ্রেণী তাদের জন্য সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে ৪৪/৪৫ বার। কাজেই এত দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টি ভঙ্গী তার সুযোগ সুবিধা কয়েকটি পরিষদে নেবার চেষ্টা করছেন। উত্থাপিত ব্যবস্থাটা জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে করা হয়েছে। এই ব্যপার নিয়ে বলাযায়, জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে এবং মানুষ চাইছে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রন করতে এবং আমি বলেছি যে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের ২২ লক্ষ মানুষকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। আমরা এই বিধান-সভায় এর আগে এই প্রস্তাব তুলেছিলাম এবং এই রাজ্যে এই দাবী মানুষের আছে, যাতে এস, আর' ই, পি, ঠিকমত চলে তার জন্য চাল বরাদ্দ করা হোক।

কিছু দিন আগে বন্যার তাণ্ডবলীলা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এই মানুষকে বাঁচাবার জন্য হেলিকপটার মারফত রাজ্য সরকারের ১০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে। এটার কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা কর্তব্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কাজেই এইভাবে যদি বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না থাকে তাহলে সমস্ত দুর্ভোগ জনগণকে ভোগ করতে হবে। এইভাবে যদি রেশন সপের মাধ্যমে বণ্টন করা যায় আমরা দেখেছি উত্তর ভারতে ভোজ্য তেল নিয়ে হৈ চৈ করার চেষ্টা হয়েছিল, এর সঙ্গে বিশেষ পশুর চর্বি থাকে বলে। এই ভাবে হৈ চৈ করে তারা তেলের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু যদি এইভাবে দাম নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা থাকে তাহলে ব্যবসায়ীর

ইচ্ছে করলেই দাম বাড়াতে পারেন না এর ফলে বাজারের দামের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা আনা যায়। এটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনার মধ্যে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের লোকেরা দাবী করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পরিবহনের সমস্ত ব্যয়টাই যেন কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন। কারণ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে আমাদের রাজ্য অনগ্রসর। তাই শুধুমাত্র নির্ধারিত সস্তা দামে এবং সহজ ভাবে পেতে পারেন, তাই নয়, পরিবহনের ব্যবস্থা করা হোক। আমি আশা করছি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এ প্রস্তাবে প্রতি পূর্ণ সমর্থন করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই জিনিষগুলি যাতে নির্ধারিত মূল্যে মানুষ পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করে যেন ত্রিপুরায় পাঠান। এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য মানিক সরকারের প্রস্তাবটির উপর মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি শ্রীত্রিপুরাকে অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, ত্রিপুরায় বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাহা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষটির নামই অবহেলা করে এই লিস্টে উল্লেখ করা হয় নাই। উনি জানিয়েছেন যে ত্রিপুরার শতকরা ২৯ ভাগ লোক আদিবাসী সেই ২৯ ভাগ লোকের যে অতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটি হচ্ছে সিঁদল এবং শুটকী। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে শুধু ২৯ ভাগ নয় ত্রিপুরার ৫০ ভাগ লোকেরই এই সিঁদল এবং শুটকী অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ। বিশেষ করে ত্রিপুরার ট্রাইবেল মহিলারা এই সিঁদল এবং শুটটি নাহলে তারা রান্না করতেই চায় না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে এই জিনিষটার নাম না থাকাটা আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। স্যার, মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন না যে, এই এক মাসের মধ্যে এই সিদলের দাম ৩।৪ গুণ বেড়েছে। আগে যেখানে ২০ টাকা ৩০ টাকা কে,জি, ছিল সেখানে ৭০।৮০ টাকা হয়েছে যার ফলে ত্রিপুরার উপজাতিদের অর্থনীতিকে একটা বিরাট ধাক্কা লাগতে বাধ্য। এবং তিনি আরও বলেছেন যে, ত্রিপুরার শতকরা ৮৩ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। কিন্তু তারও প্রেকটিক্যাল হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে উপজাতিদের মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ লোকই দারিদ্র্যসীমার নিচে আছে এবং দেখা যাচ্ছে তাদের সব চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে সিদল এবং শুটকি কিনতে হচ্ছে। স্যার, আমরা খুব খুশী হয়েছিলাম এই জন্য যে ডম্বুর প্রজেক্টে শুধু বিদ্যুতই নয় সেই সংগে মাছেরও চাষ করা হবে। মাছ আমরা কিছু কিছু পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু সেই সংগে সরকারী ভাবে সিদল ও শুটকীর উৎপাদন এবং বন্টন করা হবে এটাও আমরা আশা করেছিলাম এবং ত্রিপুরার এই সিদল এবং শুটকীর চাহিদার পূরণ হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে সরকার সেই দিকটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। শুধু কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করলেই চলবে না, যা আমাদের ক্ষমতায় আছে, যা আমরা করতে পারি সেটা আমাদের করতে হবে। এই সিদল উৎপাদন আমরা আমাদের এখানে আরম্ভ করতে পারি তার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর দরকার নাই। কাজেই আমি বলব যে, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব বিধান সভায় পেশ করেছেন আমাদের মূল সমস্যা এখানে নয়, আমাদের মূল সমস্যা আরও গভীরে সেদিকে তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। তিনি যে সব জিনিষের কথা বলেছেন সেগুলিতো রেশন সপের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে—

কাপড়, সাবান, টর্চের ব্যাটারী, টুথ পেষ্ট এগুলিতো লাগজারিয়াস গুডস্ যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন তাদের জন্য এই সব ছাড়ের কথা বলে কি লাভ? যাদের পয়সা আছে তারাই এই সব জিনিষ কিনতে পারবে। আমাদের ট্রাইবেলরা সাবান ব্যবহার করেন না, তারা "চাটাই" দিয়ে কাপড় কাচেন এবং মহিলারা চুল ওয়াস করেন। কাজেই এই সব লাগজারিয়াস জিনিষের উপর ছাড় দিয়ে উপজাতিদের কিছু হবে না। সরকার একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিন্তু তাতে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের কোন উপকারে আসবে না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন তিনি লবন সম্পর্কে বলতেন যে, এই লবন মানুষের খাদ্যের উপরযুক্ত নয়। হ্যাঁ, আমরাও এখন বলছি যে, এই লবন মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত নয়। মানুষের কোন অল্টারনেটিভ নাই সেজন্য মানুষ খাচ্ছে। এখানে ছাড়ের প্রশ্ন নয়, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কোয়ালিটির। কাজেই সরকার সেই দিকে দৃষ্টি দিন কি ভাবে ত্রিপুরার জনসাধারনকে আরও ভাল মানের লবন সরবরাহ করা যায়। আমি এখন আমার এমেণ্ডমেন্ট ফিরে যাব--আমি অনুরোধ করব এই সিদল এবং শুটকী সরবরাহ এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আমি মনে করি এই হাউসে এমন কোন মাননীয় সদস্য নাই যিনি এই সিদল এবং শুটকী বাড়ীতে চেটে না দেখেছেন। কাজেই আমি আমার এই এমেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মোট লোক সংখ্যার ২৯ শতাংশ হচ্ছে উপজাতি, ১৫ শতাংশ হচ্ছে তপশীল জাতি এবং বাকী ৫৬ শতাংশ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এবং ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। এই রকম একটা অবস্থা যেটা আমরা দেখছি যে, ফিফ্‌টি পার্সেন্ট যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন তপশিলী জাতি তারা অধিকাংশই পূর্ব বাংলা থেকে এখানে এসেছেন। আর ২৯ পার্সেন্ট এই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতী তারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। তাদের অর্থনীতি জুম চাষ ভিত্তিক। এই দুই শ্রেণীর দুর্বল অংশের মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এবং এ রাজ্যের উপজাতী তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। তাদেরকে কি করে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সেই চিন্তা এই বামফ্রন্ট সরকার করছেন। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন, তার তিন দিকে বাংলাদেশ আর মাত্র এক দিকে মিজোরাম ও আসামের কড়িডোড়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদা মেটাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পরিবহনের মাধ্যমে এই কড়িডোর দিয়ে ত্রিপুরায় আসছে। এই পরিবহন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পড়ে যখন পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদির অভাব হয়। এছাড়া পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই যে ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ৫.৬ গুণ বেড়ে গেছে। ফলে ত্রিপুরার দুর্বল অংশের মানুষ যারা, তাদের আর্থিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে গরীব জন-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সুষ্টভাবে পরিবহন ব্যবস্থা

চালু রাখার জন্য ভর্তুকী দিয়ে সাহায্য করা উচিত। যাতে জনসাধারণ ফেয়ার প্রাইস সপ, ল্যাম্পস্, পেক্সের মাধ্যমে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পান। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে বলছেন, যে ধনী বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদেরকে ৫।৬ শো কোটি টাকা করে ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে। তবে জনসাধারণ কেন পাবে না? কয়েক দিন আগে পার্লিয়ামেন্টে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপ্যাধ্যায় বলেছেন যে, যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এটাকে ধরে রাখার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কাজেই জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে এ সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যে তারা কি পরিমাণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়। আরেকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা বলছেন যে, সাবানের কি দরকার? এটা তাদের বুঝতে হবে যে, জীবন দায়িনী ঔষধ না পেলে রোগীর জীবন বাঁচে না। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যেগুলি আছে তাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। ওরা বলছেন যে, গরু চুরি হচ্ছে। গরু চোর ধরার জন্য টর্চের দরকার: কাজেই এটা বুঝতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চেষ্টা করেছে, যে, কি করে শহর এবং গ্রামের লোকদেরকে একই দরে জিনিস দেওয়া যায়। লবণ ৬০ পয়সা কে,জি, দরে পাওয়া যায়। অন্ততঃ একটা জিনিসের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার প্রমাণ করেছেন। কাজেই মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা সেটা বুঝতে চেষ্টা করবেন এবং তারাও কেন্দ্রীয় সরকারকে বলবেন যে ভর্তুকী দেওয়ার জন্য যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রেশন শপ, ল্যাম্পস্ এবং পেক্সের মাধ্যমে জনসাধারণের হাতে পৌঁছে যায়। মাননীয়সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার,স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার যে রিজোলিউশন এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কাজে কাজেই তার বিরোধীতা করেই এবং মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন সেই অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মাননীয় সদস্য তার প্রস্তাবের মধ্যে অনেকগুলি জিনিসের দাম ভর্তুকীতে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। কিন্তু ভর্তুকীতে কেন্দ্র সমস্ত কিছু পাঠিয়ে দিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এই মতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না এই কারণে ,যে, বর্তমানে যে চিত্র গ্রামে গঞ্জে রেশন শপের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বামফ্রন্টের যে নীতি, সেই নিতী অনুযায়ী রেশন শপের মাধ্যমে যে বিলি বন্টনের নীতি তার ফারাক আছে। কাজে কাজেই বাস্তবের সঙ্গে বামফ্রন্টের নীতি কোন মিলই নেই। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি, রেশন শপের মাধ্যমে যে চাল বিলি করা হয় তা অখাদ্য। কাজেই এই চাল ভর্তুকী দিয়ে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র পাঠালেই সমস্যার সমাধান হয় না। কেরোসিন তো কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু তাতে কি সমস্যার সমাদান হচ্ছে? পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু নীতি যা আছে তার প্রতি কতটুকু নজর বামফ্রন্টের আছে তার চিত্র জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজকে আমরা দেখছি, সিদল শুটকির দাম বেড়ে গেছে। যা উপজাতি ও গরীব মানুষের খাদ্যের একমাত্র অবলম্বন। শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন ত্রিপুরার উপজাতিদের ৯৯ জন লোকই গরীব সীমানায় বাস করেন। সেই জায়গায় আমরা দেখেছি এবং শুনেছি যে বাংলা দেশ এবং আসাম থেকে ড্রাই ফিস এনে সিদল শুটকি তৈরী করে এর নীচে বিক্রী করা যায় না। আগে বোম্বে থেকে ড্রাই ফিস এনে সিদল শুটকি করা হত, তার দাম কম পড়ত। কাজেই আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি, কম খরচে ড্রাই ফিস এনে সীদল শুটটি তৈরী করে বাজারে কম দামে বিক্রী করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা তাঁদের ভাষণে বলেছেন নিত্য

প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ছে তাহলে তে আমাকে বলতে হয়, সিগারেটের কথা রাখলেন না কেন? সিগারেটের দাম প্রতি বছরই বাড়ছে। এক টাকার দেসিগারেট দেড় টাকা হয়েছে। যদি ত্রিপুরার বাজার বন্ধ থাকেও, তাহলেও পেঁছনের দরজা দিয়ে বলতে শোনা যায়, আমাকে একটি সিগারেট দিন।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ঃ--সিগারেট লাক্‌জারী গুডস্‌-নেশা)

লাকজারী গুডস্ কি গায়ে মাখার সাবান নয়?

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ঃ---তাহলে, মদের কথা বলুন)

মদের কথা নয়। এখানে বলা হয়েছে, অমরপুরে, বিলোনীয়া, সাব্রুমে বন্যার সময় হেলি-কপ্টারে খাদ্য পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হয়েছে। এই বন্যা বামফ্রন্ট করেন নি। এটা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। হ্যাঁ, তা সত্যি কথাই। কিন্তু তাহলেও আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে, কেন খাদ্যের স্টক করে রাখা হয়নি? একটা কিছু করতে গেলেই কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, তাহলে রাজ্য সরকার আছেন কেন? এই ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে ভোট নিয়ে এসে আমরা এই করব সেই করব বলে ভোট চেয়ে-ছিলেন কিসের জন্য সমস্ত কিছু যদি কেন্দ্রীয় সরকারের হয়? রেশন শপের ইন্সপেক্শান নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের লোক করেন না? কিংবা কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য নিশ্চয়ই ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়োজন হয় না?

মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী মহোদয় বলেছেন টর্চের ব্যাটারী ভর্তুকীতে না দিলে গরু চুরি বন্ধ করা যাবে না। হাস্যকর ব্যাপার। একটার জায়গায় ২টা টর্চ দিলে কি বন্ধ হয়ে যাবে এই গরু চুরি? আমার তা মনে হয় না।

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ঃ---হাউসের কথা বলুন। অন্য কথা নয়)

এটা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা, এই প্রস্তাবের কথা। কাজেই একমাত্র ভর্তুকী দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বা সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে এটা আমি সমর্থন করতে পারিনা। এখানে মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন তা বিবেচনা করার জন্য এবং বামফ্রন্টের নীতির পরিবর্তন করার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, রবীন্দ্র বাবু এবং শ্যামাচরণ বাবুর বক্তব্য এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম। বুঝতে পারি নাই বলেই আমি এখানে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছি। রবীন্দ্র বাবু মাণিক বাবুর প্রস্তাবটার বিরোধীতা করে এবং শ্যামাচরণ বাবু এই প্রস্তাবটির উপর যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন তার সমর্থন করে বক্তব্য যা রাখলেন, তাতে মনে হল যে তিনি একটি বিকল্প প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখছেন। এখানে যে ২টি প্রস্তাব এসেছে তার কোন একটির উপরই তিনি বক্তব্য রাখেননি। কাজেই তাঁর প্রস্তাবটি কি আর একটি বিকল্প প্রস্তাব?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---মাননীয় সদস্য, মাননীয় সদস্য মাণিক বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উপর আমার যে অ্যামেণ্ডমেন্ট আছে ২টির উপরই আলোচনা হবে। এখন আলো-চনা করতে গিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। এটা আলোচনার ব্যাপারই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি।

মি স্পীকার---সভার কার্যসূচী বেলা ২ ঘটীকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমাণিক সরকার ত্রিপুরা বিধান সভার সামনে আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সমূহস্বল্প দরে রাজ্যের সর্বত্র রেশনের দোকানের মাধ্যমে বন্টন করার জন্য যাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত

ভর্তুকী দেন এবং রাজ্যের বাহির থেকে ভোগ্যপন্য আমদানীর জন্যে যানবাহনের ক্ষেত্রে সম্যক ব্যয়ভার বহন করেন, সে জন্যই এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই প্রস্তাবের মধ্যে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যোগ করা হয়েছে চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি জিনিষ, এই জিনিষগুলি না হলে সাধারণ মানুষের জীবন চলতে পারে না। ভারতবর্ষের ৮০ কোটি মানুষের চলতে গেলে তাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় ১৪টি জিনিষের প্রয়োজন হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই যাতে এই ১৪টি জিনিষ নায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাব রেখেছেন ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যে স্বাধীনতার ৩৪।৩৫ বৎসর পরও আমাদের সরকার এই দেশের জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তার চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্ট রাজ্য সভায় ১লা ডিসেম্বর ভারতবর্ষের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখার্জী বলেছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তাকে রোধ করতে তাঁর সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাহলে আমরা বলবো ভারতবর্ষের সরকার মুখে জনসাধারণের জন্য অনেক বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় তাঁরা সাধারণ মানুষকে ধোকা দেবার চেষ্টা করছেন। কারণ, সেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ধাঁচে ভারতবর্ষকে তৈরী করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েতের কথা, পাঁচশালার কথা, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভারতবর্ষের সব কয়টি রাজ্যের পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদা তাঁরা পালন করতে পারনে না এবং তাঁরা ভারতবর্ষের মানুষের সামান্যতম দায়িত্ব নিতে পারছেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ আছে যেখানে ২০।২৫ বছরেও জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি বিন্দুমাত্র বাড়ছে না। এক চেটিয়া পুজিপতিদের স্বার্থে, কালোবাজারীদের স্বার্থে, জমিদারদের স্বার্থে আমাদের এই দেশকে শাসন করতে গিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষকের গরীব মানুষের সামান্যতম জিনিষপত্র কেনার যে চাহিদা সেই চাহিদা মেটাতে দায়িত্ব নিতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এই যে পরিণতি সেই পরিণতি থেকে বাধ্য হচ্ছেন ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিতে। মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার উনার বক্তব্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের সমগ্র অংশের মানুষের মধ্যে যদি একই দামে জিনিষপত্র সরবরাহ করা যায় তাহলে ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। আমরা দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকার প্রমোদ ভ্রমণের জন্য হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, এশিয়াডের খেলার জন্য হাজার হাজার, কোটি কোটি, টাকা খরচ করছেন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্য হাজার হাজার৷ কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, কিন্তু আজকে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের জন্য ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ একই দামে সরবরাহ করার জন্য যে দাবী সেই দাবীকে তাঁরা স্বীকার করছেন না। কাজেই, আমরা ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের কাছে, শোষক শ্রেণীর কাছে ত্রিপুরা বিধান সভার পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ন্যায্য মূল্যে ভর্তুকী দিয়ে সরবরাহ করার জন্য আবেদন রাখছি। তাঁরা যেভাবে ভারতবর্ষের সামনে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছেন ২০ দফা কর্মসূচীর জন্য, ৫ দফা কর্মসূচীর জন্য, আমরা বিশ্বাস করি না, তাঁরা ভারতবর্ষকে বাস্তবায়িত করতে চায়। যদি তাঁরা সত্যিই ভারতবর্ষের মানুষের কথা চিন্তা করতেন তাহলে এই ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সরবরাহ করতেন। সেই দিক থেকে ভারতবর্ষের ৬৮ কোটি মানুষের যে দাবী সেই দাবীকে তাঁরা স্বীকার করছেন না। যোগাযোগহীন ত্রিপুরা রাজ্যের যানবাহনের ক্ষেত্রে আমদানীর জন্য ব্যয়ভার ভর্তুকি দিয়ে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেন সেই আবেদনও রাখছি। এই ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখছি এবং তার সঙ্গে লক্ষ্য করছি, কালোবাজারীদের সপক্ষে বলার জন্য কিছু কিছু মাননীয় সদস্য এবং শ্রীশ্যামাচরণ বাবুও ইন্ধন যোগাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য এই ন্যায্য দাবীর কথা বলতে গিয়ে উনি কাপড় সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাপড়ের কথা স্বীকার করতে চান না। আমি জানি না, শ্যামাচরণ বাবু আবার সেই জঙ্গলের রাজত্বে ফিরে যেতে চান কিনা। আমি অনুরোধ করছি ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কেন্দ্রীয় সরকার যেন সরবরাহ করেন। কাজেই এই যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবটাকে বিধানসভাতে উৎথাপন করতে গিয়ে আমি অনুরোধ করব যে ত্রিপুরা রাজ্যে ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, ভারতবর্ষের ৭০ কোটি মানুষের স্বার্থে দ্রব্য সামগ্রী ভর্তুকীতে সরবরাহ করার জন্য

মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সবাই সমর্থন করবেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এই কারণে যে, আজকে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি তা লক্ষণীয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে এইকথা সত্যি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে বেগ তার চেয়ে দ্রুত বেগে চলছে আজকে সমাজের মধ্যে দুর্নীতি। এই দুর্নীতির জন্য মানুষ আজ বিপন্ন। এই দুর্নীতি যতদিন পর্য্যন্ত সমাজ থেকে দূর না হবে ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ তার ভোগ্যপন্য সঠিকভাবে পেতে পারবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিপণন ব্যবস্থা চালু আছে তা কি সব দুর্নীতিমুক্ত? না, দুর্নীতিমুক্ত নয়। ৪টি জিনিষ বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে আছে। সেগুলি হল চাল, তেল, কেরোসিন তেল, চিনি ও লবন। এমন কোন মানুষ তার জিনিষ ঠিকঠিকভাবে এমন কোন মাসে পায়না, যার মধ্যে কোন ভেজাল নাই। কেরোসিন পাচার হয়ে যাচ্ছে। এগুলি এমন কোন বাজারে পাচার হচ্ছে না যা প্রশাসনের দেখার কথা নয়। খোলা বাজারে ৮ টাকা, ১০ টাকা করে বিক্রী হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে তাই কিনতে হচ্ছে। প্রশাসন যে দেখছে না তা নয়। প্রকাশ্যভাবে এরা বিক্রী করছে। ভাল ভাল চাল রেশন থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে সেগুলি বাজারে বিক্রী হচ্ছে। এইত এখন আসামী চাল বলে সবাই জানে সেই চাল রেশনের চাল। ভাল চাল, সেগুলি বাজারে বিক্রী হচ্ছে। কালোবাজারের মারফতে পাচার হচ্ছে। সুতরাং এগুলি গরীব মানুষের স্বার্থে নয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত না হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত গরীব মানুষের জন্য কিছুই করা যাবে না। কাজেই এই যে দাবীগুলি তা বলতে গেলে বলতে হয় যে, পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কথা বলে একটা রাজনৈতিক সুড়সুড়ি, এছাড়া আর কিছু বলা যায়না। আমাদের যে কর্তব্য, রাজ্য সরকারের যে কর্তব্য তা সরাসরি পালন না করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানী দেওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সাধারন মানুষের সামনে এই দাবীগুলি রেখে, উৎথাপন করে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই শুধু যে প্রস্তাব উৎথাপন করা হয় আমি তার বিরোধীতা না করে পারিনা। মাননীয় সদস্য যে ১২টি বা তার অধিক ভোগ্যপন্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এমন কতগুলি জিনিষ আছে যা উল্লেখ করা হয়নি। গত বিধানসভাতে উল্লেখ করেছিলাম রুগ্ন শিশুদের জন্য ঔষধের দরকার কিন্তু তা উল্লেখ করা হয়নি। বিলাসবহুল কতগুলি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে না। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ যেটা বলেছেন, যে, গোমতীতে যে মাছ হয় সেই মাছ শুকিয়ে তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য বলিষ্ঠ প্রচেষ্ঠা নিতে পারে। সেটা গরীব মানুষের পক্ষে সহায়ক হবে আমার মনে হয়। কাজেই শ্যামাচরনবাবুর এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। কাজেই এই যে অবস্থা এই বিপণন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করে গরীব মানুষের বাঁচার পথকে আরও প্রশস্ত করার কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সরাসরি সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে সারা রাজ্যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ী বাঙ্গালীর স্বার্থে, তাদের স্বাস্থ্যের সংগে জড়িত, যদিও এই কথা বলাটা অনেকে হাস্যকর মনে করেন, সেই সিদল ও শুটকীর কথা বলা হয়নি। এই সিদল ও শুটকী সমস্ত জাতি ও উপজাতি সবাইর স্বাস্থ্যের সংগে জড়িত। জিনিষটাকে এইখানে উল্লেখ করা হয়নি তার জন্য আমি এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরন বাবু যে প্রস্তাব অ্যাডেড করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আমাদের রাজ্যে দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার গদীতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু বামফ্রন্ট গদীতে বসার পরে আমাদের রাজ্যে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেলদের স্বাস্থ্যের সংগে

জড়িত যে সিদল ও শুটকী তার একবার উল্লেখ করেন নি। এই জিনিসটাকে বামফ্রন্ট সরকার মোটেই গায়ে লাগাননি। তারা সব সময় এই জিনিসটাকে নেগলেক্‌ট করে আসছেন। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমরা নেগলেক্‌ট করিনা, তারও প্রয়োজন যেমন আছে, তার সংগে সংগে এই সিদল ও শুটকীর যে প্রয়োজন আছে তারা তা অনুভব করেননি। এই সিদল ও শুটকী আগে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা করে কে,জি, আমরা কিনেছি। কিন্তু এখন ৭০ এবং ৮০ টাকা করেও আমাদের কিনতে হয়। এই জিনিষটা সরকারী তরফ থেকে বামফ্রন্ট সরকার এই যে দ্বিতীয়বার আসার পর এই জিনিষটা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হয়নি তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি অনুরোধ করব, বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এই জিনিসাটা যাতে বিবেচনা করেন এবং তারা যাতে এই জিনিসটাকে নেগলেক্‌ট না করেন। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থের কথা যাতে তারা চিন্তা করেন। যদি তা না হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে বামফ্রন্ট সরকার আমাদের জনগণের স্বার্থের পরীপন্থী। উপজাতি ভাই-বোনদের স্বার্থ এতে জড়িত। এই সিদল ও শুটকীতে যে রুচি আছে সেটা সরকার পক্ষ আশা করি অস্বীকার করতে পারবেন না। সিদল ও শুটকী তুচ্ছ হলেও অস্বীকার করতে পারবেন না। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেখানে হয়ত এটা যুক্ত করতে পারবেন না, কিন্তু এতে বামফ্রন্ট সরকার নীরব থাকাটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এই হাউজের বিরোধী পক্ষ থেকে শ্যামা চরণ ত্রিপুরা যে প্রস্তাব এনেছেন সিদল এবং শুটকি র ব্যাপারে সেটা সাপ্লাই ও নিয়ন্ত্রন করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার যাতে করেন। কারণ আমরা দেখেছি, আমাদের রাজ্যের কেরোসিন তৈল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিয়ে নিজেদের দোষকে অস্বীকার করতে চান। আজকে বিধানসভায় তাঁরা যেসব বক্তব্য রাখছেন তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আছে। বিধানসভায় যেসব প্রস্তাব আনা হয় এবং যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কার্য্যক্ষেত্রে আমরা তা দেখতে পাইনা। আমরা সেই আমবাসা, কৈলাশহর প্রভৃতি জায়গায় দেখেছি রেশনসপে চাল নাই, কেরোসিন নাই অথচ খোলা বাজারে আছে। আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকার পুঁজিপতির বিরোধী, ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর পরিপন্থী, যদি সত্যিই তার ব্যবস্থা করতেন তাহলে এসব হতনা। এই বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বিচার বিবেচনা করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স খুলে সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিলি বন্টনরে ব্যবস্থা করেছেন অথচ সেখানেও অব্যবস্থা চলছে। মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা যদি সরকার পক্ষ সমর্থন করেন তাহলে আমরাও মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করব। আমি আশা করি আমাদের বিরোধী পক্ষের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। যদি না করা হয় তাহলে আমরা বুঝব এই সরকার সাধারণ মানুষের পরিপন্থী। কাজেই আজকে যারা সরকার পক্ষে আছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব তারা যেন এই সিদল ও শুটকির যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা সমর্থন করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের হাউজে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন কতগুলি কারণে আমি সে প্রস্তাবকে মেনে নিতে পারছি না। পাশাপাশি বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে প্রস্তাব মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সিদল ও শুটকি জড়িত করার জন্য এনেছেন সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চাহিদা এবং সেইজন্য তিনি এখানে সেটা তুলে ধরেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমানিকবাবু যে প্রস্তাব এটা দেখে আমার একটা জিনিষই মনে পড়ে যে মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবের মধ্যেদিয়ে ওনার মানসিক রোগগ্রস্ত অবস্থার কথাই তুলে ধরেছেন। পারিপার্শ্বিক দিক থেকে একটা লোক যখন শংকিত থাকে তখন নিজের সম্পর্কে বেশী উদাসীন থাকে তাই এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মাননীয় সদস্য মানসিক রোগের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। জনগণকে পেছনে ফেলে দেওয়ার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিগত ৬ বছরের সমস্ত ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সরকার পরিচালনাধীন ল্যাম্পস্-

গুলির অবস্থা দেখুন কি হয়েছে। সবচেয়ে দরকারী যে জিনিষ চাল, চিনি, তেল, সেগুলি আজকে রীতিমত দিতে পারছে না। বাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে গোডাউন খালি করে। চাল, ডাল প্রভৃতির যদি সরকারী হিসাব ঠিক থাকে তাহলে আমরা দেখি এখান উদ্বৃত্ত আছে। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রশাসন চাল, তেল, ডাল, নুন ঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে পত্রিকাগুলিতে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যে কথাগুলি বেড়িয়েছে প্রতিদিন এভাবে প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা বেরুচ্ছে। তাই এই ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কাদের স্বার্থে এই সালো কাপড় কিনা হয়েছে নিজেদের মিছিল মিটিং এর জন্য টাকা তৈরী করবার জন্যে এই কাপড় কেনা হয়েছে। আর গরীব মানুষকে ধোকা দেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা এই বামফ্রন্টের দুর্নীতির ফলে রাজ্যের একমাত্র পরিবহন সংস্থা ক্ষতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। আজকে আমরা দেখছি যে উত্তর ত্রিপুরার মধ্য দিয়ে যে রুটগুলি আছে সেগুলিতে এখন টি,আর,টি,সি-এর পাশাপাশি প্রাইভেট বাসও চালু করা হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না দিচ্ছেনা বলে মানুষকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে এই বামফ্রন্ট সরকার। আজকে আমরা দেখেছি যে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এখনো এস,আর,ই,পি, এবং এন,আর,ই,পি,-র টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তার হিসেব আজোও দিতে পারেনি। আজকে আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট বার বার কালোবাজারী মুনাফাখোর ইত্যাদি বলে চেচাচ্ছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছয় বছরে তারা কতজন কালোবাজারীকে ধরতে পেরেছেন। তারা কালোবাজারীদের ধরবেন কিভাবে, কারণ তাহলেতো তাদের ভেতরের কথা প্রকাশ হয়ে যায়। এই কালো বাজারীদের সাথে তো তাদের মেলামেশা রয়েছে। আর যাদের তারা আজকে কালোবাজারী বলছেন, মুনাফাখোর বলছেন তারাই যে বামফ্রন্ট-এর মিছিলের সর্বাগ্রে স্থান পায়। শুধু এই ত্রিপুরায় কেন আমরা পশ্চিমবঙ্গেও দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি আধা সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারী মালিকানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছেন যে, এই বামফ্রন্ট হলো একটি দুর্নীতির আখড়া। সাধারণ মানুষকে আরো বিপদের মধ্যে ফেলে দেবার জন্যেই আজকে এই হাউসে বামফ্রন্ট এই প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু আমি বলব, আগে তারা যেন তাদের দুর্নীতি দূর করেন, আর প্রশাসনে যে দুর্নীতি চলেছে তাকে যেন দুর্নীতি মুক্ত করেন তাহলেই এইরূপ প্রস্তাব একমাত্র সাফল্য লাভ করতে পারে। সুতরাং ত্রিপুরার সাধারন মানুষের আশা আকাংক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে আগে প্রশাসনিক দূর্নীতি দূর করতে হবে, তারপর এইরূপ প্রস্তাব পাশ করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরামকুমার নাথ মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই বিধানসভায় মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি।

ত্রিপুরা বিধানসভায় এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, ত্রিপুরার বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, তারা যেন অবিলম্বে নিম্নলিখিত নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য সমূহ স্বল্প দরে রাজ্যের সর্বত্র রেশনের দোকান মাধ্যমে বন্টন করার জন্য প্রয়োজনীয় মত ভর্তুকী দেন এবং রাজ্যের বাহির থেকে ভোগ্য পন্য আমদানীর জন্যে যানবাহনের ক্ষেত্রে সম্যক ব্যয়ভার বহন করেন। এই পন্য সমূহের মধ্যে রয়েছে---(১) চাল, গম, (২) ডাল, (৩) ভোগ্য তৈল, (৪) কেরোসিন, (৫) লবণ, (৬) কাপড়, (৭) সাবান, (৮) ঔষধ, (৯) ছাত্রদের জন্যে কাগজ, (১০) মোমবাতি, (১১) দিয়াশলাই, (১২) কয়লা, (১৩) টর্চের ব্যাটারী, (১৪) টুথ পেস্ট বা টুথ পাউডার ইত্যাদি।

এই জিনিষগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রাজ্যের গরীব মানুষদের জন্য এই জিনিসগুলি স্বল্পদরে রেশনের মাধ্যমে যাতে দেওয়া যায় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যার স্বাধীনতার আগে এমন কি স্বাধীনতার পরেও ত্রিশ বছর কোন রাস্তাঘাট হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কিছুটা করেছেন তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। আর এই ৩৬ বছরে ত্রিপুরায় রেল লাইন এসেছে মাত্র ১৪ কিলোমিটার। কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন আসার কথা কিন্তু কবে পর্য্যন্ত তা আসে তা কেউই বলতে পারেন না। যদিও বলা হচ্ছে যে ১৯৮৪ সালের মধ্যেই ত্রিপুরায় কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন আসবে।

এই ত্রিপুরার শতকরা ৮২ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। তাদের বেচে থাকার প্রয়োজনেই এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিগুসলি রেশনের দোকান মাধ্যমে স্বল্প দরে তাদের নিকট বিক্রি করা উচিত। যাহা ছাড়া এই রাজ্যে মটর যোগে পন্য আনতে হয়। বর্তমানে পেট্রোলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবহন ব্যয়ও বেড়ে চলেছে। এই পরিবহন ব্যয় মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্তুকী দিতে হবে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেও চাল গমের জন্য ভর্তুকি দিচ্ছেন। সুতরাং রাজ্যের গরীব মানুষদের যাতে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি স্বল্প দরে ত্রিপুরার রেশনের দোকান মারফত দেওয়া যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার সংগে সংশোধনী হিসাবে যা এসেছে তা ত্রিপুরার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব--আমি সংশোধনী সমেত প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে প্রস্তাব এসেছে এর সংগে ত্রিপুরার একটা বেসিক ইস্যু জড়িত রয়েছে। প্রথমত, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা কার হাতে থাকবে এই বিষয়ে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামফ্রন্টের মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা মনে করি ভারতবর্ষ হচ্ছে এক অভিন্ন, কাজেই তার সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা কেন্দ্রের হাতেই থাকা উচিত। এবং যেহেতু এটা কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত সেজন্য কেন্দ্রকে দেখতে হবে যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কি কি উপাদান রয়েছে। যেমন খাদ্যের কথা বলা হচ্ছে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে গোটা ভারতবর্ষের অর্ধেকের বেশী খাদ্য উৎপাদন হয়। অথচ কেরেলায় শতকরা ৪০ ভাগ খাদ্য উৎপাদন হয় না। তার অর্থ এই নয় যে কেরেলায় কৃষকেরা উৎপাদনে কোন অংশ নেয় না। বরং সব চেয়ে বেশী যে অর্থকরী ফসল সেটা এই কেরেলাতেই তৈরী হচ্ছে। সমগ্র কেরেলাতে এক তিল জায়গা পরে থাকে না, যেখানে কোন না কোন উৎপাদন না হচ্ছে। সেখানে মাল্টি ক্রপিং করে একই জমিতে ৩টা ৪টা ফসল করা হচ্ছে। আমরাও করতে পারি এই রকম-- আমাদের যে শুধু ধানই করতে হবে এমন কোন কথা নাই। ভারতবর্ষ যদি এক এবং অভিন্ন হয় যেখানে গম হচ্ছে সেখানে গম করতে হবে, আবার আমাদের রাজ্যে রাবার হচ্ছে, চা হচ্ছে, কোকো হচ্ছে, কফি হচ্ছে। যেখানে কাজু বাদাম হচ্ছে সেখানে কাজু বাদাম করতে হবে, এই ভাবে অনেক ফসল হতে পারে। এবং আমরা এই ভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারি। বিলাতে কি হচ্ছে? সেখানে শতকরা ১০ ভাগ ১৫ ভাগ গম হচ্ছে তারা কি করে? তারা কি উপোস করে থাকে? তারা আমেরিকা থেকে গম আনে। আমাদেরও আমেরিকা থেকে গম আনা হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে খাইয়ে রাখার দায়িত্ব কার, এটা কোন রাজ্যের নয়, এটা কেন্দ্রের দায়িত্ব। এটা না করার জন্যই আমাদের এই দাবী। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অনশন করতে হয়েছিল এই খাদ্যের জন্য। আমাদের রাজ্যে তামিলনাড়ু থেকে প্রতিনিধি এসেছিল আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে খাদ্যের জন্য তোমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে অনশন করতে হল? যেখানে ১০০টি গ্রামের মধ্যে ৯০টি গ্রামেই বিদ্যুৎ গিয়েছে এমন একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্য সেখানে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে খাদ্যের জন্য অনশন করতে হল। আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম, সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বললেন যে আমি পাঞ্জাব থেকে গম কিনে আনতে চাইছি, আমাকে সেই অধিকার দেওয়া হচ্ছে না কেন্দ্র থেকে। এই ভাবে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে? কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাব কতদূর।

আজকে পশ্চিমবঙ্গ চাইছে উড়িষ্যা থেকে চাল আনতে, তাকে সেই অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উপোস থাকবে? উড়িষ্যার চাল বিক্রী হবে না? আজকে পাঞ্জাব থেকে পচা চাল আসছে, কারণ পাঞ্জাবে আর চাল গুদামে রাখার জায়গা নেই, চাল মাঠেই রেখে দিতে হয়। অথচ কেরেলাতে সারা বছর খাদ্যের জন্য আন্দোলন করতে হয়। শ্রীমতী গান্ধীর যে নীতি সেই নীতিতে ভারতবর্ষ অভিন্ন থাকার কথা নয়। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে ভারতবর্ষ। কাজেই যে দাবী এখানে রাখা হয়েছে, এটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা উচিত যে এটা গোটা ভারতবর্ষের মৌলিক দাবী। এটা শুধু আমাদের রাজ্য থেকেই তোলা হচ্ছে না, প্রতিটি রাজ্য থেকেই এই দাবী তোলা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শ্রীমতী গান্ধী নিজেইতো পারেন আমেরিকা থেকে, থাইল্যাণ্ড থেকে, বার্মা থেকে চাল আনিয়ে আমাদের খাইয়ে রাখতে, আমরা জানতে চাই না। তাহলে ভারতবর্ষ এক থাকবে না। তাহলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে বাসা বাঁধবে। বার্মা থেকে চাল আসছে, সেই চাল সারা ভারতবর্ষে যায় না কেন? এটা আজকে সমস্ত মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমাদের জন্য ১০ হাজার টন চাল বরাদ্দ হয়েছে, তার মধ্যে সাড়ে সাত হাজার টন দেওয়া হবে বলা হচ্ছে। কিন্তু গত দুই মাস যাবত ৪ হাজার ৫ হাজার টনের বেশী চাল আসছে না। আমাদের চালের ঘাটতি আছে কি না সেই বিতর্ক এখানে আমি জানতে চাই না। এখানে সেই বিতর্ক আনলে মূল কথা থেকে আমাদের সরে যেতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যদি জানতে চান তাহলে আমি তাঁদের জানিয়ে দেব। আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে, অনেক দর কষাকষির পরেও আমাকে বলা হল যে, না তোমাদের বন্যাই হউক আর যাই হউক সাড়ে সাত হাজার টনের বেশী আর দেওয়া যাবে না, সেটাকে আর আট হাজার টন করা যাবে না। এই কথা বলার পরেও যদি ৪ হাজার টন চাল আসে--শ্রীমতী গান্ধীকে আমি লিখেছি এটা আজকে সমগ্র ত্রিপুরার মানুষের দাবী। আজকে ছামনুতে প্রায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা হয়েছে। ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জুমের ফসল হয় নাই। আজকে এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমাদের বরাদ্দ চাল আমাদের দিতে হবে এই কথাই এখানে বলা হয়েছে, অন্য কথা বলা হয় নাই। মাননীয় সদস্যরাতো মুর্খ অনেক খবর রাখেন না, দিল্লীতে সর্ষের তেলের দাম কত? ২৫ টাকা দিল্লীতে ২৫ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ২২ টাকা। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক মাত্র ত্রিপুরাতেই সব চেয়ে কম দামে তেল পাওয়া যাচ্ছে। শুধু চীৎকার করলেইতো আর হবে না, বুদ্ধি খাটাতে হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন কম্পলসারী প্রকিউরমেণ্ট করা হয় না? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যেখানে গম বেশী হয়--আমাদের এখানে ধনী কৃষক নাই, আমরা প্রকিউরমেণ্ট করতে পারি না। কিন্তু যেখানে ধনী কৃষক আছে তাদের সমস্ত সারপ্লাস কেন বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে না? হাজার হাজার মণ গম হচ্ছে, সরকার নিয়ে যাচ্ছে না কেন? ব্ল্যাকের সুযোগ কি বামফ্রন্ট করে দিচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে ঘাটতি ত্রিপুরায় খাদ্যে ঘাটতি--যেখানে সারপ্লাস সেই সারপ্লাস কেন নেওয়া হচ্ছে না? মাননীয় স্পীকার, স্যার, চিনি? আমরা চাই চিনির সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রি জাতীয়করণ করা হউক। চিনি সারপ্লাশ--আমাদের এত চিনি উৎপাদন হয় যে বিক্রীর জায়গা নেই আমরা বাইরে চিনি পাঠাতে পারি--অথচ মাননীয় সদস্যরা পার্লামেন্টের খোঁজ নিয়ে দেখুন কোটি কোটি টাকা কৃষকদের বকেয়া পাওনা রয়ে গেছে। মালিকদের কাছে থেকে কৃষকেরা পয়সা পাচ্ছে না। কৃষকেরা তাদের ফসলের ন্যায্য ধর পাচ্ছে না, কৃষকদের সর্বনাশ করে চিনি কলের মালিকেরা বড় লোক হচ্ছে। এই সমস্ত তেলের মালিক, গমের মালিক তারা এই সমস্ত সরকারকে চালাচ্ছে। ওরা কাপড়ের কথা বলছেন। কাপড় অতিরিক্ত হচ্ছে, কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রকে দিয়ে বন্ধ কাপড়ের কলগুলিকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। ভাল কথা। কিন্তু অন্যগুলি নেওয়া হয় না কেন? সমস্ত কাপড়ের কলগুলি নেওয়া হয় না কেন? এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদেরকে বলতে চাই যে, কন্ট্রোলড কাপড়ের দাম কত? বলা হচ্ছে যে কন্ট্রোলের কাপড় গরীব মানুষের জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু বাজারে কাপড়ের দাম কমে যাচ্ছে, কন্ট্রোলের কাপড়ের কোয়ালিটি খারাপ। কেউ কিনতে চায় না। এখানে সাবানের কথা বলা হচ্ছে। এই যে লাক্স সাবান, মাননীয় সদস্য ত্রিপুরা যা বলছেন তাতে মনে হয় যে পাহাড়ীরা সাবান গায়ে দেয় না, কাপড় কাঁচে না। পেছনে যাচ্ছেন কেন? সামনে যেতে চান? গরুর গাড়ীর চেয়েও পেছনে চলে যাচ্ছেন? এই যে লাক্স সাবান সেটা

মালটি ন্যাশনেল কর্পোরেশন আমেরিকা যায়, সেই জন্য সাবানের উপর নিয়ন্ত্রন নাই। ঔষধের দাম দিন দিন বাড়ছে। সেন্ট্রাল কমিটি বললো যে ন্যাশনেলাইজ করুন। কিন্তু সেখানে হাত দিতে পারল না। মানুষ মরে গেলেও সস্তায় ঔষধ দেওয়ার কোন উপায় নেই। এই মালটি ন্যাশনেল তাদের মুনাফা বাড়িয়ে দিচ্ছে। টাটা, বিড়লা তাদের হাতে বিভিন্ন কল-কারখানা আছে যেগুলি থেকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আসছে। এগুলি ন্যাশ-নেলাইজ করা হচ্ছে না, কম্পলসারী প্রকিউরমেন্ট-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ন্যায্য মূল্যে মানুষ জিনিস পাচ্ছে না। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কিসের জন্য? তেলের ব্যাপারে কেন্দ্র আমাদেরকে সাবসিডি দিলেন না। রাজস্থান থেকে তেল আনতে হয়। এখানে তেলের দাম ২২ টাকা লিটার। কেন এটা তো শ্রীমতি গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচীরে ভিতরেই। ওরা বিজ্ঞাপন দিতে পারে। এতে কোন অভাব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করবেন এটা তো বিশ দফাতে আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য কংগ্রেস (ই) বিধায়করা বিধানসভা থেকে চম্পট দিয়েছেন, কারণ একটু পরে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীর উপর আলোচনা হবে। তার থেকে বাঁচবার জন্য ভয়ংকরভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক খানি চেয়ার ছুঁড়ে ফেলে চলে গেলেন। চেয়ার ছোঁড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের প্রচুর কয়লা আছে। এই রিজিয়নে আছে, যেমন মেঘালয় ও আসামে আছে। সেখান থেকে কয়লা আনা যায় না? আমাদের কাগজ কল হতে পারে। আমরা এখান প্লেকে সাপ্লাই করতে পারি। কাগজ কল হয় না কেন? মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই নীতিতে চলতে পারে না। এটা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপার না। হিন্দু মুসলমান, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টির করে এখানে কংগ্রেস(ই) রাজত্ব করতে পারবে না। কাজেই এটা বুঝতে হবে। অনেকে বলছেন, ধরা হচ্ছে না। শ্রীমতী গান্ধী কালো বাজারী এদেরকে ধরার জন্য একটা আইন করুন না, দেখবেন কালকেই ধরে দিব। একটা আইন পাশ করে দিনতো।

(ভয়েস্ ফ্রম শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ---এস্‌মার বিরোধীতা করছেন কেন?)

মাননীয় সদস্য তিনি জীবনে জেল খাটেন নি বলেই এই কথা বলছেন। কোফোপোসাতে যাদের জেল খানায় রেখেছিল তারা জানেন, সুখময় বাবুকে কি ভাবে টাকা দিয়ে তারা মুক্তি লাভ করেছিলেন। কালোবাজারীদের সম্পত্তির জন্য তাদের মায়া কেন? মায়াপুরের সন্ন্যাসীরা বন্দুকের ব্যবসা করে টাকা করেছেন। কেরালার মুখ,মন্ত্রীর নিরুদ্দেশ যাত্রা করা হয় কালোবাজারীদের সাথে এবং বিধান সভায় এসে অসত্য ভাষণ পরিবেশন করতে হয়। কাজেই বুঝতে হবে, কেন ওরা কালোবাজারী তৈরী করেন। কেন না, তাঁদের এম,এল,এ, কিনতে হয়, এম,পি, কিনতে হয়। তাঁদের মিতালী করতে পয়সা লাগে। এটা তো আর গরীবের মিতালী নয়। কর্ণাটকে ৩ লক্ষ টাকা লাগে মিতালী করতে। কাজেই এখানে তাহলে লাগবে, ৩০ হাজার থেকে ১,০০,০০০ টাকা। কাজেই কেন তাঁরা কালোবাজারীদের টাকায় হাত দেন না তা বুঝতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আর অল্প কিছুটা আমাকে বলতে হবে। আমরা এখানে যে নীতির কথা বলছি, তা বিকল্প নীতি। বামফ্রন্ট বিকল্প একটি অর্থনীতি সারা দেশের সামনে রেখেছেন। এটা তারই একটি অঙ্গ। শ্রীমতী গান্ধী হঠাৎ এসে চেলে দেবেন এটা এখানকার মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাব এনেছেন তিনিও বুঝতে পারেন। তবে সারা দেশের মানুষকে ঐক্য বদ্ধ করতে হবে বলেই এই বিকল্প নীতি এখানে আনা হয়েছে। আমরা জানি, বিশ্ব ব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চলছে। এবং প্রধানমন্ত্রী ও জনসাধারণের কাছে আমেরিকা ও বৃটেনের কথাই বলে থাকেন। কিন্তু তিনি একবারও সমাজতন্ত্রী চীন দেশ কিংবা অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশের কথা উল্লেখ করেন না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী ত্রিপুরা যে সিঁদল শুটকির কথা এখানে বলেছেন সে কথার সমর্থন করে আমি এখানে ২।১টি কথা বলতে চাইছি। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে কিছু করেন নি তা ঠিক নয়। আমি নিজে কমার্স মিনিষ্টারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ড্রাই ফিসের জন, বাংলা দেশের সঙ্গে আমাদের নির্ভর করতে হয়। রাজ্যপাল বাণির সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি নিজে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন, বাংলা দেশের সঙ্গে রেল লাইনের মাধ্যমে ড্রাই ফিস চাই। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের যে, বাংলাদেশ

আমাদের সঙ্গে ট্রেড করতে আগ্রহী নহে। আমরা অ্যাপেক্স করেছি, কো-অপারেটিভ করেছি এবং বাইরে থেকে শুটকি এনেছি। কিন্তু সেই শুটকি অ্যাক্সেপটেবল হয় নি। এখনও তা পড়ে আছে। তারপরে আমরা ডুম্বুরের যে ছোট ছোট মাছ আছে তা দিয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে তাও যে কতটুকু অ্যাকসেপটেবল হবে সেটা বুঝতে পারছি না। তবে এই শুটকিটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষেরই প্রধান খাদ্য। কাজেই এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারই সারা ভারতবর্ষে জিনিস দিতে পারেন রাজ্য সরকার নন। রাজ্য সরকার কোন আথিক ক্ষমতাই নেই ভর্তুকীতে সেই সব জিনিস বিলি করার। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। মাত্র ১০ পারসেন্ট এসিসটেন্ট দিয়ে চলছি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই ভর্তুকী দেওয়াটা অসম্ভব নয় এই ১ হাজার কোটি কিংবা দেড় হাজার কোটি টাকার ভর্তুকী গ্রহণ করাটা যেখানে ১৮শ হাজার কোটি টাকা দিয়ে হোটেল করতে পারেন। কলকাতায় যে একটা তামাশা কিছুদিন বাদে হবে সেখানেও কয়েক কোটি টাকা খরচ হবে। কাজেই এই রকম একটা ভাল কাজ যেখানে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এটা গ্রহণ করা মোটেই অসাধ্য কিছু কাজ নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, সংশোধন সহ এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য মানিক সরকারকে তার এই প্রস্তাবের উপর কোন বক্তব্য থাকলে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার যে মূল প্রস্তাব এবং তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার যে সংশোধনী প্রস্তাব আছে তাকে সমর্থন করে প্রস্তাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই এবং এরই সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের বন্ধুর কাছ থেকে যে অসার কথাবার্তা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বলতে চাই। শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভায়ই নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থেও ২।১টি কথা বলছি। জনৈক বিরোধী সদস্য বলেছেন, পচা চাল রেশন সপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই পচা চাল কেন্দ্রীয় সরকারই সরবরাহ করে থাকেন এফ,সি,আই-এর মাধ্যমে। এই বিধানসভায় বার বার বলা হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী সভার তরফ থেকেও বলা হয়েছে কিন্তু এফ,সি,আই,-এর মাধ্যমে এই চালই পাঠান হয়ে থাকে। এফ,সি,আই-এর গুদামে এখনও এই রকম বহু টন চাল পড়ে আছে যা রি-মিলিং করে দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঁচিয়ে যে কথা বলেছেন সেই থুথু কিন্তু নিজের গায়েই পড়বে। আমরা ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই চাল দেবার জন্য বিরোধীতা করেছি। কেরোসিনের কথা এখানে যা বলা হয়েছে তাতে বলছি, কেরোসিন ঠিকই বাজারে পাওয়া যায় না। এবং এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, আবার আমিও বলছি, স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে চলেছে কালোবাজারীদের রাজত্ব। এটা শুধু মাত্র কেরোসিনের ব্যাপারেই নয় জীবনদায়ী ঔষধে পর্য্যন্ত কালোবাজারী হচ্ছে। এই জীবনদায়ী ঔষধ তো আর রাজ্য সরকারের রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ হয়ে থাকে না, এটা কেন্দ্রীয় সরকার দেন। ভারত-বর্ষের মধ্যে ৬ থেকে ৭ হাজার কোটি কালো টাকা আছে যা ভারতের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ। কেরোসিনই শুধুমাত্র কালোবাজারীতে যায় না। লোক সভাতেও এই কালো টাকা বের করার এবং বাজেয়াপ্ত করার জন্য বামপন্থী লোক সভার সদস্য যিনি আজকে প্রয়াত লোক সভার মধ্যে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রশ্ন উৎথাপন করেছেন এবং তার জন্য বলা হয়েছে, ১০০ টাকার নোট বাজেয়াপ্ত করার জন্য। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়াভূক্ত এবং করতেও পারেন। কিন্তু করছেন না কেন? এটা করার চেষ্টা করলে ভাল হয়। শ্যামাচরণ বাবু বলছেন, যে জিনিষগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? আমরা তো এই কথা বলছি না, মাত্র ১৪টি জিনিস ন্যায্য মূল্যে দিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, কিংবা মুশকিল আসান হয়ে যাবে। তা বলা হয়নি। এর জন্য লড়াই করতে হবে। মানুষের মূল সমস্যা হলো ৫টি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এর সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রথম জায়গায় হাত দিতে হবে। সম্পত্তির যে ব্যক্তিগত মালিকানা যে সম্পত্তিকে কাজে লাগিয়ে, ব্যবহার করে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে শোষণ করার

সুযোগ পায় সেই সম্পত্তিগুলির যে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে আমূল ভূমি সংস্কার করে বিদেশী পুজি বাজেয়াপ্ত করা, এই যদি করা যায় এবং একচেটিয়া পুজিপতি এবং সামন্তরাজের বিরুদ্ধে যদি লড়াই করা যায়, ফিনান্স ক্যাপিটেলের বিরুদ্ধে যদি লড়াই করা যায় তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনীতির মধ্যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করা যবে এবং সেখানে কয়েকটা জিনিষ ভর্তুকির প্রশ্ন নয় সামগ্রিক ভাবে একটা দেশের মধ্যে যাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে মানুষের জীবনের মধ্যে নিশ্চয়তা থাকবে। কিন্তু এটা ওনারা জানেন না, এটা নূতন করে ওনাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, কারণ জেনেশুনে এটা আমরা বুঝতে পারি না, এটার প্রয়োজন নেই।

জনৈক সদস্য বলেছেন, যে সমস্ত পন্যাদি এখন রেশনে দেওয়া হয়ে থাকে তিন থেকে চারটি এই জিনিষগুলি তো প্রতিদিন নিয়মিত পাওয়া যায় না, কেন পাওয়া যায় না, আমাদেরও তো প্রশ্ন আছে? আপনারা তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে এটা বুঝাবার চেষ্টা করছেন এটা তো নির্ভুল। না, এতটা নির্ভুল বামফ্রন্ট সরকার নয়? খাবার থাকবে ঘরে কিন্তু মানুষকে দেব না, এটা করলে মানুষ ক্ষেপে যাবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হতে পারে এই সাধারণ ধারনাটা অন্ততঃ বামপন্থী রাজনীতি যারা করেন তাদের আছে। এটা তো আমাদেরও বক্তব্য এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে এই কথাটা বলা হয়েছে। আপনারা বুঝতে চান না, জোর করে তো বুঝানো যাবে না। প্রস্তাবের মধ্যে এটাও বলা হয়েছে শুধু সস্তা দামে জিনিষের সিদ্ধান্ত নিলে হবে না, এই জিনিষগুলি যাতে ত্রিপুরায় পৌছায় তার গ্যারান্টিও দিতে হবে, রেল ওয়াগন দিতে হবে, পৌছে দিতে হবে, তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। আমরা যা চাইছি তা পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল চাওয়া হচ্ছে প্রতি মাসে ত্রিপুরার জন্য সেটা দিচ্ছেন না তার বদলে ৫।৬ হাজার মেট্রিক টন দিচ্ছেন এবং যেটা দিচ্ছেন সেটা আবার পৌছে দিচ্ছেন না। ত্রিপুরার ওয়াগন তামিলনাড়ুতে চলে যায়। ওয়াগনের কি পাখা আছে, উড়ে যাওয়া যায়? আপনাদের মুখের থুথু গায়ে পড়লে বামপন্থীরা তো আর রক্ষা করতে পারবেন না। আপনারা বলছেন জনজীবনকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এই সমস্ত দাবী-দাওয়া তোলা হয়েছে। এইগুলির সঙ্গে জনগণের তেমন একটা স্বার্থ জড়িত নেই শুধুমাত্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারন এবং যেহেতু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারন সে জন্যই উনারা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারনের প্রশ্ন নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, শুধু এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে নয় স্বাধীনতার পর থেকে ৩৬।৩৭ বৎসর কংগ্রেস নামে যে রাজনৈতিক দল আছে স্বনামে, বেনামে যে নামেই হোক এটা তো এখন যেতে যেতে বিষোদগারে গিয়ে দাড়াবে সেই জায়গায় এই দলটা এবং এই দলের যারা তাঁরা সবাই মিলে এই দেশের যে কোন প্রান্তে এটার বিরোধীতা না করলে পর তাদের জল স্পর্শ করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতা করলে তাদের গা জ্বলে যায়, জমিদারদের বিরুদ্ধে বললে তাদের গা জ্বলে যায়, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বললে তাদের গা জ্বলে যায় এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে বললে তাঁরা আৎকে উঠেন। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব আমরা রেখেছি, সেটা সাধারণ মানুষের স্বার্থে, ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকজন কালোবাজারী ও মহাজনদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না এই প্রস্তাবে। কাজেই তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিরোধীতদের বিধানসভায় আসা। দুর্ভাগ্যজনক এটাই যে, উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা তাঁরাও তাদের স্বার্থ রক্ষা করছেন, এমনিতেই মাঝখানে একটা দেওয়াল রয়ে গেছে আসলে সবাই এক। আসল ব্যাপার হচ্ছে, এটা অন্ধ বিরোধীতা কারণ আমরা দেখেছি ৯ তারিখ একটা বন্ধ হয়েছিল সেই বন্ধের বিরোধীতা করছে, এটাও কি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধীতা, ত্রিপুরায় রেলপথ চাই, এটাও কি একটা রাজনীতি হলো? ত্রিপুরায় কাগজ কল চাই এটাও কি একটা রাজনীতি হলো? ত্রিপুরায় চট কল চাই, সুতা কল চাই, বেকারদের চাকুরী চাই, ত্রিপুরার শিল্পায়নের জন্য, স্থানীয় কৃষকদের জন্য জল-সেচের ব্যবস্থা করতে হলে তার জন্য বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এইগুলিও কি রাজনীতি? এটা বলেননি কেন? এটা বললে আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করবো না। কেন এসেছেন আপনারা বিধানসভায়? কার স্বার্থ রক্ষা করতে এসেছেন? কাজেই এই সমস্ত কথা বলে বামপন্থীরা জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিপথে পারিচালিত করা যায় না।

আপনারা জনসাধারনকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য উল্টোপাল্টা কথা বলে পার্টির নামে কুৎসা দেবার চেষ্টা করছেন।

(রেড লাইট)

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই প্রস্তাব বিধান সভায় এনেছি তার জন্য আমাকে ২।৪ মিনিটের সময় দিলে ভাল হয়। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং আমিও আপনাদের বলতে চাই, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে স্বাধীনতার পর থেকে। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা জিনিসের নাম বের করতে পারবেন যার দাম বাড়ে নি মানুষের দাম ছাড়া, এর জন্য কে দায়ী? যারা আজকে দেশকে চালাচ্ছেন তাঁরাই দায়ী। লোকসভায় বামপন্থী নেতারা থাকছেন না, লোকসভায় আছেন আপনাদের শ্রীল শ্রীযুক্ত ২ নম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রণব কুমার মুখার্জী। উনার দেওয়া তথ্য এই চলতি লোক সভার মধ্যে দিয়েছেন, কি সেই তথ্য? সেই তথ্য হলো ১৯৮১-৮২ সালে এই ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের দাম ছিল ৪.৩ ভাগ, অবশ্য ১৯৮২-৮৩তে সেটা ছিল ৪.৭, আর ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে সেটা ছিল ৬.৫ আর বর্তমানে সেটা গিয়ে দাড়িয়েছে ৭.৮ ভাগ, এর জবাব কি? এটা কি বামফ্রন্ট সরকার বাড়িয়েছেন? নৃপেনবাবু, দশরথবাবু কি যুক্তি করে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়েছেন, না কি এর জন্য বামপন্থীরা দায়ী? আপনারা বললে কি করা যাবে? টাকার দাম ১৯৬০ সালে ১৮.৫ পয়সায় যে জিনিষ পাওয়া যেত এই লোকসভায় ৫ তারিখ অর্থমন্ত্রী প্রণব কুমার মুখার্জী বলেছেন যে সেই জিনিষ আজকে এক টাকা লাগে, এটা কোন নীতির জন্য হচ্ছে? এই দাম বাড়ছে এটা অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করছে না? এটা কার জন্য হচ্ছে? মুদ্রাস্ফীতি ১৯৮১-৮২ সালে ৪ ভাগ, ১৯৮২-৮৩ সালে দাড়িয়েছে ৬.২ ভাগ আর বর্তমানে সেটা ৭ ৮ ভাগ। এই যে ঘটনা যেটা ঘটছে তার সঙ্গে টেক্সেশ্যান? জিনিষের দাম বাড়ছে, মানুষ কিনতে পারছে না। ভারতবর্ষে জুতো তৈরী হয় না এ কথা কে বলছে? তৈরী হয় কিন্তু কে কিনবে? মানুষের পয়সা কোথায়? গ্রামের মধ্যে বাস করে শতকরা ৭০ থেকে ৭২ ভাগ তার মধ্যে শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ মানুষ হচ্ছে ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক, মাঝারী কৃষক, তাদের পয়সা নেই বাজারে যেতে পারছেন না, ফলে কারখানার জিনিষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে না, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে। এই লোকসভায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন দুই থেকে আড়াই লক্ষ রেজিষ্টার্ড বেকার আছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য যে লোকগুলি কাজ করছে তারা আজকে বেকার হয়ে যাচ্ছে, এর নাম অর্থনীতি? আর এই নিয়ে আপনারা বড়াই করছেন? জনসাধারনকে বিভ্রান্ত কে করছে? কাজেই এই যেখানে অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোথায় আছি? ত্রিপুরা রাজ্য উপদ্বীপ নয়, বদ্বীপ নয়, ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে, গোটা দেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার না করে পারে না। জনসংখ্যার ৮২ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, ২৯ ভাগ উপজাতি, ১৫ ভাগ তপশীলি জাতি। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, কিছুই নেই, এখনও কৃষি আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে। এখনও ২০ হাজার জুমিয়া আছে। এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে আমরা ১৪ থেকে ১৫টা জিনিষ আমরা সস্তায় পেতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে কি হয়? শুধু চাউল আর গম সেটাও ধর্মনগর গো-ডাউন থেকে সরবরাহ হয়। দুই হাজার, তিন হাজার কিলোমিটার দূর থেকে রাজ্য সরকারকে এই পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়, সে জিনিষ আনতে স্বাভাবিক কারনেই অন্য রাজ্য থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী দাম পড়ে যায়, কিন্তু এটাও আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই আজকে আমি আশা করবো, যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরার সংশোধনী সহ সমস্ত প্রস্তাব এই বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহনের আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করিছ।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তা ভোটে দিচ্ছি। সর্বশেষে প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পরে আমি মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে ভোট-এ দেব।

সংশোধনী প্রস্তাবটি হল, That the following words should be added to end of the resolution "সিদঁল এবং সুটকী"

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি এখন মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে ভোটে দিচ্ছি ঃ---

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে, তারা যেন অবিলম্বে নিম্নলিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ স্বল্পদরে রাজ্যের সর্বত্র রেশনের দোকান মাধ্যমে বন্টন করার জন্য প্রয়োজনমত ভর্তুকী দেন এবং রাজ্যের বাহির থেকে ভোগ্যপণ্য আমদানীর জন্য যানবাহনের ক্ষেত্রে সম্যক ব্যয়ভার বহন করেন।

পণ্য সমূহের নাম ঃ---

১। চাল, গম।
২। ডাল,
৩। ভোগ্য তৈল,
৪। কেরোসিন,
৫। লবন,
৬। কাপড়,
৭। সাবান,
৮। ঔষধ।
৯। ছাত্রদের জন্য কাগজ,
১০। মোম বাতি,
১১। দিয়াশলাই,
১২। কয়লা,
১৩। টর্চের ব্যাটারী,
১৪। টুথ পেস্ট বা টুথ পাউডার,
১৫। সিদল এবং সুটকী।

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস রিজিলিউশান। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার প্রস্তাবটি উৎথাপন করতে।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে, ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপসিল বোতাবেক ক্ষমতা অর্পণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, প্রয়োজনবোধে সংবিধান সংশোধন করুন।"

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারের মূল রিজলিউশানটির মাননীয় সদস্য শ্রীনপেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীজওহর সাহা যুগ্মভাবে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে তার সংশোধনী প্রস্তাবটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবের সংশোধনী আকারে এই প্রস্তাবটা হাউসে তুলছি। আমার প্রস্তাবটা হল মাননীয় সদস্য যেটা উনার প্রস্তাবে বলেছেন ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক ক্ষমতা অর্পণের জন্য "এই জায়গাটা তুলে 'চালুর জন্য" এবং সর্বশেষে 'অবিলম্বে' এই স্থানে 'আগামী ৮৪-৮৫ সালের লোকসভার বাজেট অধিবেশনে' এই কথাটা সংশোধিত আকারে দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তাব তুলছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার উনার মূল রিজলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরায় উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল প্রয়োগের জন্য যে প্রস্তাব এনেছি আশা করি এই হাউস তা সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। এই সঙ্গে আমি বলতে চাই, এই বিধানসভায় কয়েক মাস আগে অনুরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তা আমরা বুঝতে পারি না। বিগত ৯ই ডিসেম্বর রাজ্যের ২৩ লক্ষ মানুষ যে ১৩ দফা দাবীর ভিত্তিতে হরতাল পালন করেছিল তার মধ্যে ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করা ছিল অন্যতম দাবী। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সেই দাবী, বিধানসভার মধ্যে ও বাইরে সমুচ্চারিত হচ্ছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার তা উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা জানি না। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ৭ম তপসিলের ভিত্তিতে জেলা পরিষদ গঠন করেন। সেই জেলা পরিষদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছে। উন্নয়ণের ক্ষেত্রে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। সেই জেলা পরিষদের ৭ম তফসিলের ভিত্তিতে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে রাজ্যের হাতে, ৬ষ্ঠ তফসিল চালু হলে পরে তা যাবে রাজ্যপালের হাতে। বর্ত্তমানে যে তফসিল আছে তার আইন প্রনয়নের কোন ক্ষমতা নাই, ৬ষ্ঠ তফসিল চালু হলে পরে সেই জেলা পরিষদের হাতে আইন প্রনয়নের ক্ষমতা থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া সেই উপজাতি অংশের মানুষের জন্য, সেই এলাকাগুলির উন্নয়নের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপজাতি-অ-উপজাতি সম্প্রীতি আরও সমৃদ্ধ করার জন্য, আরও বেশী করে যাতে স্বাধীকার ভোগ করতে পারে তার জন্য এই দাবী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রনের প্রশ্ন কেন দেখা দিয়েছে? সেই প্রেক্ষাপট আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন গোটা ভারতবর্ষের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ছিল, তখন দেখা গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে সেই আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য যে প্রয়াস বা চেষ্টা করেছিল, তখনকার কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই সাম্প্রদায়িকতার বিষয় পান করল। ভারতবর্ষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। দেশ ভাগ হওয়ার পর সেই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে প্রানান্ত অবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবাংলা বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে আশ্রয় নেয়। তাদের জন্য সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল, দিল্লীতে কংগ্রেস সরকার ছিল, কিন্তু তারা তো লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করেনি। যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যাগুরু যে যে উপজাতির অংশের মানুষ ছিল তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হল। আর অংখ্যালঘু মানুষ সংখ্যাগুরুতে পরিনত হল। একদিকে অগ্রসর বাঙ্গালী জাতি আর একদিকে অগ্রসর বাঙ্গালী জাতি, আর একদিকে অনগ্রসর জাতি অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে বসবাস করতে লাগল। সরকার যে দেখেনি তা নয়। নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। মহারাজের আমলে যে রিজার্ভ ছিল বিনা বাধায় সেই রিজার্ভ ভাঙ্গবার সুযোগ করে দিয়েছেন শুধু রাজনৈতিক মুনাফা লুটবার জন্য। সেই যে অবস্থায় উদ্বাস্ত তাদেরকে রাজনৈতিক দাবার গুটির মত ব্যবহার করে। তারা দেখেও দেখেন নি। মহারাজার আমলে ১৯৫০ বর্গ মাইল রিজার্ভের মধ্যে সেখানে যদিও ৩০০ বর্গ মাইল সুষ্ঠ পুনর্বাসনের নাম করে মুক্ত করা হলেও দেখা গেল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিনা বাধায় রিজার্ভের মধ্যে বে-আইনীভাবে জমি দখল হতে লাগল, উপজাতিদের জমি হাতছাড়া হয়ে গেল, তারা সমতল জায়গা ছেড়ে

আরো জঙ্গলে চলে গেল। সমস্ত জায়গা থেকে যখন চলে যেতে বাধ্য হলেন তখন তাদের অগ্নিনিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা হল না। কয়েক হাজার উদ্বাস্তু চলেও গিয়েছেন রাজ্য ছেড়ে। সেদিন এদের জন্য কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হয়নি। তখন বিরোধী দলের সদস্যদের মিসায় আটক করে রিজার্ভ ভাঙ্গাকে আইনে বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৭৪ সালে ভুমি সংস্কার আইন সংশোধন করা হয়েছিল। সে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অত্যাচারে কয়েক হাজার উপজাতি ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিলেন কিন্তু পুলিশ দিয়ে তাদের পুশব্যাক করে দেওয়া হয়েছিল। অতএব কংগ্রেসের যে ইতিহাস সেটা গণতন্ত্র বিরোধী ইতিহাস এবং উপজাতি বিরোধী ইতিহাস। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন দেওয়ানী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হল জনগণের ভোটে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের দাবি করা হল তখনও আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার দমন পীড়ন চালিয়েছিল। এভাবে উপজাতি সমাজকে অবহেলার পথে ফেলে দিয়েছিল। আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালে ভারতের জাতীয় সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের এম, পি, শ্রীদশরথ দেব উপজাতি এলাকা সংরক্ষণের দাবী উত্থাপন করেছিল। উপজাতি যুব সমিতির তখন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ জন্মেছিল কিনা আমার জানা নাই। ১৯৫৬ সালে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ধেবর কমিশনের কাছে উপজাতি রক্ষা কবচের জন্য ডেপুটেশন দিয়েছিল। ধেবর কমিশন সংস্কারমূলক কিছু সুপারিশ করেছিলেন এবং তাতে উন্নয়ন না হলে তিনি ৫ম তফশিলের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কে, হনুমন্তাইয়া কমিশন প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশ করেছিলেন। সে সমস্ত সুপারিশকে কংগ্রেস সরকার নস্যাৎ করে দিয়েছিল। উপজাতিদের জন্য কংগ্রেসের কি ভূমিকা ছিল সেদিন আমরা দেখেছি। এই বিধান সভায় যখন জেলা পরিষদ আইন পাশ হল তখন কংগ্রেস খাঁটি "আমরা বাঙালী" সেজে গেল। শুধু তাই নয় আজকে কংগ্রেস বিধায়করা এখানে নাই, সেদিন লোকসভা নির্বাচনে যখন তারা দেখল তাদের পায়ের তলায় মাটি নাই, তখন কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেছেন, যদি আমাকে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী করে পাঠান তাহলে আমি এই জেলা পরিষদ আইন বাতিল করে দেব। এটা কি মিথ্যা কথা ? উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা কি অস্বীকার করতে পারবেন না তারা নিজেরা শুনেছেন। ১৯৮০ সালে কংগ্রেস হরতাল করেছিল। এই হরতালের অন্যতম কারণ ছিল জেলা পরিষদ আইন বাতিল করা। তারপর নির্বাচন বয়কট করেছিল। ৭ম তফশীলির ভিত্তিতে যে জেলা পরিষদ গঠন করা হল তাতে উপজাতিদের নূতন যাত্রাপথ শুরু হল। কিন্তু তাতেও তারা নির্বাচন বয়কট করেছিল। অতএব আমরা দেখেছি, কংগ্রেস যতই উপজাতিদের কথা বলেন না কেন প্রকৃতপক্ষে ওরা সমর্থন করেন না। ১৯৭৪ সালে যখন রিজার্ভ আইন তুলে দেওয়া হল তখন এখানে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জাতি উপজাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠল কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ঐক্যের চেহারা দেখে উপজাতি যুব সমিতি আতঙ্কিত হল। তারা প্রশ্ন তুলল উপজাতিদের কব্জীতে অ-উপজাতিরা কেন আন্দোলন করবে ; ঐক্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলো ওরা, তাই ওরা সংগ্রাম কমিটিতে থাকতে পারল না। সেদিন তারা বললেন, বাংলা ভাষায় কথা বলবনা, বাঙালি ধুতি-শাড়ী পরবনা। এমনিভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন

করলেন। জেলা পরিষদের নির্বাচনের নির্দিষ্ট হয়ে গেল তখন দেখা গেল তৈদুতে উপজাতি যুব-সমিতির সম্মেলন। সেখানে অনেক সি.আই.এ, এজেন্টও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শ্রীমতী বিভুদেবীও উপস্থিত ছিলেন। উপজাতি যুবকদের উত্তেজিত করার জন্য বিদেশী বিতাড়ন করতে হবে, স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করতে হবে ইত্যাদি ধ্বনি উঠেছিল। এখনও তারা কি বিদেশী বিতাড়ন ও স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের দাবি বাদ দিয়েছেন? বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মত তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আন্দোলন করতে চেষ্টা করেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত বিধান সভা নিবাচনের সময় আমরা উপজাতি যুব সমিতির কাছে শুনেছি যে কেন্দ্রিয় সরকার নাকি ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফশিলি চালু করতে রাজী হয়েছেন। সেখানেও শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বার বার বলেছেন যে কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফশিল চালু করতে রাজি হয়েছেন। এবং তাদের নাকি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কথা দিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী কেবল উপ-জাতি যুব-সমিতিকে কথা দেন। শুধু নগেন্দ্র বাবুকে কথা দেন। কিন্তু এটা তাদের একটা ব্লাফ্। ত্রিপুরার মানুষকে ধোকা দেবার জন্যই একথা বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই রাজ্যে সাধারণ গরীব মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী নিয়েছেন। আজ গ্রামে গঞ্জে চলেছে বিপুল কর্ম-প্রবাহ। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষুধার্তের জন্য চালু করেছেন "খাদ্যের জন্য কাজ"। আজ আমাদের স্মরণ করতে হয় কমরেড ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে। তিনি চার দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এবং তার জন্য তাকে কংগ্রেসী পুলিশের হাতে নিহত হতে হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার এই চার দফা দাবীকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। কক্বরক্ ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। স্কুলে কক্-বরক ভাষা চালু করা হয়েছে। ৭ম তফশিল মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আগের ত্রিশ বছরের কংগ্রেস সরকার যা করতে পারেনি মাত্র ছয় বছরে বামফ্রন্ট সরকার তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন। উপজাতিদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। জল সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজকের সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যা হয়নি এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তা করছে। কিন্তু আমরা দেখছি, সেসব উন্নয়নমূলক কাজ দেখেও উপজাতি যুব সমিতি তা দেখছে না। তারা আজকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কংগ্রেসের লেজুর হয়ে পড়েছে। আর জনগণকে ভাওতা দেবার জন্য বলেছে, কংগ্রেস সরকার তাদের এটা দিতে চাইছেন, ওটা দিতে রাজি। আজ উপজাতি যুব-সমিতি জনগণ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। আজকে এই ষষ্ঠ তফশীল চালু করার জন্য বামফ্রন্ট এর দাবী; এই দাবী সমগ্র ত্রিপুরার আপামর জনসাধারনের দাবী। আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখের হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে।

আজকে আমরা দেখছি, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চলেছে এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। চলেছে আসামে বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন, পাঞ্জাবে চলেছে খলিস্তান এর দাবী করে আন্দোলন। আবার কোন কোন রাজ্যে হরিজনদের উপর চলেছে অত্যাচার ও নির্যাতন। এর ফলে হরিজনরা আজকে ধর্ম্মান্তরিত হতে বাধ্য হচ্ছেন। এইভাবে যদি

জাতিতে জাতিতে, রাজ্যে রাজ্যে একতা না থাকে তবে ভারতবর্ষের সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার। তাদের ভুল নীতির ফলে আজকে ভারতবর্ষের অনুন্নত রাজ্যগুলি, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির উন্নয়নের কোন প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই সমগ্র ভারতবর্ষে অনগ্রসর মানুষের মনে জেগেছে প্রচণ্ড ক্ষোভ। এই ক্ষোভকে দমন করা যেতে পারে একমাত্র এই অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার তার প্রতি রয়েছেন উদাসীন। তাইতো আমরা দেখছি ত্রিপুরার গরীব উপজাতিদের উন্নতির জন্য তাদের যে একমাত্র দাবী ৬ষ্ঠ তফশিল চালু করা সেটা কেন্দ্রিয় সরকার চালু করছেন না। যদি জাতিতে জাতিতে সংহতি রক্ষা করতে হয় তবে অনগ্রসর উপজাতিদের এই নায্য দাবীকে কেন্দ্রিয় সরকার অবিলম্বে মেনে নিন। আবার আমার এই প্রস্তাবের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার মধ্যে কোন ফারাক আছে বলে মনে করি না। আমার মনে হয় বিরোধী বলেই এই মূল প্রস্তাবকে সরাসরি গ্রহণ না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে মাননীয় সদস্যর বক্তব্য শোনার পর এটা বোঝা যাবে যে কোথায় এর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ এই মূল প্রস্তাবের গুরুত্ব বিবেচনা করবেন এবং তা সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের উপর আমি কিছুটা সংশোধন করেছি এবং সংশোধিত আকারে মূল প্রস্তাবটি পড়ে শোনাচ্ছি—

"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফশিল চালুর জন্য আগামী ৮৪-৮৫ সালে লোক সভার বাজেট অধিবেশনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজনবোধে সংবিধানের সংশোধন করেন।"

তার আগে বেসরকারী প্রস্তাবের মধ্যে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেই প্রস্তাব ছিল—

"কেন্দ্রিয় সরকার ত্রিপুরার উপজাতি এলাকায় ৬ষ্ঠ তফশিল চালুর জন্য আগামী লোকসভার বাজেট অধিবেশনে প্রয়োজনীয় সংবিধানের সংশোধন করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন করিতেছে।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার সংগে আমি সংশোধীত আকারে যে প্রস্তাব এনেছি সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মতিলাল যে কথা বলেছেন তাতে তিনি কংগ্রেসের ইতিহাসকে বিকৃত করে কংগ্রেসের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের কথা শুনে এটাই আমার মনে হচ্ছে যে তিনি বোধ হয় কোন দিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়েন নাই। যদি পড়তেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে ১০০ বছর বৃটিশের সংগে আন্দোলন করে কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এনেছেন সেদিন (ইন্টারাপশান)।

শ্রীমতিলাল সরকার—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি শুধু কংগ্রেসের নেতৃত্বের সম্পর্কে বলেছিলাম।

শ্রীজহরলাল সাহা —যাই হউক উনি যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন সেটা উনার কথাতেই পরিস্কার হয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, যিনি কংগ্রেসের ইতিহাস জানেন না তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করার কোন অধিকার নাই। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, উনি শরনার্থীদের পুনর্বাসনের কথা বলেছেন যে কংগ্রেস তাদের জন্য কিছুই করেন নাই। কিন্তু আমি বলতে চাই, মাননীয় সদস্য এবং ট্রেজারী ব্যাঞ্চের অনেক মাননীয় সদস্যই শরনার্থী হয়ে এসেছিলেন তারা নিশ্চয় জানেন যে, সেই সময় কংগ্রেস সরকারই তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। তারপর ১৯৭১ সালের সেই দুর্যোগের দিনেও এই কংগ্রেস সরকারই তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই শরনার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কাজেই কংগ্রেস শরনার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুই করেন নাই, এই কথা ঠিক নয়।

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসরকার আরও বলেছেন যে, কংগ্রেসর ইতিহাস হচ্ছে গনতন্ত্রের বিরোধী ইতিহাস। উপজাতি বিরোধী ইতিহাস। কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকারের আমলে ত্রিপুরায় ক'টি খুন হয়েছে আর এই ৬ বছরে ত্রিপুরায় গনতন্ত্র রক্ষার নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কি বিধায়ককে খুন করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার গনতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করতে চাইছেন। এই বামফ্রন্ট গনতন্ত্র রক্ষার নামে মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়ে তাদের হাতে দা দিয়ে বন্দুক দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করিয়েছেন। আমরা দেখেছি যে, কংগ্রেসের আমলে ত্রিপুরায় সত্যিকারের গনতন্ত্র ছিল সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ছিল। আর আজ দেখা যাচ্ছে শাসক দল বিনা প্রিমিয়ামে মানুষকে ৫ হাজার টাকা পাইয়ে দিচ্ছে। আজ যদি কেউ খুন হয় তাহলে তাকে তাদের দলীয় লোক ঘোষণা দিয়ে সেই পরিবারকে ৫ হাজার টাকা পাইয়ে দিচ্ছে আর যদি কোন লোক থাকে তাহলে তাকে একটি চাকরী দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে বিনা প্রিমিয়ামে ত্রিপুরাতে ইনস্যুরেন্সের ব্যবসা চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন আমার মূল বক্তব্যে আসছি। উপজাতিদের জন্য ৬ষ্ঠ তফশিলের দরকার এটা অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সংগে এই কথাও আমাকে বলতে হচ্ছে যে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের ভাওতাতে আর ভুলছে না। তার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন। ঐ চড়িলাম বিধান সভায় উপ-নির্বাচনে। সেই সঙ্গে আমি এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ত্রিপুরায় অশোকবাবুর জন্যই আপনারা আজ টিকে আছেন অশোকবাবুর জন্যই আপনারা আজ মন্ত্রী সভায় থাকতে পারছেন। (ইনটারাপশান) মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি আজকে এটাই বলতে চাইছি, আমি হাউসের মধ্যে যে সংশোধনী এনেছি ৬ষ্ঠ তফসিল এর ব্যাপারে উপজাতি স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার জন্য। আমি আশা করি আমার এই সংশোধনী ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সকল মাননীয় সদস্য এটাকে সমর্থন জানাবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীনাগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন তার উপর আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে আমি যে সংশোধনী এনেছি সেটা মূল প্রস্তাবের বিরোধীতা নয়, এটা টেকনিকেল কারণেই এনেছি। এটা সংবিধানের ২৪৪ ধারাতে বলা হয়েছে যে গভর্ণর প্রথমে জেলা পরিষদের আইনকানুন প্রণয়ন করবেন। ৭ম তফসিল যেটা গঠন করা হয়েছে তাকে ৬ষ্ঠ তফসিলীর ক্ষমতা দেওয়া আইনতো হয় না। কাজেই লোকসভার ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট সেশনের আগে যাতে এই সংশোধনী কার্যকর হয় সেইজন্য আমরা এটা এনেছি এবং সেই ক্ষেত্রেই বামফ্রন্টের সঙ্গে আমাদের নীতির পার্থক্য। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার বলেছেন যে, ১৯৭৪ সালে যে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেখানে যুব সমিতি অ্যাকশন কমিটি থেকে বের হয়ে এসেছে। তিনি এখানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এ দাবী বাঙ্গালী হঠাও নয়। মূল বিরোধ ছিল সি. পি. আই (এম) এটাকে তাদের দলীয় রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সি. পি. আই (এম) বার বার বলেছে যে কংগ্রেস আমলে ৬ষ্ঠ তফসিলীর দাবী তোলা উচিত নয়। এমন করা দরকার যখন দিল্লীতে "লাল পতাকা" উড়বে। তারা চাননা অবিলম্বে এই ষষ্ঠ তফসিল চালু হোক। এই হচ্ছে অ্যাকশন কমিটি থেকে ১৯৭৪ সালে বেরিয়ে আসার কারণ। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আরেকটা জিনিস এখানে তুলে ধরতে চাই যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে আমরা উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে ষষ্ঠ তফশীলের দাবী উত্থাপন করি। তখন এখন যারা মন্ত্রীত্বে আছেন এবং তখন সি. পি. আই (এম) দলকে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা এর বিরোধীতা করেছিলেন। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, যখন তারা ক্ষমতায় এলেন তখন দেখা গেল তারা যুব সমিতির এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য বিনন্দ জমাতিয়ার নেতৃত্বে এক উগ্রপন্থী দল সৃষ্টি করলেন। এবং দাবী করলেন যে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করতে হবে। তাদেরকে রাইফেল ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তুললেন। তারা বললো যে উপজাতী যুব সমিতি যে ৬ষ্ঠ তফসিল চাইছে সেটা নয়, স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করতে হবে। তারপরে দেখা গেল বিনন্দ জমাতিয়াকে গাড়ী, টাকা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় আরও বেশী এফেকটিভ করার জন্য এবং এই উগ্রপন্থী দল সেখানে আত্ম সমর্থন করল। কাজেই আমি আশা করব যে আমাদের যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটাকে তারা সমর্থন করে আন্তরিকতার পরিচয় দিবেন। এক সময়ে কংগ্রেসীরা এর বিরোধীতা করেছিল। সেই জন্য আমরা কংগ্রেস এবং কম্যুনিস্ট উভয়ের বিরোধীতা করছি। বামফ্রন্ট সরকারও যদি এই ৬ষ্ঠ তফসিলের বিরোধীতা করে তাহলে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। ১৯৮০ সালে তাই কংগ্রেস এই ৬ষ্ঠ তফসিলের দাবীকে সমর্থন করেছিল এবং ১৯৮৩ সালে চড়িলামের নির্বাচনেও কংগ্রেস সেটাকে সমর্থন করেছে। আমরা শুনেছি, চড়িলামের নির্বাচনে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী নাকি বলেছেন যে ৬ষ্ঠ তফসিল এখানে চালু হলে বাঙ্গালীরা থাকতে পারবেনা, উচ্ছেদ হয়ে যাবে। অথচ মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু বলছেন যে আমরা ৬ষ্ঠ তফসিল চাই। কাজেই আমরা বলব যে, এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, আজকে একটা বিশেষ সময়ে এই ৬ষ্ঠ তফসিলের দাবী উঠেছে যে সময়ে সংখ্যালঘুরা সব কিছু হারিয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বসেছে। তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব যারা সরকারে

আছে তাদের। আজকে এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে এই দাবী উঠেছে। কাজেই আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, এই ৬ষ্ঠ তফসিলের দাবী আদায় করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে যে কোন আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এটা আদায় করতে আমরা প্রস্তুত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কিছুদিন আগেও মিঃ স্টিফেনের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁকে অনুরোধ করেছি, বাজেট অধিবেশনে তা উত্থাপন করার জন্য। তিনি বলেছেন, কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে এই ব্যাপারে প্রস্তাব তুলে তা বাজেট অধিবেশনে আনা হবে। কাজে কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সি, পি, এম, এর সমস্ত অপপ্রচার বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। নগেন্দ্র জমাতিয়ার এই কথা শুনে তাঁরা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের এই আচরণ থেকেই বুঝা যায় ৬ষ্ঠ তফশিল তাঁর আন্তরিকভাবে চান কিনা। কারণ, তাঁরা চাইছেন, এখন যেন কেন্দ্র ৬ষ্ঠ তফসিল না দেয়। তারা যখন কেন্দ্রে যাবে, দিল্লীর আসনে যখন "লাল পতাকা" উড়বে তখন ক্ষমতায় বসে তাঁরা দেবেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সংশোধনী তাঁরা আনতে চান না। এই সংশোধনী চাইলে ভবিষ্যতে উপজাতি ভোট কি ভাবে আদায় করবেন? কাজেই এই ভয়ে তাঁরা চাচ্ছেন না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় যে, এই সংশোধনী প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী হয়েছে। কেন না, উপজাতিদের যে মানসিকতা, যে সংকটময় অবস্থা সেই দিক থেকে আমি মনে করি, অবিলম্বে উপজাতিদের সংহতির প্রশ্নে ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এখনই ৬ষ্ঠ তফসিল কার্য্যকরী করা দরকার। কাজেই আমাদের যে সংশোধনী প্রস্তাব তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়কে তাঁর ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার সঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তফশিল চালু করার জন্য দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম এবং এ সংগ্রাম আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং আত্ম বিকাশের। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ মুক্তি পরিষদ স্বাধীনতার আগে ও পরে থেকেই ট্রাইবেলের জন্য লড়াই করেছ, সংগ্রাম করেছে। কংগ্রেসের আমলে বিগত ৩০ বছরে এই সংগ্রাম অনবরত করে গেছে। কিন্তু কংগ্রেস অপপ্রচার করেছে, ৬ষ্ঠ তফসিল চালু হলে ত্রিপুরা দু' টুকরা হয়ে যাবে পাকিস্তান হিন্দুস্থানের মত। সেই জন্যই কংগ্রেসের এই অপপ্রচারে কমিউনিস্টদের ভোটেও খেসারৎ দিতে হয়েছে। কংগ্রেস বিগত ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ছিল কিন্তু একদিনও কোন ঘটনা নেই বা কোন বক্তব্য নেই যে উপজাতিদের স্বার্থে তারা ৬ষ্ঠ তফশীল চালু করার জন্য একটি কথাও বলেছেন বা কোন রকম অনুভূতি ছিল। কিন্তু ইদানিং কালে আমরা শুনছি, কংগ্রেসও ৬ষ্ঠ তফসীল জন্য চিন্তিত এবং কথাও নাকি দিয়েছে। আবার আর এক দল বলছে, আমরা খাটি সংগ্রামী, কারণ আমরা হলাম প্রকৃতগতভাবে, ও জাতিগত ভাবে ও আদর্শগত

ভাবে বিশুদ্ধ উপজাতি। যার জন্য ১৯৭৪ সনে জয়েন্ট অ্যাকশান কমিটি থেকে আমাদের সরে আসতে হয়েছে। কারণ, সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা গেয়েছিল, উপজাতিদের জন্য ৬ষ্ঠ তফসিল আদায়ের সংগ্রামে তাঁরা যে রাজনৈতিক উশুল আদায় করার চেষ্টা করেছিল তা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি করতে দেন নি বলেই তাঁরা অপপ্রচার করছে যে, সি. পি. এম, বলছ উপজাতিদের স্বার্থে তাঁরা লড়াই করতে পারবে না। আসল ব্যাপারটা তাই। এই বিদ্বেষ তিলে তিলে জন্ম দিয়েছে এবং কংগ্রেসের লেটেস্ট করাপশন, কংগ্রেসের সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রজন্ম উপজাতি যুব সমিতি। বহুবার তাঁরা চেষ্টা করেছে, তাঁদের সর্দারদের নিয়ে স্যাংক্রাক দল গঠন করে বার বার ব্যর্থ রয়েছে। সর্ব শেষে এই রকম একটি দল গঠন করতে চেয়েছে, যারা বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ে চৌকশ ইংরাজী বলতে পারে এবং যারা বলতে পারে, ট্রাইবেলদের মধ্যে আমরা হলাম নুতন এক সমাজ জীবনে অভ্যস্তপ্রকৃত উপজাতি দরদী। আমরা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করব, তোমাদের স্বার্থ রক্ষায় এক হয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা ঐ সাদা কংগ্রেসী ওয়ালা এবং লাল কমিউনিস্টওয়ালাদের সাথে থেক না। আমাদের সঙ্গে থাকবে। "আমরা চাখুই চানাই, শুদক চানাই।" আমরা সবাই ভাই ভাই। এরা অত্যন্ত স্মার্ট এবং আধুনিক; তবে আরো আশ্চর্য্য হয়ে যাই, যখন দেখি, অত্যন্ত স্মার্ট এবং আধুনিক শ্রীমতী বিভু দেবীর মত মহিলা যখন হাতে হাত দিয়ে বলেন, শ্যামাচরণ কথা দিয়েছে, সে আর দাঙ্গা করবে না, সে আর তৈদুর পথে যাবে না। এই ধরনের কত কথা তাঁদের মত মহিলারা বলেন। প্রথম থেকেই অর্থাৎ জন্মের প্রথম দিন থেকেই তাঁদের চিন্তাধারা থেকেই তাঁদের মাতৃগর্ভ থেকেই এই উপজাতি যুব সমিতির জন্ম। সেই জন্য তাঁরাই এদের অভিভাবক, মা-বাবা এবং ওদের পালক। তাঁরা যখন বলে একশান কমিটিতে যাচ্ছো, তবে ঐ জয়েন্ট একশান কমিটিতে গেলে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। ঐ পথ ভুল পথ। ঐ পথে উপজাতিরা ঐক্যবদ্ধ হবে না, তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৯৮৩র মে মাসে টি, ইউ, জি, এস, নেতারা নয়াদিল্লীতে বসে ম্যাডামকে চিঠি লিখেছেন টি ইউ. জে. এস. নেতারা। স্বাক্ষর করেছেন, সর্বশ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, অমিয় দেববর্মা এবং হরিনাথ দেববর্মা। লিখেছেন, "সর্বোচ্চ সম্মানিতা ম্যাডাম, টি, ইউ, জে, এস, ১৯৬৭ সালে তাদের জন্মলগ্ন থেকে কোন দিনই কংগ্রেসের শত্রু হিসেবে কাজ করেনি, যদিও রাজ্য কংগ্রেস নেতারা বেচারী ট্রাইবেলদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নন, তবু টি, ইউ, জে, এস, তাদের প্রতি শত্রু মনোভাব পোষণ করেন নি। গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে ট্রাই বলদের কি চাকুরী ক্ষেত্রে কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন উৎসাহ দেখান নি। অপরপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের গত পাঁচ বছরের শাসনে ট্রাইবেলদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে অনেক স্কীম গ্রহণ করেছেন এবং তা কিছু কিছু কার্য্যকরী করায় ট্রাইবেলদের বঞ্চিত মন সহজেই আবার তাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকার গদীতে এসে ট্রাইবেলদের রিজার্ভ কোটা পুরণ করার চেষ্টা করেছেন, ৩ বছর পর্যান্ত জমির খাজনা সম্যক মুকুব করেছেন, ক্ষতিপূরণ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের হস্তান্তরিত জমি ট্রাইবেলদেরকে ফেরৎ দিয়েছেন এবং আগেকার সপ্তম তফসিল মাধ্যমে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করেছেন। কিন্তু তেমন সক্রিয়

না হওয়ার তাদের সব স্কীম ঠিকমত কার্য্যকরী হচ্ছে না। অথচ এতসব করায় পরও আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করছি না।" কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁরা বলেছেন আমরা কংগ্রেসের পায়ে বাঁধা। বামফ্রন্ট সরকার কাজেই রাজনৈতিক প্রজন্ম থেকে শুরু করে আমরা তাঁদের সাথেই আছি। সর্বশেষে "চিনিকক্" পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে নির্বাচনের প্রাক্‌কালে বিশ্রামগঞ্জের সম্মেলনের যে বক্তব্য শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন তা হচ্ছে "উপজাতি যুব সমিতি এই উপ নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) কে সমর্থন জানিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ, আই, সি, সি, 'র সাধারণ সম্পাদক শ্রী সি, এম স্টিফেন গত মাসে ত্রিপুরা সফরে এলে চড়িলাম উপ নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্য যুব সমিতির নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুব সমিতির নেতারা ৬ষ্ঠ তফসিল দাবী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন "ত্রিপুরার ৬ষ্ঠ তফসিল দিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী।" এসব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তাঁদের যেন কি দড়ি দিয়ে টানা হচ্ছে। এখানে সুকুমার রায়ের কবিতাটা বলে নেওয়া ভাল। গাধা চলতে চায় না ক্ষিধের জ্বালায়ই হউক কিংবা পেটের জ্বালায়ই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক। সে কিছুটা চলে চলেই বসে যায়। তখন তার নাকের সামনে একটি বাঁশের মধ্যে মূলো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হলো। গাঁধা মূলোর গন্ধে চলে ভাবে আর একটু এগুলেই মূলো খেতে পারবো। ঠিক তেমনি হয়েছে উপজাতি যুব সমিতির অবস্থা। কিছু দিন পরে পরেই বলা হয়, তোমাদের ৬ষ্ঠ তফসিল দেব, তোমরা আমাদেরকে সমর্থন কর। ১৯৮২ সনের ৫ই নভেম্বর দিল্লীতে বসে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে যখন আসন সমঝোতার আলোচনায় বসেন শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ও নগেন্দ্র জমাতিয়া, তখন তাঁদের সামনে ছিলেন শ্রীকিরীট বিক্রম। সেখানে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তোমরা পাবে ১৫টি সীট এবং কংগ্রেস পাবে ৪৫ সীট। সেখানে তাঁর কাছে ৬ষ্ঠ তফসিলের দাবী জানান হলে বলা হয়, অভি টাইম নেহি হোগা। এখন যাও, কংগ্রেসী মিনিস্ট্রী বানাও। সেখানে তোমাদের ৩ জন মিনিস্টার থাকবে। কিন্তু ফিরে এসে বলা হল, ইন্দিরা গান্ধী বলে দিয়েছেন ৬ষ্ঠ তফসিল দিয়ে দেবেন। তাঁদের কানে কানে বলে দিয়েছেন। কোন টেপ রেকর্ড নেই, টি, ভি, তে বক্তব্য নেই, নেই কোন বক্তব্য রেডিওতে। শ্যামাচরণ বাবু ও নগেন্দ্র বাবুর কানে কানে ম্যাডাম বলে দিয়েছেন। স্বাক্ষী যে কিরীট বিক্রম তিনিও চুপ। জানি না, উনার ধর্ম্ম পত্নী কিছু জানেন কিনা। তারপর এই বিষয়ে তিনি বলেছেন শ্যামচরণ ত্রিপুরার সম্পাদকীয় ৬ষ্ঠ তফসিল ইস্যুতে বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনে উপজাতি যুবসমিত কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় গিয়েছিল এই অবস্থা হয়েছিল স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে সেই সময়ে তিনি কথা দিয়েছিলেন ৬ষ্ঠ তফসিল তাঁর সরকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। গত আগস্ট মাসে যখন যুব সমিতির নেতারা দিল্লীতে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছিন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি আমাদের নাম করে যে সমস্ত গাল গল্প করছেন এটা আমি উনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এটা বিধানসভা, এখানে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলতে হয়। এটা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই।

(গন্ডগোল)

শ্রী অনিল সরকার---বিষয়টি রূপায়ণের জন্য সব কিছু খুটিয়ে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ ৬ষ্ঠ তফসিল কার্যকরী করার জন্য কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

যুব সমিতি আশা করে এবং বিশ্বাস রাখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রাখবেন। দেশের সবচেয়ে বড় দলের নেত্রী হয়ে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি যদি ত্রিপুরার দারিদ্র্য, ক্রম ক্ষয়িষ্ণু অসহায়, সরল উপজাতিদের সঙ্গে কথার খেলাপ করে থাকেন তাহলে আর বলার কিছুই থাকে না। রাজ্যে উপজাতিদের রক্ষা কবচ সুদৃঢ় করার জন্য সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল প্রয়োগের ক্ষমতা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের যদি কথা দিয়ে কথা না রাখে তবে ভগবানের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ করা ছাড়া উপজাতি সমাজের আর কোন গতি থাকবে না।

তারপর বলেছেন, "বিশ্বাস হারানো পাপ"। সেই পাপের দায় যুব সমিতি মাথা পেতে নিতে নারাজ। তাই যুব সমিতি প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে গণতন্ত্রের স্বার্থে চড়িলাম উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীকে জয়ী করাতে প্রয়াস চালিয়ে যাবে। যুব সমিতির বিশ্বাস শুধু ৬ষ্ঠ তফসিল বলে কথা নয়, কংগ্রেস (ই) সঙ্গে যুব সমিতির এই বোঝাপড়া রাজ্যে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে মস্তবড় সহায়ক হয়েছে। তাই এই সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে যুব সমিতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মিঃ স্পীকার, স্যার, তারপর মাননীয় সদস্য নগেন বাবু বলেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সি. পি. এম ষড়যন্ত্র করিতেছে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুব সমিতির জন্ম এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুব সমিতি বেঁচে আছে। তারপর বলেছেন ৬ষ্ঠ তফসিল কেনা বেচার জিনিষ নয় এবং এই ৬ষ্ঠ তফসিল যুদ্ধ করে জেতার জিনিষও নয়। ৬ষ্ঠ তফসিলে দাবী স্বীকৃত হয়েছে সমঝোতার ফলে। তাই এই সমঝোতা জাতি-উপজাতির পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। কংগ্রেস আর যুব সমিতির জন্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ৬ষ্ঠ তফসিলের জন্য নগেন বাবু [illegible] না দাঁড়িয়ে পারে। ৬ষ্ঠ তফসিলের জন্য নগেন বাবু নাকি এতটুকু ট্রাইবেলদের জন্য প্রস্তুত, ইলেকশনে না দাঁড়ালেও তাঁর হবে। আর চড়িলামে ইলেকশান সমঝোতার জন্য পত্র-পত্রিকায় সংগ্রাম করে আদায় হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকেই মতিলাল সাহাকে সমর্থন করছেন এবং তিনি বলছেন যে মতিলাল সাহা ৬ষ্ঠ তফসিলের একজন সমর্থক। চড়িলামে নিবাচনের আগে বিশ্রামগঞ্জের কনফারেন্সে সেখানে "চিনি কক্" পত্রিকার মধ্যে উঠেছে ২০শে অক্টোবর, তিনি বলেন যুব সমিতির ৬ষ্ঠ তফসিলের দাবী আমি সমর্থন করি, আমার দল সমর্থন করে। আজকে দেখা গেল, এই ৬ষ্ঠ তফসিলের প্রথম দৃশ্যের অভিনয় হয়ে গেল। ওরা জানেন চড়িলাম নির্বাচনে তিনি যদি জেতেন তাহলে ৬ষ্ঠ তফসিল এনে দেবেন। আর একজন রসিক লাল রায় কংগ্রেসে আছেন তিনি বলেছেন, কংগ্রেস এবং যুব সমিতির সমঝোতা হলো সম্প্রীতির পথ, ৬ষ্ঠ তফসিলের সেতু বন্ধন।

বাজেট অধিবেশনে প্রস্তাব এসেছিল তখন ওরা বোবা হয়েছিলেন, সমর্থন করেন নি। আর আজকে দেখা গেল চড়িলাম নির্বাচনে যিনি জিতলেন তিনি অপ্রয়োজনে কটুক এমন একটা কথা বললেন যার জন্য সমস্ত হাউসকে প্রতিবাদ করতে হলো এবং

তার বিনিময়ে ওখান থেকে চেয়ার ছুড়ে মারলেন অর্থাৎ দেখানো হলো একসিডেন্ট, আসল কথা এখানে থাকলে তাদের বলতে হবে ষ্টিফেন বলেছেন কিনা, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন কিনা ওরা দেবেন কিনা? এখানে কংগ্রেস পত্র-পত্রিকায় বলে নি। আজ পর্য্যন্ত অশোক বাবু এর উপর একটি কথাও বলেন নি। চড়িলামে কংগ্রেসীদের দু দিনের সম্মেলন হয়ে গেল। সেখানে ৬ষ্ঠ তপশীলের পক্ষে একটা কথাও বলেন নি। কংগ্রেসের মধ্যে যে দু জন উপজাতি আছেন, উপজাতি প্রতিবেশী কাশীরাম রিয়াং এবং অঞ্জু মগ তাঁরা আজ অনুপস্থিত। তাঁদের আজকে গেটের বাইরে বলেছেন যে, তোমরা থাকবে না ৬ষ্ঠ তফসিলের কথা হবে, কি করে হয়, তোমরা সরে যাও? আজ একজন মুখ্য-মন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীকে খুন করার জন্য চেয়ার ছুড়লেন। আমি এতগুলি কথা বললাম এইজন্য যে, ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গণমুক্তি পরিষদ এই রাজ্যের ডেমোক্রেটিক ফোর্স জাতি-উপজাতি গণতান্ত্রিক শক্তি বরাবর সংগ্রাম করে এসেছে সেই জন্য রক্ত দিয়েছে, রক্ত ঝড়েছে, কারন সংগ্রাম করে একে আদায় করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বের ইতিহাসে একবারও রক্ত ঝড়ালো না, একবারও সমর্থন করলো না আর উপজাতি যুব সমিতি আজকে বলেছেন কংগ্রেসদের? বাঁচতে দিলি না ভাত কাপড়, মরলে দান সাগর শ্রাদ্ধ"। কাজেই কংগ্রেস যখন সরকারে ছিল তখন কোন ব্যাপার ছিল না আর এখন বলেছেন দাবী। আসল কথা, এই জন্মাবধি আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত, কংগ্রেস এখানে মিনিষ্ট্রিতে আসুক, এদের সারভিসে আমরা আছি, কংগ্রেসের রাজনীতির হ্যান্ডেল যারা দীর্ঘ দিন ধরে তারা কোন দিকে হ্যান্ডেল ঘুরায় এই জন্য মানুষ কনফিউজড্ হয়েছে।

১৯৮০ সলের জুনের দাঙ্গার পর মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে এরা দাঙ্গা করিয়েছিল কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য এবং চড়িলামের ইলেকশ্যান পর্য্যন্ত লক্ষ করা গেছে প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনায় তাদের কংগ্রেসকে শাসনে আনার চেষ্টা এবং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার চেষ্টা। কংগ্রেসকে যদি শক্তিশালী করা যায় তাহলে তার লেজ ও শক্তিশালী হবে। সেই রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৬ষ্ঠ তফসিলের ক্ষেত্রে কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোস লক্ষ লক্ষ মানুষ চিনেছে এই জন্য আজকে লক্ষ্য করেছি, যাদেরকে ওরা উস্কানি দিয়েছে স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য সংগ্রাম করে ৬ষ্ঠ তফ-সিল আনতে হবে, যুদ্ধ করে, বিদেশ থেকে অস্ত্র আনতে হবে। তাদের রাজনীতি হচ্ছে জহ্লাদের রাজনীতি। নীচে যেমন জহ্লাদ আছে তেমনি তাদের আকাশে দুটো শকুন আছে। "ত্রিপুরা দর্পণ" আর "দৈনিক সংবাদ"। তাদের আতংক হয়ে গেছে বিজয় রাংখল ও চুনী কলুই আত্মসমর্পন করাতে। তারা খবর ছড়াচ্ছে তারা আবার খুন করবে, তাদের গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে কিডনেপ করবে। "ত্রিপুরা দর্পণ" বড় চিন্তিত। তাদের চোখে ঘুম নেই সমীরণ রায় যিনি আজকাল লেখেন তার মতে বিনন্দরা ভালই ছিল খুন খারাপি করত, মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস চালাত। তারা হঠাৎ করে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। আবার তাও বামফ্রন্ট সরকারের কাছে। তারা এখন বামফ্রন্টের মেইন স্ট্রীমের সংগে আছে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার মাটিতে কসাই এবং জহ্লাদের খুন খারাপি করে মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস চালাবার চেষ্টা করছে, আকাশে দুটো শকুন আছে কটি দেশ পড়ে তার খবর নেয়

কারু লাশ পড়ল কটা পড়ল এই খবর তারা ছাপায়। বামফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গল কিনা। এইভাবে তারা গভীর চক্রান্ত চালাচ্ছে। আজকে সকালে দেখা গেল ৬ষ্ঠ তফসিলের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রহসন। ওরা আজকে পরামর্শ করে এসেছে। আজকে এ, ডি, সি, তে ৭ জন সদস্য ছিল, এখন তাও কমে গেছে। ওদের আর কিছু রইলনা। ওরা ইন্দিরা গান্ধীর মাথা গিলেছে, গলা গিলেছে, বুক গিলেছে এখন শুধু পায়ের দেড় ফুট বাকী আছে। কংগ্রেসের সেই আস্ত কুমীরটাকে গিলে ফেলেছে। ৬ষ্ঠ তপশীলের সংগ্রাম গণতন্ত্রের সংগ্রাম। এইত নগেন্দ্র জমাতিয়া কিছুদিন আগে বলেছে, ডিসেম্বর মাসে বিভাগ ভিত্তিক সংগ্রাম করবে আর ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য-ভিত্তিক। আবার বলছে, স্টিফেন বলছেন, দিয়ে দেবে, ইন্দিরা গান্ধী খুশী হয়েছেন, তাকে বিশ্বাস হারানো পাপ। কাজেই সমঝোতা না সংগ্রাম, ওদের একুল দুকুল গেল, শ্মশানকুল ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাদের নদীরকুলের জন্য হয়ত অপেক্ষা করতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার তার প্রস্তাবের মধ্যে বলতে চেয়েছেন ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ক্ষমতা অর্পণের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রয়োগ করার জন্য তারা ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য সরাসরিভাবে কোন দাবী করতে পারছেন না। কারণ সরাসরিভাবে যদি বলা হয় তাহলে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ত কথা দিয়ে ঘোরানো যাবেনা। তারা মানুষকে ধোকা দিয়ে চলছে। কিন্তু কাজের বেলায় অণ্টরম্ভা। এই ক্ষমতার অর্পনের মধ্যে দিয়ে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, অর্থাৎ পরিষ্কার যে এইভাবে যদি আমরা বিলটাকে পাশ করিয়ে দেই তাহলে পরে এটা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ আমরা এই ৬ষ্ঠ তফশিল ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের মানীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন তা হচ্ছে আগামী ৮৪-৮৫ সনের লোকসভার বাজেট অধিবেশনে ৬ষ্ঠ তপশীল পাশ করার জন্য। কারণ এরা জানে, বামফ্রন্ট সরকার জানেন আজকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি আজকে দিনের পর দিন তাদের সংস্কৃতিকে, তাদের ভাষাকে হারিয়ে ফেলতে চলছে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি দিন দিন বিলুপ্ত হতে চলছে। সেটাকে রক্ষা করতে গেলে অতি সত্বর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে ৬ষ্ঠ তফশীলের। এই ৬ষ্ঠ তফসিলকে ত্বরান্বিত করার জন্য আজকে আমাদের তরফ থেকে যে সংশোধনী এসেছে সেটা ঘিরে ধীতা করার কোন কারণ বুঝে উঠতে পারছি না। কথায় বলে গাধা জল ঘুলিয়ে পান করে। মতিবাবু ৬ষ্ঠ তফসিলের জন্য দাবী করতে গিয়ে গাধার মত তিনি জল ঘুলিয়ে পান করছেন। তিনি পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর জাতিকে উন্নত করার জন্য, কোন সুযোগ সুবিধা করার জন্য তিনি ঘুরিয়ে করতে চাইছেন। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় এইখানে ৬ষ্ঠ তফশীল চালু করার জন্য এখানকার মুখ্যমন্ত্রীদের, জোয় বিধায়কদের বিবেচনা করা দরকার। এবং আমাদের তরফ

থেকে যে সংশোধনী এসেছে তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন। কারণ আজকে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে এই কারণে তারা জানে যে, বামফ্রন্ট সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে যে উজপাতি যুব সমিতির সংগঠন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা তা ধ্বংস করার জন্য বিনন্দ জমাতিয়াকে কাজে, লাগিয়েছে। বিনন্দ জমাতিয়ার পেছন কারা? তাদের দলে যারা ডাকাতি করে, খুন সন্ত্রাস করে তারাই তাদের দলে আছে। যারা ২৩ তারিখে আত্মসমর্পণ করেছে সেই গোপীরাম জমাতিয়া, দিলীপ জমাতিয়া, অনিল জমাতিয়া, এরা জন্ম থেকেই ডাকাতি করে আসছে। ডাকাতি হচ্ছে ওদের পেশা। তাদের সংগে যোগসাজশ মরে, বিনন্দ জনাতিয়াকে আরও টাকা পাইয়ে দেবার জন্য তারা চেষ্টা করছে। তা সত্ত্বেও তারা উপজাতি যুব সমিতির সংগঠনকে ধ্বংস করতে পারছেনা। বরং সংগঠন দিন দিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ উপজাতিকে, অনগ্রসর জাতিকে আরও পিছিয়ে রাখার জন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের চাপ সৃষ্টি করছেন। কাজেই আজকে তারা ৬ষ্ঠ তফশীল নিয়ে যে তালবাহানা করছে তা আমরা করতে দেব না। তাকে ত্বরান্বিত করার জন্য এই যে সংশোধনী প্রস্তাব তাকে সমর্থন করে উপজাতি সমাজের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করুন এই আমার বামফ্রন্ট সরকারের কাছে দাবী। আজকে বামফ্রন্ট শত চেষ্টা করলেও উপ-জাতি সমাজকে বিনষ্ট করতে পারবে না। কাজেই ৬ষ্ঠ তফশীলের জন্য বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে যদি আমরা সমোচ্চারিতভাবে দাবী রাখি, তাকে ত্বরান্বিত করার জন্য দাবী রাখার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন করছি। তারজন্য আপাদের তরফ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য লোকসভাতে বিলটি পাশ করা হয় তারজন্য আমরা আবেদন রাখছি। আমি মনে করি এই বামফ্রন্ট সরকার এবং যিনি প্রস্তাবক তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও চাপ দেওয়ার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেগ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ-মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

ঃ- কক–বরক ঃ-

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীপার, স্যার আমাকে ট্রাইবেল ভাষায় বক্তব্য রাখার জন্য বলছেন তাই রাখছি।

মাননীয় Speaker, Sir, তিনি অ হাউস' মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব তুবুমানি অ প্রস্তাবন' আং সমর্থন জানগ'। মাননীয় সদস্য জওহর সাহা এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া সংশোধনী তুবুখা। আবনি অর্থ জতন' সাইমান' মাননীয় সদস্য জওহর সাহা আগি সি, পি, আই খীলাই ফাইকা। তাবুক হাইন হাই কংগ্রেস ফাই কোন প্রকারে হাবীই থাংনা নাইঅ আবনি অর্থ তমি? ইস্, অর্থাৎ কংগ্রেস আই তাই কংগ্রেস 'স' অর্থাৎ ইস্'। উংকলক তীই খিতুং নংখরকা বরকনি ইস্' লেনজুহাই খীলাই। কিন্তু মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া চড়িলাম খুব হুংকার রীথা কংগ্রেস আইনি বরকন' জয়ী খীলাইনাই তিনি ৬ষ্ঠ তফসিল রীফাইনাই। তিনি নাইদি বরকনি বখরকসে কীরীই। ভোট' জিতিরিনা নাইথানি তিনি বরকনি বহক কীরীই খিতুং সিমিসে কীলাই তংগ। সেদিক থেকে চাং ১৯৫২ সাল থেকে ৬ষ্ঠ তপশীলনি বাগীই আন্দোলন খীলাই তংগ

চৌং সাই মান যে সংগ্রাম খৗলাই চৌং চিনি দাবী-ন আদায় খৗলাইনাই, আবনি বাগৗই চৌং সংগ্রাম খৗলাই তংগ।" তারপর যে সমস্ত কারন, চৌং তাম ঘটিনা নুক, যে সমস্ত এলাকান কংগ্রেস তংগ, উত্তর প্রদেশ, বিহার আর' যেকোন জাগা 'ইস্'। বিহার Sch. caste পনেরো জনা ন নক রাখা কিনা মিসা, (ইস)।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এ প্রস্তাবের প্রতি আমার সমর্থন জ্ঞাপন করছি। মাননীয় সদস্য জওহর সাহা এবং নগেন্দ্র জমাতিয়া সংশোধনী এনেছেন, তার অর্থ সকলে জানেন, মাননীয় সদস্য জওহর সাহা আগে সি, পি, আই, করতেন, এখন কোন প্রকারে আবার কংগ্রেস আইতে যোগ দেবার চেষ্টা করেছেন তার কি অর্থ ? 'ইস্' অর্থাৎ কংগ্রেস আই এবং কংগ্রেস 'স' মিলে 'ইস্'। পিছন দিয়ে লেজ বেড়িয়েছে ওদের "ইস্"। কিন্তু মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া চড়িলামে খুব হুংকার করেছেন কংগ্রেস আইয়ের প্রার্থীকে জয়লাভ করিয়ে দিলে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হবে ইত্যাদি বলে আজকে দেখুন তাদের মাথাটাই নাই। শুধু লেজটা পড়ে আছে। সেদিক থেকে আমরা ১৯৫২ সাল থেকেই ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আন্দোলন করছি, তার জন্য, আমাদের দাবী আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত জায়গায় কংগ্রেস রয়েছে সেখানে নানা ঘটনা ঘটছে। উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি যে কোন জায়গায় "ইস" বিহারে তপশীল সম্প্রদায় পনেরো জনের মতো এক পুনর্বসন দেয়া হয়েছে 'ইস্'।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যবৃন্দ হাতে সময় খুব কম তাই আরও কয়েক-জনের আলোচনা ছিল কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা---মাননীয় স্পীকার স্যার ১৫ মিনিট সময় বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার ---মাননীয় সদস্য অন্য কাজ আছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং এই প্রস্তাবের উপর সংশোধনী হিসাবে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ও জওহর সাহা যে সংশোধনী এনেছেন মূলতঃ কোন তফাৎ নাই একটা আরেকটার পরিপূরক বলা যায়। কাজেই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা যায়। কাজেই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে মূল প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্য আমি হাউজের কাছে বলছি। ৬ষ্ঠ তপশীল কেন দরকার সেটা এই হাউজে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আন্দোলন করেছি। এই বিধানসভারও আমরা কয়েকবার প্রস্তাব পাশ করেছি। সে প্রস্তাবের ভাগ্য সম্পর্কে আজও. দিল্লীতে যারা বসে আছেন. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা সে ক্ষমতানুসারে এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করা তাদের কাজ। ভারত-বর্ষের কোনও রাজ্যের কোন ক্ষমতা নাই সংবিধান সংশোধন করার। কাজেই সংবিধান সংশোধন করতে গেলে পার্লামেন্টে করতে হবে। আজকে আমার প্রস্তাব হল এই

বিলটি চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে আগামী বাজেটে অধিবেশনে কেন্দ্র যেন এটাকে আইনে পাশ করেন আমি সেটাকেও সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজাক এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা তার উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে. ১৯৮২ ইং সালের মার্চ মাসে এই বিধানসভার ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশীল চালুর দাবী করে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কোন সক্রিয় ভুমিকা নেননি। সেই প্রস্তাব ১৯৮২ সালের জুন মাসের ৯ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠান এবং বিধানসভার এই মতামতকে এবং ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের এই দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান। তারপর আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ১৯৮৩ সালের ফেবরুয়ারী মাসে আবার এই বিধানসভায় এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য দাবী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তার উত্তরে মামুলি ধরণেয় জবাব এসেছে যে আমরা আপনাদের চিঠি পেয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বিবেচনা করছেন। কিন্তু নো একসান হেজ বিন টেকেন ইয়েট্।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী পি; সি, শেঠী গত সেপ্টেম্বর মাসে লিখেছেন আমাদের চীফ মিনিষ্টার এর কাছে- 'এই যে ৭ম তপশীল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করা হয়েছে তা ৬ষ্ঠ তপশীলের প্রয়োজন মেটায় কি না।' আমরা দেখছি শ্রী পি, সি, সেঠী আসল দাবীকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। তিনি আরো লিখেছেন "ইউ মে কাইন্ডলি স্পেল দেম আইট টু এনাবেল দ্যা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ডু কনসিডার দ্যা মেটার ফারদার।"

এখানে তারা ফারদার কি চিন্তা করছেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না। এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে আমরা আর কিভাবে সাহায্য করব তাও বুঝতে পারি নাই। অটোনোমাস ডিষ্টিক্ট কাউন্সিলের জন্য সব রকম নীতি, আইন আমরা আমাদের আগের বিলে উল্লেখ করে দিয়েছি। তিনি আরো লিখেছেন-

'ইউ অলসো লাইক টু হেভ ইয়র ভিউজ এবাউট দ্যা ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল আন্ডার ৬থ্ সিডিউল এজ প্রোপজ্ড টু বি মেড আন্ডার ইয়র টারমিনাস। ইজ দ্যা ডিষ্টিকট কাউন্সিল এগজিসটিং আন্ডার ত্রিপুরা ট্র্যাইবেল এরিয়াজ ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট্ ১৯৭৯? দ্যা ফেকট ইজ দ্যাট এ স্টাডি স্কীম টু বি নেসাসারী ইন রিগার্ড টু দ্যা পপুলেসন স্ট্রাকচার অব্ ইটস্ ভিলেজেস এ্যান্ড, তপশীলস্ সিডিউল আন্ডার ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ এ্যাক্ট, ১৯৭৯।

তবু আমরা চিঠি দিয়েছি। আমরা শুনেছি যে উপজাতি যুব সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছ নাকি কংগ্রেসর কে একজন ষ্টিফেন সাহেব নাকি বলেছেন যে তারা ত্রিপুরা ৬ষ্ঠ তপশিল চালু করছেন। এই ষ্টিফেন না ষ্টিফেন আমি তার নাম ঠিক জানি না তিনি যাই বলুন না কেন আমরা তার কথা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তিনি

কেন্দ্রীয় সরকারের কেউ নন। যারা সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। চিফ মিনিষ্টার এর নিকট যে চিঠি এসেছিল আমরা তার জবাব গত ১১ অকটোবর দিয়েছি। আমরা বলেছি--

'ইট ইজ আওয়ার ভিউ দ্যাট দ্যা প্রেজেন্ট ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল আন্ডার দ্যা ৬থ সিডিউল মে বি টারমিনাস উইথ দ্যা প্রেজেন্ট ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল ভিলেজেস এ্যান্ড তপশিলস প্রেজেন্ট এক্ট হেড বিন আইডেন্টিফায়েড হোয়িচ রেফারড টু দ্যা প্রি-ডমিনেন্ট অব্ ট্রাইবেল পপুলেসন এ্যাণ্ড অলস্ কিপিং ইন ভিউ দ্যা কমপ্যাকটনেস্ এণ্ড কমপিটিভনেস কাজেই এই সব প্রশ্ন তুলে বিলম্ব করার কোন কারণ দেখি না। তবে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমাদের হাতে আর সময় নেই। আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী---মিঃ স্পীকার, স্যার, এই সভার সময় আরো ১০ মিনিট বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার---এই সভার কাজ আরো দশ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রী দশরথ দেব---উপজাতি জনগণেব এই যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাকে স্বীকৃতি দেবার আউটলোক বা দষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে খোঁজে পাওয়া যায় না। কারণ আমাদের বুঝতে হবে শ্রীমতি গান্ধীর সরকার কাদের সরকার, কোন শ্রেণীর স্বার্থে তারা কাজ করেন সেটা আমাদের বুঝতে হবে। তা না হলে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের এই যে গণতান্ত্রিক অধিকার তা তারা অস্বীকার করতেন না। কাজেই এই সব কথার দ্বারা ত্রিপুরার মানুষের পেট ভরবে না। কাজেই এইগুলি আমাদের বুঝতে হবে। এটা আমাদের বুঝার প্রয়োজন আছে। কাজেই সেই দিক থেকে আমি এই কথাই বলতে চাই যে ৬ষ্ঠ তপশীলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি এই ৬ষ্ঠ তপশীল যাতে আমরা জানতে পারি তার জন্য শুধু এই হাউসের ভিতরেই নয় হাউসের বাইরেও আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের আলাদা মতাদর্শ থাকতে পারে কিন্তু সেগুলি ভুলে গিয়ে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের গণতান্ত্রিক অধিকার পুরণ করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নামার দরকার। শ্যামাচরণ বাবুরা যদি মনে করে থাকেন যে এই জন্য আমাদের সংগ্রাম করার দরকার নাই তাহলে সেটা ভুল করা হবে। সংগ্রাম লড়াই ছাড়া কিছুই আদায় করা যায় না---এটা আমাদের বুঝতে হবে। স্যার, এই প্রসংগে ক'টি কথা বলতে হচ্ছে---বাংলায় কতগুলি কথা আছে যে ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না বলে। আরও বলা হয়েছে যে ধান বানতে শিবের গীত। এখানে আমি একটা কথা না বলে পারছি না মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে—কারও বক্তব্যকে বিকৃত করা বা অসত্য ভাষণ উপস্থিত করা। তিনি যেমন বললেন যে বামফ্রন্ট নিজের দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন তার এই কথাটা ঠিক নয়। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। টি ইউ জে এস এর নেতারা বলেছিলেন কোন বাংগালী সেই

জনসভাগুলিতে যোগ দিতে পারবেনা এটা শুধু ট্রাইবেলদের জন্য। আমি নিজে প্রিসাইড করেছিলাম সেই মিটিং উইথ অথরিটি আমি এই কথা বলছি। এখানে এটা আলোচনার বিষয় নয়। কাজেই, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিলের প্রয়োজন নাই এই কথা একমাত্র নগেন্দ্র জমাতিয়ার পক্ষেই বলা সম্ভব। (ইন্টারাপশান) এবং আজকে ওনারা কি বলছেন ওরা নিজেরা কি করলেন অস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরায় সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনেই সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এইভাবে বিনন্দ জমাতিয়াকে একস্ট্রিমিস্ট বানিয়েছেন। শ্রীজমাতিয়া আরও বলেছেন যে যখন আমরা দেখলাম কোন ভাবেই টি, ইউ, জে, এস,কে ভাংগা যাচ্ছে না তখন আমরা বিনন্দ জমাতিয়াদের বন্দুক নিয়ে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াদের চার্জ করতে বলেছি যাতে তারা কোন গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে না পারে। এই ধরণের অসত্য কথা একমাত্র নগেন্দ্র জমাতিয়া ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না আমি যদি বলি যে এই ধরনের অসত্য ভাষণ প্রদান করা এবং অন্যের বক্তব্যকে বিকৃত করা শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার একটা অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। এটা তাঁর রক্তের সংগে মিশে গিয়েছে তাহলে কি এটা অপরাধ হবে? (ইন্টারাপশান) হ্যাঁ, শুধু বিণন্দ জমাতিয়া কেন নগেন্দ্র জমাতিয়াকেও নেব---অশোক ভট্টাচার্য আসতে চাইলেও নেব। কেন নেব না আসতে চাইলে সবার জন্যই দরজা খোলা আছে। (ইন্টারাপশান) কাজেই আমি অন্য কিছু বলব না শুধু এই কথাই বলব যে এটা যুব সমিতির উপর হুমকী নয় এটা গণতন্ত্রের কথা। যুব সমিতিকে দমন করার জন্য ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবীর প্রস্তাব আনা হয়েছে যে কথা নগেন্দ্র জমাতিয়া বলছেন এটা ঠিক নয়। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের দাবী। এটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জাতি উপজাতির সংখ্যা গরিষ্ঠ গণতন্ত্র প্রিয় মানুষেরই দাবী। শুধু যারা ট্রাইবেলদের এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকার করতে চান না একমাত্র তারাই এর বিরোধীতা করছেন এছাড়া একটি প্রাণীও এর বিরোধীতা করতে পারেন না। এটা গণতন্ত্রের জন্যই প্রয়োজন। কাজেই আমি সুপারিশ করছি এই প্রস্তাবটি এই হাউসে সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে ত্রিপুরার ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করার জন্য সংশোধনী সহ প্রস্তাবটি সমর্থন করার জন্য সুপারিশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর শ্রীজহর সাহা এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজোলিউশানটি প্রয়োজন বোধে সংশোধীত আকারে ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল :--- "That the word" চালুর জন্য 'be included instesd of' মোতাবেক ক্ষমতা অর্পণের জন্য 'and the word' আগামী ৮৪-৮৫এ বিলের লোকসভা বাজেট অধিবেশনে included instead of' অবিলম্বে

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

এখন আমি মূল রিজোলিউশানটি সংশোধীত আকারে ভোটে দিচ্ছি। সংশোধীত আকারে রিজোলিউশানটি হল :--- 'ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল

চাল্‌ুর জন্য আগামী ৮৪-৮৫ সালের লোকসভার বাজেট অধিবেশনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা, প্রয়োজন বোধে সংবিধান সংশোধন করুন"।

(সংশোধীত রিজোলিউশানটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

এই সভা আগামী ১৯শে ডিসেম্বর, সোমবার, ১৯৮৩ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXYRE—"A"

Enquiry Report in connection With Construction of Govt. Degree College Building at Dharmanagar

North Tripura.

Under the order of the Govt. as communicated vide letter No. F.12(23) PWD(E)/83 dated September 29, 1983 of the Secretary PWD a Board of Enquiry consisting of the following PWD Officers was constituted to enquire into the defects noticed after construction of the College Building at Dharma nagar.

1.	Shri N. K. Sinha,— Chief Ehgineer: PWD	Chairman
2.	Shri D. K. Das Superintending— Engineer, Planning Circle	Member
3.	Shri T. R. Chatterjee.— Superintending Engineer First Circle.	Membcer-Secretary
4.	Shri N. K. Dutta— Superintending Engineer Second Circle.	Member

In pursuance of the order mentioned above, the Members of the Committee visited Dharmanagar between October 31, 1983 and November 2, 1983. Shri D. K. Das, Superintending Engineer, Planning Circle could not be present as he was on leave. The Chairman and the Members of the Committee visited the College Building thoroughly and examined the defects in the building. During the stay at Dharmanagar the Committee Members examined the relevant papers and views of the Ex. Engineer and Sectional Officer concerned were obtained. The view of the Asstt, Engineer concerned could not be obtained at Dharmanagar as he was transferred earlier. Later it was possible to get his views in the matter.

The following particulars were obtained in regard to construction of the building :—

i)	Estimated cost put to tender—	Rs. 5,08,058/-
ii)	Value of Work Order—	Rs. 10,09,197/-

iii)	Date of commencement of the work—	March 4, 1981
iv)	Date of completion—	December 15,1982
v)	Amount of Final Bill—	Rs. 9,69,806/-
vi)	Date when final payment was made—	February 11,1983
vii)	Name of Contractor—	Shri Jagadish Bhowmik,

It has been reported that the horizontal cracks were first noticed in the building towards the end of February, 1983 and two fine diagonal cracks, one in the south - west corner room and another in the North-east corner room were noticed subsepuently. Initially thes cracks were considered to be the cracks on the plaster only. Later it was found that these cracks were in the masonry itself.

Observations During The Site Inspection

During the inspection of the College Building on November 1, 1983 some defects have been noticed in the building.

In the front block (south block) horizontal cracks have been noticed in most of the rooms below the roof slab In some rooms and corridoors there are also cracks at the junction between the wall and the floor. The south-west corner room of the west block adjacent to the South - west corner entry hall has been affected considerably. In this rooms dagonal cracks have been noticed both in the long wall (east side) in the short wall (south side). In this room the crack is starting near the roof in the long wall and continuing about half the height of the wall before it disappears. In the short wall the crack starts some what in the middle of the wall and gradually disappears little above the floor. Though the cracks are noticed in both sides of the masonrt wall, till now the cracks may be considered as 'fine cracks'. There is no displacement of the wall at the crack in the horizontal plane.

In the rear block of the building (north block) herigental cracks have been noticed on the external wall (north side wall) generally tone layer below the roof slab In this wall there is another crack below the lintel leble in some of the rooms. It is noticed that in this partcular wall the opening is more than 50% of the wall lenght. There is practically no grove in plaster between the wall and ceiling plaster.

In the rear block the cracks are more noticeable in the north-west room, In this room diagonal crack has been noticed on the southern wall starting from the top of the wall but the same disappears before it reaches the bottom of the wall.

In the middle room of the north block the horizontal crack appears one bayer below the roof slab and there is also a fine crack below the lintel Another crack has been noticed at the junction of wall and floor.

In the north-east corner room of the rear block diagonal crack has been noticed on the south side wall. This crack is very fine but naticeable on both sides of the wall. This starts from one croner of the centxally hung clhrestore window and moves downwards to some extent. This crack has now been patched up and is hardly noticeable.

It has been noticed that there is practicelly no crack in the library block though the span of the beams are much longer in this hall transferring greater loads to the masonry walls. The spans of RCC beams in the rear block and the library block are 7.3 meters and 9.15 meters resoectuvely. There is a very minor crack in the north-east corner wall which may be altogether neglected. This block is isolated from the rest of the building and connected by corri-door.

Though large quantity of RCC has been used in the building in beams and slabs, cracks have not been noticed in the RCC constructions which have been carried out simultancously with masonary walls,

Repairs Observed During Inspection :

It has been observed that stitchings have been carried out in the following four locations and according to the report these have been carried out about three months back.

1. South-west corned of male lavatory-outside wall only.

2. In the south wall of male students Common Room below clerestory window (rear block).

3. Eastern wall of the south-west corner room (west block).

4. Inside the Professors' Room on the south-east corner (front block). This has been carried out in the east wall.

The caacks in walls after stitching are of minor nature.

Expansion Joints In The Building

It has been noticed that 6 Nos. expansion joints have been kept in the roof slab of the front block, 3 joints in the roof slab of the west block, 6 joints in the roof slab of the rear block and 1 expansion joint of the roof slab of the library block. The expansion joints have not been continued in the masonry wall. The side of the expansion joints have been covered with AC sheet except the one on the right-hand side of the front entrance. Most of the horizontal cracks below the roof has started from the expansion joints. It is noticed that the expansion gap between the roof slabs at the expansion joint on the right-hand side of the entrance is partly filled up with excess concrete.

Soil :

The building is on a low tilla. It has been observed that the tilla soil is mostly silty sand with low percentage of clay. while the building is having foundation mostly on tilla soil a portion of the building extends to tilla slope. It has been reported that the building foundations have been taken into the firm ground and stepped foundation has been provided for the walls, According to the data available in the division office the depth of fill in the south-west corner from the existing ground level is about one meter and there is no filling in the north-west corner. It has been reported during inspection that there has been filling along the northern side wall of the building and there is also filling on the eastern side of the plot. According to records available with the division the depth of footing below the original ground level in the south-west corner is 76 meter.

According to the soil test report available in the division office the standard penetration 'N'--value at a depth of about 4' varied between 11 and 12. The safebearing capacity was indicated between 0.812 TSF and 0.875 TSF. The N value at depth 8'-12" varied between 28 and 34 and the corresponning safe-bearing capacity of soil was indicated above 3.375 TSF. This report was furnished by the PWD soil Testing Laboratory vide No-FSPL/AE/ SOIL/526-29 dt.12.5.1980.

Some Structural Details :

The building has been provided with continuous plinth band and lintel band as reported. It has also been reported that the depth of bed block below 'T' beam is 20 cm.

In the structural design prepared in the Circle office the safe-bearing capacity of soil has been assumed at 1.5 tonnes per sft. It is not clear why 1.5 tonnes per sft. was taken as the safe-bearing capacity. In the south-west corner room south side wall, the width of foundation has been indicated as .889 meter and the depth of foundation as .912 meter in the drawing prepared in the office of the Superintending Engineer, First Circle. Incidentally it is mentioed that this wall has more cracks in comparison to other walls. It is observed that the Executive Engineer, Norhern dvn. forwarded another set of foundation details to the SDO : Sub-division no. I on 2-4-81 where the foundation width has been increased. It has been reported that this was done in view of the inferior quality of soil encountered in the tilla slopes. It has been reported by the Executive Engineer after verification from the MB that the with of footing provided to the southern wall of the south-west corner room is 1.016 meters. It was not possible to verify the width of footing at site as there are floors on both sides of the wall.

FURTHER SOIL INVESTIGATION :

In order to get a clearer picture, fresh soil investigation has been carried out by the Asstt. Engineer, PWD' Soil Testing Laboratory after the site

inspection by the Committee. The results have now been sent by the Asstt. Engineer vide his letter No. SPL/SOIL/AE/83/819-21 dated 17-11-83.

At present seven bore holes have been made. In the bore holes made on the south-west corner of the buildiag it is noticed that the depth of fill is about 1 meter. The N value of soil between 3' and 5' of the ground is 7 and the safe-bearing capacity has been indicated as 0.733 TSF. The N value at a depth of about 9' is 19 and the safe-bearing capacity has been indicated as 2.01 TSF. The soil just below jhe fill is silty sand with traces of clay and the soil down below is sandy silt with clay. In the bore hole taken just outside the north block the depth of filling from the existing ground has been found to be 5'-6' The N value of the fill is hardly 1 which indicate that the soil has neither been compacted nor consolidated. The N value at a depth of about 8' is 10 and the safe-bearing capacity has been indicated as 0.876 TSF. While the fill is very loose brownish sandy silt with clay. the soil dawn below is sandy silt wtth clay. In the bore hole on the sastern side of tee plot coutside the library the depth of fill is about 8. from the existing ground. The N value of the fill is about 2 while the N value of the soil down below the fill is about 8, The bearing capacity has been indicated as 0.74 TSF. The soil appears to be sandy silt.

The soil just below the fill on the south-west corner has the following composition:—

	...	8.60%
Silt	...	35%
Sand	...	56.40%

The composition of soil at 8, to. 10. from the existing ground is as below:=

Clay	...	11.10%
Silt	...	45%
Sadd	..	43.90%

The composition of fill on the northern side of the rear block is—

Clay	...	18.60%
Silt	...	42.50%
Sand	...	38.90%

The composition of soil just below the fill is—

Clay	...	11.10%
Silt	...	45%
Sand	...	43.90%

DOORS AND WINDOWS :

The door and window shutters should have a thickness of 38 mm and the minimum allowable thickness after allowances tolerance should be 35 mm. In a few doors and windows especially in the library hall, the thicknees hes been found to very from 31 mm to 35 mm.

THE NATURE OF CRACKS AND POSSIBLE REASONS FOR THEIR APPEARANCE :

1. In the construction of buildings precaution shall have to be taken to prevent different cracks in the building. In order to prevent horizontal cracks in the masonry and plaster at the floor and roof slab level certain precaurions shall have to be taken which have been indicated in para 7. 8 of the Tripura PWD specifications. These cracks appear primarily due to expansion/constrac tion of the building. In this particular building the finishing of the wall surface just below the roof slab has not derhaps been done strictly as per specification which requires providing a thick coat of lime wash kraft paper in addition to floating coat of neat cement. The lenght of the front block of the building is 67.101 meters and the length of the near block is 64.650 meters. According to para 19. 2 of IS 456-1964 one or more expansion joints shall have to be provided in structures exceeding 45 meters in length. According to para 6. 1. 1 of the National Building Code of India horizontal control joints shall have to be provided for lengths between 25 and 30 meters in case of masonry walls. In this particular case expansion/contraction joints have been provided in the roof slab no such joint has been provided in the masonry wall. Since the walls are heated considerably during the day there is development on temparature stress in the building. It is quite possible that due to temparature sttess the horizontal cracks have appeared just below the roof in the building.

In addition to the horizontal cracks below the roof slab there is horizontal crack just below the lintel on the external wall of the north block. The reason for such crack is not very clear. It is, however, noticed that the openings in this particular load bearing wall is much more than the opening permitted under para 7. 4. 2 of the National Building Code, part-IV-Sec. 4. Where the openings are more than 50% of the length of the walls between adjacent cross walls special provisions are to be made to take care of such openings In this particular building such provisions have not been made. This specification is specially applicable to areas subjected to severe earthuakes.

Though there may not have been any earthquake during constuction of the build ng, it is quite possible that before casting of slab the walls were subjected to high wind pressures during storms/gales. It is not unlikely tha a wall having openigs would develop such cracks due to stress concentration as a result of horizontal sorces reversible in nature.

It is interesting to note that though the walls of the library hall are subjected to heavier loads due to longer span, there is pracnically no horizontal cfack in the building. It can be explained that due to isolation of the hall from the rest of the building, there has not been severe temparature stresses in this particullar hall as a result of which the masonry walls have been able

to withstand the stress developed due to expansion/contraction of the walls. If the horizontal cracks were due to use of sub-standare quality of materials there was more possiblities of such cracks in the library hall where the walls nre subjected to higher loads Facilities for chemical analysis of cement mortar being not available in Tripura, the cement mortar used in the building could not be tested.

2. Besides the horizontal cracks, diagonal cracks have been noticed in the south-west corner room, north-west corner room and the north-east eorner room. Of the three rooms the diagonal cracks are more in the southern side wall of the south west corner room.

It is to be noted that all the diagonal cracks have appeared where the building has been constructed in tilla slope with filled up soil. It has been reported that the filling was done prior to construction of the building and as reported the bottom of foundations have been taken to the firm ground below.

The diagonal cracks may appear due to failure of masonry wall under heavy loads or due to differential settlemeat of foundation. In the present case the building is a single storied one and there is no super-imposed load on the roof of the building. In view of this failure due to over-loading is not being considered. Further the cracks do not appear from the top of the wall.

It has been mentioned that the structural designs have been made on assumption of safe-bearing capacity of soil of 1.5 tonnes per sft. According to the results now furnished, the safe-bearing capacity of soil is about 0.7 tonne per sft. in the tilla slopes whereas in the tilla proper the same is about 2 TSF. It is, therefore, considered teat the assumption of safe-bearing capacity was on the higher side on the basis of soil test results.

Since a bearing capacity of 0·7 TSF is not low for a single storied building some detailed calculations have been made to find out the actual pressure on soil below the walls which have been considered as critical. The diagonal cracks are more on the south side wall of south-west corner room. It has been calculated that the pressure on soil below the wall foundation for a single storied building is 5.45 T/m2 and that on consideration of a double storied building is 9 82 T/m2 for loading as per norms. It is, therefore, clear that on the basis of safe-bearing capacity the foundation width provided is adequate for asingle storied building and marginally lower for a double storied building.

It is to be considered here that this long building is having foundation on non-uniform type of soil. while the tilla soil is having a high bearing capacity, the tilla slopes are having lower bearing capacity. On analysis of soil it is found that the soil is not completely cohesionless. In cohesionless soil, the settlement is completeld during the construction period. In cohesive

soils the settlement may take very long time and some times several years. In the soil encountered on the tilla slopes there is a mixture of cohesionless and cohesive soils. The percentage of cohesive soil is quite low aud a such it is quite possible that the settlement would be completed in months. The estimation and prediction of settlement involve taking of undisturbed soil samples and their test in consolidation aperatus. Unfortunately such sampling and testing facilities are not available in Tripura and as such the designers are to be satisfied with the safe-bearing capacity of soil which is again calculated on a very approximate method. Even for the safe-bearing capacity of soil, it is necessary to take undisturbed soil samples which is not possible with the facilities available. The soil parameters C and are generally found out in Triaxinal shear test which is the most reliable test. This is, again, cannot be carried out here.

The standard penetration text used here given only an idea about the safe-bearing capacity of soil in cohesionless soils. The results of standard Penetration test in cohesive soils may be quite misleading.

Under the limitations mentioned above it will be extremely difficult for a designer here to assess the correct bearing capacity and predict the settlement. It is quite possible that some differential settlement has taken place due to variation in load bearing capacities of soil and presence of some compressible soil in the foundation,

In addition to above there is also possibility that a part of the foundation has been placed in a layer of filled up soil due to misjudgement of the depth of filling. Unless one is very careful it may be quite difficult of differentiate between the filled up soil and the original soil especially when the physical properties of both the soils are similar It has been noticed that the fill on the northern side of the plot is in a very loose condition (N1). If the foundation is laid partly over the thin layer of fill it is quite possible that some differential settlement have taken place due to which diagonal cracks have appeared. Since the fill is largely cohesionless there may not be further settlement.

In case of all the diagonal cracks, the cracks have not gone beyond the plinth level. In case there is no further extension of cracks, it may be oncluded that the settlement is over and there may not be any further settlement.

In short, the horizontal cracks on the building have appeared perhaps due to improper treatment of the bearing surface of roof slab (i. e., the top surface of masonry brick wall) and the absence of continuous expansion joints from the roof slab to the plinth band of the building. While designing the foundations, the assumption of bearing capacity of soil (1. 5 TSF) has not been made correctly. This has, however, not affected

the structural stabilty of the single storied building constructed now, The diagonal cracks have appeared perhaps due to differential settlement of wall foundations laid both on tilla top and also on the tilla slope with non-uniform soil parameters and compressibility. The differential settlement may also be due to possible laying of a part of foundation on a thin layer of fill inadvertently.

REMINDIAL MEASURES AND OTHER SUGGESTIONS :

Horizontal expansion/contraction cracks are not uncommon in buildings. Unless they are wide with displacement in the horizontal place, they may not pose serious structural problems. The horizontal cracks appearing in the building just below the roof slab are not major in nature and as such structural instability of the building is not apprehended. It is also not uncommon to find fine hair cracks in RCC beams and slabes. In the building under construction cracks have not been noticed in RCC beams and slabs. It Is, therefor, apparent that RCC design and construction have been safisfactory. In case of any structural failure in the foundation and walls the beams and slabs would have been overstressed and there would have been some indication of such over stressing.

2. In the building grooves have not been provided in the meeting points of wall plaster and ceiling plaster. The wall plaster should be kept separate from the ceiling plaster by a thin straight groove drawn with a trowel at angle with the wall. This may be done. now.

3. One separation is made between the ceiling plaster and the wall plaster the areas where horizontal cracks have taken place can be taken up or repairs. The plaster in these areas should be removed first and then the plastering redone with chicken-wire mesh,

4. Additional care is repuired at places with diagonal cracks. Since the cracks are fine in nature and have not extended to the foundation, structural instability of the building is not apprehended. These areas are to be examined perodically to watch behaviour of the walls with the passaae of time. If by chance a portion of the wall has been constructed on filled up soil having considerable thickness, further diagonal cracks are likely to occur in the building. It is, however, more likely that there has been some differential settlement of four walls of corner rooms due to variation in the nature of the soil and presence of some cohesive soil. There may not be apprecialbe settlement further. With this assumption the areas where diagonal cracks have appeared may be properly "stitched" with 6mm or small diameter wire rods. For stiching grooves are to be cut in the walls for placement of wire rods of about one foot length.

5. The expansion joints have not been provided properly in the building. The joints should have been extended to the masory wall at least upto the

plinth level. In case of RCC columns such joints should bo extended to of undation level but the foundation slab may be common without separation. It is also noticed that even the expansion joints in the RCC roof slabs have not been maintained properly. These should be kept clear for expansion.

6. Further loading may have some positive effect in reducing horizontal cracks. 10" thick masonry parapets, 3' ft. high, may be constructed over the roof.

Sd/- T. R. Chatterjee
Superintending Engineer
First Circle :PWD

Sd/- N. K. Dutta
Superintending Engineer
Second Circle :PWD

December 13th, 1983

Sd/- N. K. Sinha
Chief Engineer, PWD

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Questions No, 7
By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ফটিকরায় ও কুমারঘাটের (নিদেবী) মধ্যে মনুর নদীর উপর পাঁকা ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। না থাকিলে বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত ব্রীজের জন্য পরিকল্পনা নেবেন কি ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। কাজটির এস্‌টিমেট উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের নিকট মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো হইয়াছে। মঞ্জুরী পাওযা না গেলে কাজটি আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 16
By—Shri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ব্লক হেড্‌ কোয়াটারে অবস্থিত মার্কেট কৃষি দপ্তর থেকে বাজার সেড্‌ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। না থাকিলে কবে শুরু হবে ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 22 By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ফটিকরায় হালাহালি ছেবরী রাস্তা কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। রাস্তাটি মার্চ ১৯৮৫ নাগাদ চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 44. By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the PWD pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আমবাসা হইতে বগাফা জাতীয় সড়ক, ছৈলেংটা হইতে ফুলদংসই (আনন্দবাজার হইয়া) মনু হইতে গোবিন্দবাড়ী—মনু-কাঞ্চনপুর, মনু—বনকুল গোড়াকাপ্পা রাস্তাগুলি সংস্কারে এবং সর্বক্ষন গাড়ী চলাচল যোগ্য করার ব্যবস্থা হচ্ছে কি ?

২। হলে কতটুকু কাজ এই পর্য্যন্ত হইয়াছে ?

৩। না হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। পূর্ত্তদপ্তর কর্তৃক আমবাসা হইতে বগাফা রাস্তা, মনু হইতে ছামনু পর্য্যন্ত রাস্তা এবং হরিনা-বনকুল ঘোড়াকাপ্পা রাস্তার সংস্কার এবং সর্ব্বক্ষন গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে। ছৈলেংটা হইতে আনন্দবাজার হইয়া ফুলদংসি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষন চলাচলের উপযোগী রাস্তার কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

রাস্তা ভিত্তিক বিবরন দেওয়া হইল :—

আমবাসা হইতে বগাফা

আমবাসা হইতে বগাফা রাস্তার আমবাসা হইতে দাঙ্গাবাড়ী অংশে মেটেলিং এবং ব্ল্যাক-টপিং এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ডাঙ্গাবাড়ী থেকে অমরপুরের মধ্যে ১৪ কি.মি. রাস্তার সোলিং হয়েছে এবং বাকী অংশে সোলিং করা হবে। অমরপুর থেকে বগাফা রাস্তাটি এবং ব্রীজ-গুলি বিগত বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে।

মনু হইতে গোবিন্দ বাড়ী

এই রাস্তার মনু হইতে ছামনু পর্য্যন্ত সোলিং এর কাজ শেষ হইয়াছে এবং ভারী যানবাহন সহ অন্যান্য গাড়ী এই রাস্তা দিয়া সবসময় ছামনু পর্য্যন্ত চলাচল করতে পারে। ছামনু হইতে

গোবিন্দবাড়ী এই অংশের কাজটুকু বর্ডার রোড অরগেনাইজেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে। তাহারা রাস্তাটির উন্নতির কাজে হাত দেবে বলিয়া আশা করা যায়।

মনু হইতে কাঞ্চনপুর

এই রাস্তাটিকে বর্ডার রোড অরগেনাইজেশনের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।

মনু বনকুল হইতে ঘোড়াকাপ্পা

হরিণা হইতে বনকুল হইয়া মাগরুম পর্য্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করা হইয়াছে। মাগরুম হইতে ঘোড়াকাপ্পার মধ্যে তিন কি. মি. রাস্তার সোলিং করা হয়েছে এবং বাকী অংশের সোলিং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না। গোবিন্দবাড়ী হইতে ফুলদংসি পর্য্যন্ত একটি রাস্তার প্রস্তাব বর্ডার রোডস অরগেনাইজেশন এর বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 48. By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া সাব-ডিভিসন এ বটতলীথেকে নুর্ডনারায়ণ বাজার পর্য্যন্ত রাস্তার উপরে ইট বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে কবে নাগাদ এই কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাস্তার পার্শ্বে জায়গা না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় মাটির অভাবে রাস্তায় ফরমেশন এখনও হয় নাই। রাস্তার পার্শ্বে প্রয়োজনীয় মাটি পাওয়া গেলে এবং ফরমেশনের কাজ শেষ হইলে পর ইট বসানের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 59
By—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to stated—

প্রশ্ন

১। খোয়াই—তেলিয়ামুড়া সড়কের সুভাষ পার্ক থেকে খোয়াই থানা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করা এবং খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল থেকে সিনেমাহল পর্য্যন্ত স্থানটি উচু করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি ?

২। যদি নিয়ে থাকে তবে উক্ত কাজগুলি কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। খোয়াই—তেলিয়ামুড়া সড়কের সুভাষ পার্ক থেকে খোয়াই থানা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়নি। তবে ঐ রাস্তার মহকুমা হাসপাতাল হইতে সিনেমাহল পর্য্যন্ত স্থানটি উচু করার জন্য একটি পরিকল্পনা আছে।

২। খোয়াই মহকুমা হাসপাতাল হইতে সিনেমা হল পর্য্যন্ত স্থানটি উচু করার জন্য এষ্টিমেট তৈয়ার করা হইয়াছে এবং তাহা পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 68
By—Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দামছড়া (ধর্মনগর) হাইস্কুল বিল্ডিং তৈরীর জন্য কত সংখ্যক ইট ক্রয় করা হয়েছিল ?

২। তার মধ্যে কত সংখ্যক ইটের হিসাব গড়মিল হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) ইট ক্রয় করা হইয়াছিল।

২। ইটের হিসাবে কোনও গড়মিল নাই।

Admitted Starred Question No. 76
By—Smti Gita Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কমলপুর মহকুমায় বামনছড়া গাঁওসভায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রকল্পের এক হাজার ত্রিশ টাকা আত্মসাত করা হইয়াছে।

২। সত্য হইলে ৭/২/৮৩ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় ঐরূপ অর্থ আত্মসাতের ঘটনা কয়টি।

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 80
By—Shri Manoranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার প্রথম পাঁচ বছরে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির (growth) হার কত ?

২। বামফ্রণ্ট ক্ষমতাসীন হবার পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে এই হার কত ছিল ?

৩। ফ্রণ্ট সরকারের আমলে নতুন কয়টি ছোট ও মাঝারী শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে ?

উত্তর

১। বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার—১১'৯% ।

২। ১০'২% ।

৩। ক) ছোট শিল্প—৩৪,৮৭৫টি

খ) মাঝারী শিল্প ১টি

Admitted Starred Question No. 83 By—Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে বর্তমান বৎসর পর্যন্ত চাল ও গমের বার্ষিক উৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। কৃষিখাতে এই সময়ে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত অর্থ বরাদ্দের পরিমান কত ছিল ? (বৎসর ভিত্তিক বিসাব)

উত্তর

১। প্রধানতঃ অতিবৃষ্টির বা অনাবৃষ্টির জন্য নীরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি বৎসর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব। ১৯৭৬-৭৭ সালের উৎপাদনের তুলনায় ধান চাউল এবং গমের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

চাউল

১৯৭৭-৭৮	২২,৩৪০ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৭৮-৭৯	২৭,৪৫৮ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৭৯-৮০	৩৯,৯০০ মেঃ টন হ্রাস
১৯৮০-৮১	৪৯,১০০ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৮১-৮২	৯১,৩৮ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৮২-৮৩	৭৮,৭৫০ মেঃ টন বৃদ্ধি

গম

১৯৭৭-৭৮	২৭৮ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৭৮-৭৯	১,৬২৯ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৭৯-৮০	২৮৮ মেঃ টন হ্রাস
১৯৮০-৮১	১,০০৮ মেঃ টন বৃদ্ধি
১৯৮১-৮২	১,১৮২ মেঃ টন হ্রাস
১৯৮২-৮৩	৩,২৮২ মেঃ টন হ্রাস

২। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত কৃষি খাতে বৎসর ভিত্তিক মোট বরাদ্দের পরিমাণ এইরূপ :—

বৎসর	বরাদ্দের পরিমাণ		(লক্ষ টাকায়)
	পরিকল্পনা এন, ই, সি, বরাদ্দ সহ	পরিকল্পনা বহির্ভূত	মোট
১৯৭৭-৭৮	১০৪'৯৫	৭৯'৯৬	১৮৪'৯১
১৯৭৮-৭৯	১৪৪'১৭	৮৬'৫০	২৩০'৬৭
১৯৭৯-৮০	২২১'৬৩	৮৬'১৬	৩০৭'৭৯
১৯৮০-৮১	৩২৮'১৬	১০০'০০	৪২৮'১৬
১৯৮১-৮২	৪০২'৪৭	১০৭'৫০	৫০৯'৯৭
১৯৮২-৮৩	৪৬৭'৬৪	১৫০'০৬	৬১৭'৭০
১৯৮৩-৮৪	৩৭৩'০৭	২১৭'২০	৫৯০'২৭

Admitted Starred Question No. 89 By—Sri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the PWD be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিকবর্ষে অমরপুর পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে উপজাতি বেকারদের মধ্যে ঠিকেদারীর কাজ দেওয়ার জন্য ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

২। উপজাতি বেকারদের ন্যায় তপশীলজাতি ভুক্ত বেকারদের ঠিকেদারীর কাজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে, কিনা ; এবং

৩। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে ; এবং

৪। না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে অমরপুর পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে উপজাতি বেকারদের মধ্যে ঠিকেদারীর কাজ দেওয়ার জন্য ১৮ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ১৬, ১৫, ২১৯ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে।

২। এই রকম কোনও পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৪ ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নও উঠে না।

Admitted Starred Question No. 91 By—Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর শহরের সাথে বীরগঞ্জ গাঁওসভায় জনসাধারণের যাতায়াত ও গাড়ী চলাচলের সুবন্দোবস্ত করার জন্য গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে কবে নাগাদ কাজ সুরু করা হবে ; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ;

১। না আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে নাই,

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এই ব্যয় বহুল সেতুর কাজ হাত দেওয়া সম্ভব নয়,

Admitted Starred Question No. 108 By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বগাফা ব্লক অন্তর্গত কাঠালিয়াছড়া গাঁওসভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব সরকারের আছে কি না ?

২। যদি না থাকে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। বগাফা ব্লকের অন্তর্গত কাঠালিয়াছড়া গাঁওসভা পুনর্গঠনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 115. By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শান্তিরবাজার (বগাফা) খান্দেশ্বরী সুগার মিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয় ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

২। ক্রমাগত লোকসানের জন্য।

Admitted Starred Question No. 125 By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কেমতলী গাঁওসভার অন্তর্গত লেটামুড়া, বড়াকমুড়া, বৈষ্ণবমুড়া প্রভৃতি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন চালু করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। থাকিলে উক্ত গ্রামগুলিতে এবং এই ধরনের গাঁওসভার বিভিন্ন গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন চালু করার কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন এবং কবে নাগাদ তাহা চালু করা হবে ?

উত্তর

১। লেটামুড়া, বড়াকমুড়া ও বৈষ্ণেরমুড়া কেমতলী গাঁওসভার অন্তর্গত ও ভাটিনলছড়ে গ্রামের পাড়া বিশেষ। ভাটি নলছড় গ্রাম-বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্ত পাড়ায় সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নাই।

২। বিভিন্ন পাড়ায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং আশা করা যায় আগামী ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এসকল কাজ হাতে নেয়া যাবে।

Admitted Starred Question No. 130 By—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর বিভাগের পালাটানা গাঁওসভার প্রধানকে পুলিশ আটক করেছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ, সত্য।

প্রশ্ন

২। সত্য হইলে ইহার কারণ?

উত্তর

২। এস. আর. ই. পি. কাজের জন্য বরাদ্দকৃত চাল বণ্টন না করার অভিযোগে।

Admitted Starred Question No. 131 By—Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া গোমতীর উপরে স্থায়ী সেতু নির্মাণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন Proposal পাঠানো হয়েছে কি না?

২। যদি হয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সম্মতি দিয়েছেন কিনা?

৩। যদি দিয়ে থাকেন তবে রাজ্য সরকার এস্টিমেট করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন কি না?

৪। যদি না পাঠিয়ে থাকেন তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকার এই সেতুর কাজকে মেট্রোজিক রোডের কার্য্যসূচীভুক্ত করিতে নীতিগতভাবে সম্মত হইয়াছেন।

৩। হাইড্রোলিক পার্টিকুলার সংগ্রহাধীন এবং হাইড্রোলিক পার্টিকুলার অনুমোদিত হইলে পর এষ্টিমেট তৈয়ার করা হবে।

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 137.
By—Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

১। প্রতিমাসে ত্রিপুরায় জনতা শাড়ী/ধুতির উৎপাদন কত ?

২। ত্রিপুরাতে জনতা শাড়ী প্রতিটি কি দামে তাঁতীদের নিকট হইতে ক্রয় করা হয় ও কি দামে বিক্রী করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটির জন্য রাজ্য সরকারকে কি কোন ভুর্তকী দিয়ে থাকেন ;

৩। প্রতিটি জনতা শাড়ী/ধুতিতে রাজ্য সরকারের লভ্যাংশ কত থাকে ?

উত্তর

১। বর্তমানে গড়পড়তা প্রতিমাসে ৩৩,০০০টি জনতা শাড়ী ও ৩,০০০টি ধুতি উৎপাদন হইতেছে।

২। প্রতিটি জনতা শাড়ী ও ধুতি যথাক্রমে .৭ টাকা ও ১৬ টাকা দরে তাঁতীদের নিকট কেনা হইতেছে ও ২২·২৫ টাকা দরে বিক্রী করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি শাড়ীর জন্য ৭·৬৮ টাকা ভর্তুকী দিয়া থাকেন।

৩। প্রতিটি জনতা শাড়ী ক্রয় বিক্রয় নিগমের সমস্ত কার্য্যাবলীর একটি অংশ মাত্র। কেবলমাত্র জনতা শাড়ী ও ধুতির পৃথকভাবে লাভ ক্ষতি হিসাব করা হয় না।

Admitted Starred Question No. 138.
By—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা জুটমিল ও খাদি গ্রামোদ্যোগ পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতিদের কর্মচারীদের সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুটমিল ও খাদি গ্রামোদ্যোগ পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে তপশিল জাতি ও উপজাতি কর্মচারীদের হিসাব নিম্নরূপ :—

ত্রিপুরা জুটমিলস লি:

(ক) তপশিল জাতি— ৫২৯ জন।
(খ) তপশিল উপজাতি— ৩৩৬ „

ত্রিপুরা খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ

(ক) তপশিল জাতি— ৬৬ জন
(খ) তপশিল উপজাতি— ৩ „

Admitted Starred Question No. *156 By—Shri Bhanulal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের বেকার যুবকদের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ;

২। কেন্দ্রীয় সরকার এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে কি ধরনের সাহায্য করে থাকেন ; এবং

৩। বেকার সমস্যা সমাধানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবৎ কত লোককে স্ব-নির্ভর করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার রাজ্য বাজেট হইতে শিক্ষিত বেকারদের জন্য (অষ্টম শ্রেণীর মান পর্যন্ত) বিশেষ প্রকল্প তৈরী করিয়াছেন। বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্প, ব্যবসা Sevieing এর খাতে ১৯৮৩ ইং সনের জুলাই মাস হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করা হইয়াছে। তদন্ত/Task Force কর্তৃক Interview এবং Selection ও ব্যাঙ্ক সমূহের সুপারিশ প্রভৃতির কাজ চলিতেছে।

২। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য প্রকল্পের উপর কোন সাহায্য করেন না। তবে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু হইয়াছে।

৩। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাধীন এ পর্যন্ত ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন বেকার যুবকের পরিকল্পনা Task Force কর্তৃক অনুমোদনের পর Bank এ পঠানো হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২৯ (উনত্রিশ) জনের সুপারিশ Task Force কর্তৃক করা হইয়াছে ও Bank এ পাঠানো হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২ ৩ দিন ধরিয়া Task Force কর্তৃক Interview ও Selection চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 158
By—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত বড়জলা গাও সভার অন্তর্গত আগরতলা হইতে উদয়পুর যাওয়ার পথে বিতুংবাড়ী সন্নিকটে রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর সেতু নির্ম্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উহা তৈয়ার হবে, এবং

৩। যদি না থাকে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে এইরূপ কোন রাস্তা নাই।

Admitted Starred Question No. 170
By—Shri Buddha Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Industry Department be pleased to state :—

১। যতন বাড়ি আই, টি, আই, এ কতজন এস, টি ও কতজন এস, সি, ছাত্র-ছাত্রী আছে, এবং

২। ঐ আই, টি, আই, এ ৮২-৮৩ সনে আর্থিক বৎসরে উপজাতি কল্যান দপ্তর হইতে কত টাকা অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। S. T. --- ১১ জন।
S. C. --- ৫ জন।
২। টাঃ --- ৪ (চার) লক্ষ।

Admitted Starred Question No. 172 By—Smt. Gita Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তুইসিন্দ্রাই বাজার হইতে পূর্বদিকে কো-অপারেটিভ বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হইবে;

৩। তেলিয়ামুড়ার গ্রামাই বাড়ী হইতে ব্রহ্মছড়া পর্য্যন্ত এই বছর মেরামত করার পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

৪। কবে পর্য্যন্ত মেরামত করা হইবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এই নামে কোন রাস্তা নাই। তবে তুইচিন্দ্রাই বাজার হইতে রাঙ্গামুড়া পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

২। তুইচিন্দ্রাই বাজার হইতে রাঙ্গামুড়া পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ ইতি মধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ১৯৮৪ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 197 By—Shri Manik Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. (Electrical) be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে কিনা এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২। ক্ষতিগ্রস্ত কেন্দ্রটিকে স্বাভাবিক করতে কত টাকা প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সে টাকা পাওয়া গিয়েছে কি না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, জরুরী ভিত্তিতে সারাইয়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল।

২। স্বাভাবিক করার জন্য আনুমানিক মোট ৭২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার এ বাবদে মোট ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

Admitted Starred Question No. 204 By—Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মান্ডবকিল্লা এবং শিখরিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে রাঙ্গাগানিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কবে থেকে কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকলে তার কারণ ? .

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১২ উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে এই নামে কোন রাস্তা নাই।

Admitted Starred Question No. 208. By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. D. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লকাধীন কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তিনটি রুম বিশিষ্ট নতুন দালান ঘর তৈয়ারীর জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। কোন্ ঠিকাদারকে ঐ ঘর তৈয়ারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং করে নাগাদ তিনি উক্ত ঘরটি সম্পূর্ন করেছিলেন ?

৩। উক্ত ঘর সম্পর্কে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক করা হয়েছিল কি না এবং

৪। যদি করা হয়ে থাকে তবে অভিযোগের মূল কারণ কি ?

উত্তর

The Minister in-charge of P. W, Department Sri Baidyanath Majumder.

১। বিশালগড় ব্লকাধীন কড়ইমুড়া দ্বাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ের দুইটি (একটি তিন কোটা ও আর একটি দুই কোটা বিশিষ্ট) দালান ঘর তৈয়ারীর জন্য মোট মং ১, ২৫, ৬০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়া ছিল।

২। শ্রীসজল চক্রবর্তীকে (ঠিকাদার) তিন কোটা বিশিষ্ট একটি ঘর তৈয়ারী করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং ৮-১২-৮২ ইং তারিখে তিন কোটা বিশিষ্ট দালানটির কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেন।

৩। উক্ত দালান ঘর সম্পর্কে ১৪-৯-৮৩ ইং তারিখে বিদ্যালয় কতৃক পূর্ত-দপ্তরের নিকট কিছু ত্রুটির সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়।

৪। বর্ষাকালে সান শেডের উপর ছাদের জল ক্রমাগত পড়িয়া সংলগ্ন দেওয়াল ভিজিয়া আস্তরে লোনা ধরিয়া আস্তর (কোন কোন জায়গায়) খসিয়া পড়িয়া ছিল। ইহাই অভিযোগের মূল কারণ।

Admitted Starred Question No. 216 By—Shri Dhirendra Debnath

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the P. W, Department (Electrical) be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত সরকার ত্রিপুরাতে কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন ?

২। যে সকল গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ যায়নি সেই সকল গ্রামে কবে নাগাদ বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে সরকার আশা করছেন ?

৩। মোহনপুর ব্লকের অর্ন্তগত বিজয়নগর গ্রামেও তারানগর গাঁও সভার গোপালনগর গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং

৩। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ তার ব্যবস্থা করা হবে ?

উত্তর

১। মোট ১১৬১টি গ্রাম।

২। ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রায় সব গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩। "গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প অনুযায়ী" মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত "বিজয়নগর" গ্রাম ও তারানগর গাঁওসভার অন্তর্গত "গোপালনগর" গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে।

৪। ২নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 222. By Maharani Bibhu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উদয়পুর হইতে কাকড়াবন পর্য্যন্ত রাস্তার মেরামত এবং তুইনানি হইতে মহারাণী চৌমুনী পর্য্যন্ত রাস্তা তেরীর কোন পরিকল্পনা আছে কি ;

২। যদি থাকে তবে কবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। উদয়পুর কাকড়াবন রাস্তাটির সাধারণ মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই রাস্তাটির ব্যাপক সংস্কারের কাজ ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বর্ষে হাতে নেওয়া হইবে। তেনানি হইতে মহারাণী চৌমুহনির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 227. By—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জিরাণীয়া ব্লকাধীন বোরাখাঁ গাঁওসভার অন্তর্গত শিবনগর বোরাখাঁ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মাঠটি ১৯৮২ সনে সমান করিবার কাজের সময় উক্ত এলাকার প্রধান ঐ কাজে ৭০০ শত শ্রমদিবসের চাল ও টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন এই মর্মে উক্ত কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা জিরাণীয়ার বি. ডি. ও. এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। ইহা সত্য কিনা ১নং প্রশ্নের উল্লেখিত শ্রমিকেরা জিরাণীয়া বি. ডি. ও এর নিকট অভিযোগ করার কারণে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা তিন দিনের মজুরী পান নি ?

উত্তর

২। সত্য নহে।

প্রশ্ন

৩। সত্য হইলে ইহার কারণ ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 229

By—Maharani Bibhu Kumari Devi

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

1. Is it a fact that the Jute Mill is running at a loss.
2. If so, the reason thereof ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ;

২) পাটকলের লোকসানের কারণগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) এই পাটকলের দৈনিক উৎপাদন ৪০ মেট্রিক টন হইলে Break even Point এ পৌঁছানো সম্ভব হইবে। অর্থাৎ দৈনিক উৎপাদন গড়ে ৪০ মেট্রিক টনের বেশী হইলেই এইখানে লাভ করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে মিলের উৎপাদন ৪০ মেট্রিক টনের অর্দ্ধেকেরও কম।

(খ) ত্রিপুরার শ্রমিকদের মধ্যে এখনও Industiral hebil অর্থাৎ কারখানায় কাজের অভ্যাস না থাকায় এই পাটকলে শ্রমিকদের উৎপাদনের ক্ষমতা স্বভাবতঃই অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। বর্তমানে শ্রমিকের দক্ষতা ৬০% ও তার নীচে।

(গ) যদিও এই পাটকলে কয়েকদফায় শ্রমিকদিগকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তবুও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। কেননা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের প্রায় ১।৩ অংশ কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) যদিও গত ১৯৮১ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে এই সংস্থায় বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে তথাপি কার্য্যকরী মূলধন (working capital) এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ফলে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এবং এই সংস্থাকে বহু টাকা সুদ হিসাবে দিতে হইয়াছে।

(ঙ) শুধুমাত্র কাঁচামাল ছাড়া যাবতীয় যন্ত্রাংশের জন্য কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এই সমস্ত দ্রব্য আনার জন্তে প্রচুর পরিবহন ব্যয় হয়।

Admitted Starred Question No. 232 By—Smti Ratana Prava Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কালাছড়া রোডে খোয়াই নদীর উপর (বহডমুড়া) ১টি সেতুর অভাবে প্রায় অর্ধলক্ষ অধিবাসী খোয়াই শহরের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, এটা বিবেচনা করে উক্ত স্থানে সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত এর কাজ আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১। কালাছড়া হইতে খোয়াই রাস্তায়—খোয়াই নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। এই বিষয়ে হাইড্রোলিক—পার্টিকুলার সংগ্রহের কাজ চলছে, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর এষ্টিমেট তৈরী করা হবে। এই কাজ কবে আরম্ভ করা যাবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়।

ANNEXURE—'C'

167. Admitted Un-Starred Question No. 8

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৭২/৭৩ ইং সনে ত্রিপুরার কৃষি বিভাগ কর্তৃক ত্রিপুরার আদিবাসী আদর্শ কলোনীতে জুমিয়াদের জন্য ফলের বাগান তৈরী করা হইয়াছিল ?

২। যদি করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কতটি এবং কোথায় কোথায় (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১০টি, তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ।

ক্রমিক নম্বর	অদিবাসী কলোনী বাগানের নাম	যে ব্লকে অবস্থিত
১।	নবীনছড়া টি, সি, ও	কাঞ্চনপুর
২।	তুইসামা টি, সি, ও	,,
৩।	তারাবন ছড়া টি, সি, ও	ছামনু
৪।	দুর্গাছড়া টি, সি, ও	,,
৫।	লালছড়া টি, সি, ও	,,

ক্রমিক নম্বর	আদিবাসী কলোনী বাগানের নাম	যে ব্লকে অবস্থিত
৬।	মেন্দির হাওর টি, সি, ও	সেলেমা
৭।	হরিণছড়া টি, সি, ও	,,
৮।	রামকৃষ্ণপুর টি, সি, ও	তেলিয়ামুড়া
৯।	উত্তর গকুলনগর টি, সি, ও	,,
১০।	তকচায়া টি, সি. ও	খোয়াই
১১।	বেলবাড়ী টি, সি, ও	জিরানীয়া
১২।	বিশ্রামগঞ্জ টি, সি, ও	বিশালগড়
১৩।	তৈবান্দাল টি, সি, ও	মেলাঘর
১৪।	মাইক্রোসা পাড়া টি, সি, ও	,,

১৫।	সোনাছড়া টি, সি, ও	অমরপুর
১৬।	ফুলকুমারী টি, সি, ও	মাতাবাড়ী
১৭।	কলসী টি, সি, ও	বগাফা
১৮।	রাধানগর টি, সি, ও	রাজনগর
১৯।	শিলাছড়ি টি, সি, ও	সাতচাঁদ
২০।	কালাডেপা টি, সি, ও	,,

Admitted Un-Starred Question No. 16 By—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। লালসিংমুড়া থেকে বক্সনগর পর্য্যন্ত (ভায়া রাঙ্গাপানিয়া), সুতারমুড়া থেকে রামনগর পর্য্যন্ত, —চড়িলাম থেকে রামনগর পর্য্যন্ত এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে রংমালা (ভায়া হেরমা) পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তাগুলিকে সার্বক্ষণিক গাড়ী চলাচল যোগ্য করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ঐগুলির কাজ শুরু হবে ?

৩। না থাকিলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। লালসিংমুড়া থেকে বড়ঢেপা বাজার পর্য্যন্ত (যেখান থেকে বক্সনগর পর্য ন্ত রাস্তা আছে) সুতারমুড়া থেকে রামনগর পর্য্যন্ত চড়িলাম থেকে চৌমুহনী বাজার পর্য্যন্ত এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে হেরমা বাজার হয়ে চৌমুহনী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা সরকারে আছে। রামনগর থেকে চৌমুহনী পর্য ন্ত এবং হেরমা বাজার থেকে রংমালা পর্য্যন্ত কোন রাস্তার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রথম রাস্তাটির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বিশ্রামগঞ্জ থেকে চৌমুহনী বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটির মাটির কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। বাকী দুইটি রাস্তার এষ্টিমেট তৈরী করা হইতেছে। আশাকরা যায় ১৯৮৪-৮৫ আর্থিকবর্ষে ঐ দুইটি রাস্তার কাজও হাতে নেওয়া হইবে।

৩। হেরমা হইতে রংমালা এবং চৌমুহনী বাজার হইতে রামনগর পর্য্যন্ত রাস্তার প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Unstarred Question No. 17
By—Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchyat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এ পর্য্যন্ত কতটি গাঁওসভার অডিট করা হইয়াছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

২। ইহাতে কতজন গাঁও প্রধান সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

৩। যেসব প্রধান সঠিক হিসাব দিতে পারেনি তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। এ পর্য্যন্ত ৫৪৫টি গাঁওসভার হিসাব অডিট করা হইয়াছে। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জেলার নাম	ব্লকের নাম	গাঁওসভার সংখ্যা	এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় গাঁওসভার অডিট করা হইয়াছে।
১	২	৩	৪
উত্তর ত্রিপুরা	১। কাঞ্চনপুর	৪২	২৮
	২। পানিসাগর	৪৩	৩৮
	৩। ছামনু	৩২	২৮
	৪। কমলপুর	৪৮	৪৬
	৫। কুমারঘাট	৫২	৪৩
			১৮৩
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬। মাতারবাড়ী	৫০	৪৯
	৭। সাঁতচান্দ	৪৯	৪০
	৮। অমরপুর	৫১	৩১
	৯। ডম্বুরনগর	১১	৫
	১০। বগাফা	২৪	২৩
	১১। রাজনগর	২৫	২২
			১৭০
পশ্চিম ত্রিপুরা	১২। বিশালগড়	৬৭	৪৩
	১৩। জিরানীয়া	৪০	৩৮
	১৪। মেলাঘর	৫০	৪৩
	১৫। মোহনপুর	৩৩	২৭
	১৬। খোয়াই	৩২	২০
	১৭। তেলিয়ামুড়া	৪০	২১
		৬৮৯	১৯২

২। সমস্ত অডিট রিপোর্ট পরীক্ষার পর সঠিক তথ্য পাওয়া যাইবে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

25. Admitted Unstarred Question No. 30 By—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

রুদ্রসাগর এলাকাস্থিত কত একর জমির বরো ফসল প্রায় প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয় এবং ফসলের ক্ষতির পরিমান কত ; (ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের সংখ্যা সহ হিসাব)

২। এই বন্যার হাত থেকে এলাকার কৃষকদের রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

৩। যদি থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। অনুমানিক ৬৭২ হেক্টর জমি বরো ফসল প্রতিবৎসর বন্যায় প্লাবিত হয়।

ক্ষতি গ্রস্থ কৃষকের সংখ্যা আনুমানিক ১১৭৩ জন এবং বরো ধানের ক্ষতির পরিমান প্রায় ২০০০ মেট্রিক টন ধান।

২। রুদ্র সাগর এরিয়াকে গোমতী নদীর বন্যা হইতে রক্ষা কবিবার জন্য প্রায় ১০(দশ)বৎসর পূর্বে বিশ্রামগঞ্জ-সোনামুড়া রাস্তার মধ্যে বটতলাতে একটি স্লুইশ গেইট নির্মান করা হইয়াছে।

উক্ত এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রন করার জন্য বর্ত্তমানে আর কোন নূতন পরিকল্পনা নাই, তবে এ সম্বন্ধে কি করা যায় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

31. Admitted Uastarred Question No. 37 By— Shri Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাসহরবাসীদের বন্যার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে, তবে তার বিবরণ এবং কবে পর্য্যন্ত তা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উক্ত মহকুমার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, অস্থায়ী ব্রীজ মেরামতের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কি না ?

৪। করে থাকলে উক্ত কাজগুলির জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার পরিমান (কাজের নাম ও টাকার অংক সহ আলাদা হিসাব)

৫। উক্ত কাজ কখন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কৈলাশহর ও সংলগ্ন এলাকাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে—ক) গৌরনগর থেকে কৈলাশহর পর্য্যন্ত বাঁধ নির্মাণ খ) লক্ষীছড়ার উত্তরতীরে বাঁধ নির্মাণ গ) লক্ষীছড়ার ও মনু নদীর সংযোগ স্থল থেকে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত বাঁধের ও রিভটমেণ্টের কাজ ঘ) সত্তর মিঞার বাঁধ ও স্লুইসের কাজ ঙ) রাঙ্গাউটি, গোপিনাথপুর হইতে কৈলাশহর বাঁধের কাজ চ) খাওরাবিলে কাটানালার উপর স্লুইসের কাজ ও বাঁধ ছ) সমরুরপাড বাঁধ নির্মাণ জ) লক্ষীছড়া বাধ পরিবর্দ্ধন ঞ) বাগুয়াছড়া বাধ উন্নয়ন। উপরোক্ত কাজগুলির মধ্যে কিছু কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং কাজ চলছে। বাকী কাজগুলি আর্থিক সংগতি হইলে আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। হ্যাঁ

৪। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাট ও ব্রীজ মেরামতের জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই পরিমান অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাওয়া যায় নাই। সারা রাজ্যের জন্য মাত্র ১২৬ লাখ টাকা পাওয়া গিয়াছে ফাষ্ট সার্কেলকে বন্যাজনিত মেরামতির খাতে ২১ লাখ টাকা দেওয়া হইয়াছে। তবে মেরামতির জন্য বাৎসরিক মঞ্জুরী হইতে উক্ত কাজগুলির বেশীরভাগই করা হইতেছে। বিভিন্ন মেরামতের কাজের জন্য কাজভিত্তিক বরাদ্দ করা হয় নাই। ক্ষতিগ্রস্থ নাম ও টাকার পরিমান সংযোজনী দেওয়া হইল। এখানে ইহা উল্লেক্ষ্য যে বিগত বন্যার পর ক্ষতির তালিকা অনুযায়ী সর্বমোট ২৩২ লক্ষ্য টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চাওয়া হয়েছিল।

৫। যদিও বেশীর ভাগ কাজই বর্তমনে আর্থিক বর্ষে শেষ হবে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাওয়ার সমস্ত কাজ ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বর্ষে শেষ করা সম্ভব ববে না। বাকী কাজগুলি ১৯৮৪-৮৫ তে শেষ হবে।

সংযোজনী "ক" (রাস্তার নাম)

কাজের নাম	ক্ষতির পরিমাণ
১। ধর্মনগর—কৈলাশহর রাস্তা/আনন্দ বাজার হইতে চিরাকুটি অংশ	১,৫০,০০০ টাকা
২। কৈলাশহর—কুমারঘাট রাস্তা/চিরাকুটি হইতে কৈলাশহর অংশ	৫০,০০০ টাকা
৩। কৈলাশহর—রাঙ্গাওটি রাস্তা	১,৫০,০০০ টাকা
৪। কৈলাশহর—ইসবপুর সামীর রাস্তা বড়মেলা রাস্তা	২,৫০,০০০ টাকা
৫। কৈলাশহর—মোরতীছড়া রাস্তা	১,৫০,০০০ টাকা
৬। কৈলাশহর—কাছাড়ঘাট কনকপুর রাস্তা	২,৫০,০০০ টাকা
৭। কৈলাশহর—ফটিকরায় হালামবস্তী রাস্তা/ কৈলাশহর হইতে স্থায়ী ব্রীজ পর্য্যন্ত	১,০০,০০০ টাকা
৮। ছনতলী—যারুলতলী ও ফুলতলী হইয়া ডলুগাও পর্য্যন্ত	১,০০,০০০ টাকা

৯।	কে. কে. রাস্তা হইতে গোলধরপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইয়া ডি. কে. রাস্তা পর্যন্ত	৫০,০০০ টাকা
১০।	হুনতলী—ফটিকরায় রাস্তা ডলুগাও হইয়া	৫০,০০০ টাকা
১১।	কে. কে. রাস্তা হইতে হুনতলী ফেরীঘাট রাস্তা	১,০০,০০০ টাকা
১২।	কৈলাশহর— মুরতীছড়া রাস্তা সমরপুর পর্য্যন্ত	২৫,০০০ টাকা
১৩।	কৈলাশহর—গোলকপুর রাস্তা	৩০,০০০ টাকা
১৪।	রাঙ্গাওটি হইতে কালিকান্দী হইয়া রাঙ্গাওটি পর্য্যন্ত	৫০,০০০ টাকা
১৫।	ইরানী হইতে মাওরাবিল হইয়া রাঙ্গাওটি পর্য্যন্ত	৫০,০০০ টাকা
১৬।	কে. কে. রাস্তা হইতে বিদ্যানগর রাস্তা	৫০,০০০ টাকা
১৭।	ধনবিলাস—সিংগারবিল এবং বিকারাই পাড়া উপজাতি সাব প্লেন এরিয়ার (৬টি রাস্তা)	২,০০,০০০ টাকা
১৮।	ডলুগাও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাস্তা এবং ডলুগাও হইতে জগন্নাথপুর রাস্তা (রাস্তাটি পরেশ চক্রবর্তীর বাড়ীর পাশ দিয়া গিয়াছে।	৫০,০০০ টাকা
১৯।	ভাটের বাজার হইতে কালিমোহন দাসের বাড়ী হইয়া যোগেন্দ্র দাসের বাড়ী পর্য্যন্ত.	১,৫০,০০০ টাকা
২০।	মনু—ফটিকরায় রাস্তা	
২১।	মনু—ছামনু রাস্তা	
২২।	কৈলাশহর—কুমারঘাট রাস্তা	
২৩।	ছৈলেংটা—সাকান রাস্তা	
২৪।	ফটিকরায়—রাধানগর রাস্তা	
২৫।	ছামনু—মাণিকপুর রাস্তা	
২৬।	গঙ্গানগর হইতে সৈদাছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় রাস্তা	
২৭।	রাতাছড়া ইমার পাশা রাস্তা	
২৮।	পাবিয়াছড়া হইতে কালিটিলা রাস্তা	
২৯।	কাঞ্চনবাড়ী হইতে দামদোম রাস্তা	
৩০।	কে. এন. রাস্তা	

ব্রীজের নাম

১। কে, কে রাস্তার মেরামতের কাজ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষীছড়ার উপর এস, পি, টি, ব্রীজ মেরামতের কাজ এবং পায়ে চলার বাশের পুলের কাজ।	৮৮,৫৭৩ টাকা
২। কৈলাশহর মুর্ত্তীছড়া রাস্তা মেরামতির কাজ কৈলাশহর মনু নদীর উপর এস, পি, টি, ব্রীজ মেরামতির কাজ।	৬৪,৯১১ টাকা
৩। কৈলাশহর টাউন রোডের মেরামতির কাজ গোবিন্দপুর লক্ষীছড়ার উপর এস. পি, টি ব্রীজের মেরামতির কাজ	৩৫,২৩৬ টাকা
৪। কাছারঘাট হীরাছড়া রাস্তার মেরামতির কাজ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অংশে পায়ে চলার বাঁশের পুলের কাজ।	৩,৪০০ টাকা
৫। ধর্মনগর কৈলাশহর রাস্তা আনন্দবাজার হইতে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রাস্তার একটি এস, পি, টি, ব্রীজ	৩০,০০০ টাকা
৬। মনু ফটিকরায় রাস্তায় ৩টি ব্রীজ।	
৭। ছামনু মানিকপুর রাস্তায় ২টি ব্রীজ মেরামতির কাজ।	
৮। ছৈলেংটা সাকন রাস্তায় ২টি ব্রীজ।	
৯। ফটিকরায় ফটিকছড়া রাস্তায় ২টি ব্রীজ।	
১০। কৈলাশহর রাঙ্গাউটি রাস্তায় ২টি ব্রীজ।	
১১। কৈলাশহর গোলকপুর রাস্তায় একটি এস, পি, টি, ব্রীজ ১টি ব্রীজ।	

—:—

Printed by
The Manager, Tripura Government Press,
Agartala.